সেবা প্রকাশনী
RIZON
মাসুদ রানা
মৃত্যু প্রহর
কাজী আনোয়ার হোসেন

এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস পাহাড় * ভারত-নাট্যম * স্বর্ণমৃগ * দুঃসাহসিক
মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা * দুর্গম দুর্গ * শত্রু ভয়ঙ্কর * সাগর-সঙ্গম-১, ২
রানা সাবধান !! * বিস্মরণ * রত্নদ্বীপ * নীল আতঙ্ক-১, ২
কায়রো * মৃত্যু প্রহর * গুপ্তচক্র * মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র
রাত্রি অন্ধকার * জাল * অটল সিংহাসন * মৃত্যুর ঠিকানা
ক্ষ্যাপা নর্তক * শয়তানের দূত * এখনো ষড়যন্ত্র * প্রমাণ কই ?
বিপদজনক-১, ২ * রক্তের রঙ-১, ২ * অদৃশ্য শত্রু * পিশাচ দ্বীপ
বিদেশী গুপ্তচর-১, ২ * ব্ল্যাক স্পাইডার-১, ২ * গুপ্তহত্যা
তিনশত্রু * অকস্মাৎ সীমান্ত-১, ২ * সতর্ক শয়তান * নীলছবি-১, ২
প্রবেশ নিষেধ-১, ২ * পাগল বৈজ্ঞানিক * এসপিওনাজ-১, ২
লাল পাহাড় * হৃৎকম্পন * প্রতিহিংসা-১, ২ * হংকং সম্রাট-১, ২
কুউউ ! * বিদায় রানা-১, ২, ৩ * প্রতিদ্বন্দ্বী-১, ২ * আক্রমণ-১, ২
গ্রাস-১, ২ * স্বর্ণতরী-১, ২ * পপি * জিপসী-১, ২
আমিই রানা-১, ২ * সেই উ-সেন-১, ২ * হ্যালো, সোহানা-১, ২
হাইজ্যাক-১, ২ * আই লাভ ইউ, ম্যান-১, ২, ৩ * সাগর কন্যা-১, ২
পালাবে কোথায়-১, ২ * টার্গেট নাইন-১, ২ * বিষ নিঃশ্বাস-১, ২
প্রেতাত্মা-১, ২ * বন্দী গগল * জিম্মি * তুষার যাত্রা-১, ২
স্বর্ণ সংকট-১, ২ * সন্ন্যাসিনী * পাশের কামরা
নিরাপদ কারাগার-১, ২ * স্বর্গরাজ্য-১, ২ * উদ্ধার-১, ২
হামলা-১, ২ * প্রতিশোধ-১, ২ * মেজর রাহাত-১, ২
লেনিনগ্রাদ-১, ২ * অ্যামবুশ-১, ২ * আরেক বারমুডা-১, ২
বেনামী বন্দর-১, ২ * নকল রানা-১, ২ * রিপোর্টার-১, ২
মরুযাত্রা-১, ২ * বন্ধু * সংকেত-১, ২, ৩ * স্পর্ধা-১, ২ * চ্যালেঞ্জ
চারিদিকে শত্রু-১, ২ * অগ্নিপুরুষ-১, ২

মৃত্যু প্রহর

একখণ্ডে সমাপ্ত সম্পূর্ণ রোমাঞ্চ-উপন্যাস

কাজী আনোয়ার হোসেন

রানা-১৬

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৬৯
পঞ্চম প্রকাশ : মে, ১৯৮৬
রচনা : বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : আসাদুজ্জামান
মুদ্রণে :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ২
দূরালাপনী : ৪০৫৩৩২
জি পি ও বক্স নং ৮৫০
শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১
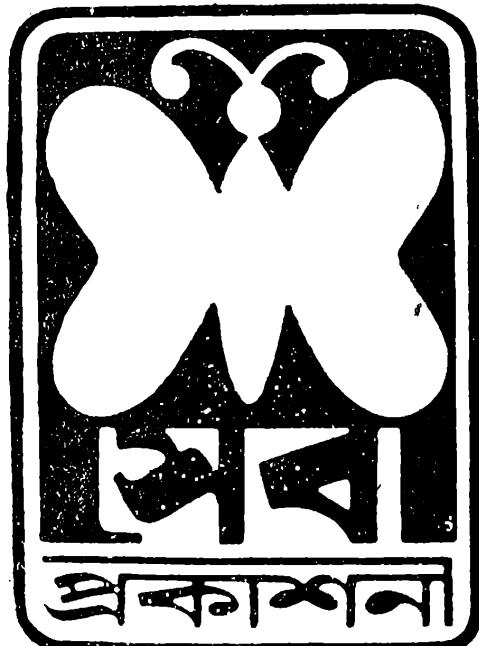
MRITYU-PROHAR
Rana-16
By Qazi Anwar Husain
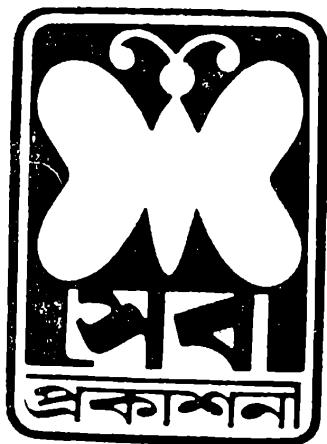
বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে-কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চির-নবীন যুবকটির সাথে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডীবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য প্রতীকী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত
ধন্যবাদ।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক।
জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সাথে
এর কোনও সম্পর্ক নেই।

॥ লেখক ॥

এক

ভূমধ্য সাগরের উপরে তেত্রিশ ডিগ্রী উত্তর দ্রাঘিমা ধরে পুব দিকে ছুটে চলেছে একটা তুপোলেভ বম্বার। আলো জ্বলছে না। একভাবে ছুটে চলেছে।

চারটে জেট ইঞ্জিনের একটানা গর্জন ছড়িয়ে পড়েছে মহাশূন্যে, অন্ধকারে।

উইং কমাণ্ডার ইকবাল বেগ নিজের মধ্যে বিভোর। চোখের সামনে মেলে ধরা একটা বই। থ্রিলার।

সাইড-স্ক্রীনে চোখ লাগিয়ে বাইরের অন্ধকার দেখলো রানা। ঘুট-ঘুটে অন্ধকার। রানাকে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উইং কমাণ্ডার বইটা আঙুলের চিহ্ন রেখে বন্ধ করলো। বইয়ের মলাটে একটা নগ্ন মেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে সাদা ধবধবে বিছানায়, পিঠে বিদ্ধ সোনালী বাঁটের ছুরি। রক্তে লেখা বইয়ের নাম।

'ব্যাটাচ্ছেলে লেখে চমৎকার!' কমাণ্ডার বাঁকা পাইপটায় আরাম করে একটা টান দিয়ে তাকালো পাশে বসা অল্প বয়সী কো-পাইলটের দিকে বললো, 'না হে, ছোকরা, এভাবে ন্যাংটো মেয়েছেলের দিকে

তা কিয়ে লাভ নেই। এ বই তোমাকে পড়তে দেয়া যাবে না। এখনো বয়স হয়নি।'

'আমরা এখন কোথায় আছি ?' রানা জিজ্ঞেস করলো।

'কি করে বলি ?' উইং কমাণ্ডার হাত নেড়ে বললো, 'আজ বিশ বছর প্লেন চালাচ্ছি। কাজ ড্রাইভারী। আমার এক নেভিগেটর থাকে, নেভিগেটরের কাছে থাকে রাডার সেট দুটোর একটাকেও আমি বিশ্বাস করি না।' পাইপে দু'বার টান দিয়ে হাতের বইটার একটা পাতা ভাঁজ করে চিহ্ন দিয়ে রেখে দিলো পাশে। এবং উঁচু হয়ে সাইড-স্ক্রীন খুলে অন্ধকারে মাথাটা একটু বের করে সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে নিয়ে এলো। দুই চোখ হাতে চেপে ধরে বসে পড়ে বললো, 'মেজর, যুদ্ধে মাতাল ইসরাইলের মরুভূমিতে পথ হারালে কেমন হয় ?'

'ভেবে দেখিনি,' রানা বললো, 'তবে পথ হারালে বলতেই হবে, আপনার সম্পর্কে বিমান বাহিনীর অফিসারদের মধ্যে অনেক মিথ্যে কথা চালু আছে। আমাকে বলা হয়েছিলো ইসরাইলের ম্যাপ আপ-নার মুখস্থ—পাশের বাড়ির মেয়েটার চেয়েও বেশি চেনা।'

'হ্যাঁ, আমার কিছু বন্ধু-নামের শত্রুরা ওসব কথা রটিয়েছে,' উইং কমাণ্ডার বললো, 'যাতে আমি আরাম করে দিন কাটাতে না পারি। এয়ার-ফোর্স থেকে অবসর নিলাম, পাঠিয়ে দিলো ইউ. এ. আর. এয়ার-ফোর্সে।' ঘড়ি দেখলো কমাণ্ডার। বিরক্তির সঙ্গে তাকালো পাশে বসা কো-পাইলটের দিকে। 'ফ্লাইং অফিসার স'াদ আবদুল্লাহ সাহেব, কর্তব্যে তোমার এই বিরাট অবহেলা পুরো মিশনকে বিপদের মুখে ফেলতে পারে—জানো ?'

'স্যার ?' সা'দের তরুণ-কিশোর মুখটিতে ফুটে ওঠে বিমূঢ় ভাব।

'তুমি হয়তো জানো না, তিন মিনিট আগেই কফির সময় পার হয়েছে,' উইং কমাণ্ডার বললো।

রানা উইং কমাণ্ডারকে ভালো করে দেখলো। আবার বইটা বের করে নয়েছে। বয়স পঁয়তাল্লিশের উপরে। চুলের এক দিকে পাক ধরেছে। হালকা-পাতলা শরীর। মুখে এক জোড়া নিচের দিকে নামানো গোঁফ। কোনো ভাবনার লেশ নেই কোথাও।

রানা ঘুরে দাঁড়ালো। বম্বারে বসবার ব্যবস্থা নেই। ছ'জন লোক পাটাতনে বসে অ.পক্ষা করছে একটা বিশেষ মুহূর্তের জন্যে। সবার চোখে-মুখে উত্তেজনা।

রানার মতো সবার পরনেই ইসরাইলী হোগানা। অর্থাৎ ইসরাইলী স্বেচ্ছাবাহিনীর পোশাক। রানার কাঁধে মেজরের ব্যাজ। অন্যরা লেফটেন্যান্ট বা সার্জেন্ট। সবাই তৈরি আছে প্যারাশুট পরে।

সবচে' এ পাশে বসেছিলো আব্বাস। ইরাকের লোক। রানা ওর দিকে তাকাতেই ও জিজ্ঞেস করলো, 'আর কতোক্ষণ ?'

রানা বসে পড়লো। বললো, 'উইং কমাণ্ডার নিজস্ব নেভিগেশন পদ্ধতিতে এগিয়ে চলেছেন। উনি বাতাসের গন্ধ শুঁকে দিক ঠিক করেন। এখন নাক আমাদের যেদিক নেয় সেদিকে চলে.ছি।'

'মানে ?'

'নাকই এঁর রাডার-সেট।'

বম্বারের সার্জেন্ট এয়ার গানার সবাইকে কফি দিয়ে গেলো এনামেলের মগে করে।

আব্বাস ঘড়ি দেখলো। বললো, 'স্যার, একত্রিশ মিনিট পর আমা-

দের জাম্প করতে হবে।'

আব্বাসের পাশে বসা ইয়াফেজ বললো, 'যদি বম্বার মেডিটারে-নিয়ানে জাম্প না করে!'

হঠাৎ কেঁপে উঠলো বম্বার। ইয়াফেজের হাতের মগ থেকে খানিকটা কফি পড়ে গেলো। কোণে বসা লেফটেন্যান্ট আতাসী এদের দেখছিলো নিজেকে সামলে বললো, 'মেডিটারেনিয়ানে জাম্প না করলেই ভালো। আমি সাঁতার জানি না

আব্বাসকে বেশ সিরিয়াস মনে হচ্ছে। ও আতাসীর কথায় কান দিলো না,' যদিও আতাসী দলের সেকেণ্ড-ইন কমাণ্ড আব্বাস চিন্তিত কণ্ঠে বললো, 'মেজর, পুরো সেট-আপেই যেন গলদ রয়ে গেছে।'

'যেমন?' রানার চোখ আব্বাসের মুখে। কফির মগ নামিয়ে রেখেছে উরুর উপর। কথার ছলে যদি দলের সবার আড়ষ্টতা কেটে যায়, মন্দ কি?

'আমাদের সবার কথা ভেবে দেখুন, আমরা আত্মহত্যাই করতে যাচ্ছি' সবার মুখের দিকে তাকিয়ে নিলো আব্বাস রানা দেখলো —আব্বাস, ইয়াফেজ, সালাল, আতাসী, মাহের পাশা, আজহারী…

আব্বাস বললো, 'আমি আর ইয়াফেজ কায়রোতে কেরানীগিরি করতাম। সালাল ফরজারীতে ছিলো…'

'হ্যাঁ। এবং সবাই ওয়র ডিপার্টমেন্টেই।'

'মাহের আমি রেডিও-অপারেটার, আপনি…'

'এক্স আমি মেজর, কায়রোতে পাটের কারবার করতাম,' রানা বললো।

'আর আজহারী সুদানের জার্নালিস্ট। গেরিলা ছিলো তাই এক্সপ্লোসিভ সম্পর্কে জ্ঞান আছে।' আতাসীর দিকে তাকালো আব্বাস। 'লেফটেন্যান্ট আতাসীরই শুধু মরুভূমি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে।

'হ্যাঁ, আমি বেদুইন। বারো বছর পর্যন্ত তাই ছিলাম। এখন ভদ্রলোক। যদিও সিরিয়ার মরুভূমিতে এখনো আমার বাবা-মাকে দেখতে পাবে।'

'মাহের পাশা জীবনে একবারও প্যারাশুটে জাম্প দিয়েছে বলে বিশ্বাস হয় না,' কথা শেষ করলো আব্বাস।

বনেদী পাশা পরিবারে আদরে লালিত চেহারা মাহেরের। ঘুম-ঘুম চোখে তাকালো সে। বললো, 'আব্বাস, আপনার জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে : আমি জীবনে প্লেনেই চড়িনি!'

'দেখুন তবে,' বিজ্ঞের মতো আব্বাস বললো প্লেনের আরেকটা বাম্প সামলে নিয়ে।

রানা সবার মুখের উপর চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললো, 'আমাদের সবার মনে রাখা উচিত, আমরা একটা সুপ্রীম কমাণ্ডের অধীনে কাজ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কর্নেল সিক্স আমাদেরই সিলেক্ট করেছেন এবং আমাদেরই যেতে হচ্ছে।'

রানা কথাগুলো বললো উত্তর না পাবার জন্যেই। সবাই চুপ করে গেলো।

উঠে দাঁড়ালো রানা। আপার মেশিনগানের স্বচ্ছ অভঙ্গুর প্লাস্টি-কের মাস্তুলের ল্যাডার বেয়ে উঠে গেলো।

প্রথমে বাইরের অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখলো না। তারপর

দেখলো, বম্বার এখন স্থলভূমির উপর দিয়ে যাচ্ছে। লেবানন। অন্ধ-কারে কিছুই বোঝার উপায় নেই।

নেমে এলো রানা। ককপিটে গিয়ে দেখলো, উইং কমাণ্ডার সীটটাকে আরও কায়দা করে নিয়ে আরাম করে বসে চোখ বুজে পাইপ টানছে। চার ইঞ্জিনের গর্জন। রানা কিছু বলার জন্যে মাথা নামিয়ে আনতে শুনলো, কমাণ্ডার গজল গাইছে।

অতএব এখনও দেরি আছে। বম্বার সিরিয়ার ভেতর দিয়ে গ্যালিলী সাগরের উপর দিয়ে ইসরাইলে প্রবেশ করবে।

রানা ফিরে এসে দেখলো আতাসী ঘুমোবার চেষ্টা করছে। সবার চেহারা চিন্তাযুক্ত।

স্মৃতি চিত্রণ করছে শেষ বারের মতো।

রুম নাম্বার সিক্স, কনফারেন্স রুম।

কায়রোর ছাব্বিশে জুলাই রোডের হলদে বাড়িটার আফ্রো-এশিয়ান লেখক-সঙ্ঘের অফিসের ছয় নম্বর ঘরের কনফারেন্স টেবিলটা ঘিরে বসে ছিলো কয়েকজন লোক।

মিশরীয় ইন্টেলিজেন্সের সহকারী প্রধান কর্নেল আসাদ, মিলিটারী সিকিউরিটির পক্ষ থেকে এসেছে ব্রিগেডিয়ার নুরুদ্দীন নাফিজ, আল-ফাত্তাহ সিক্রেট অপারেশনের প্রধান জেনারেল সালেহ দীন আরাবী ও এয়ার কমোডোর রিফাত দানী একদিকে বসেছে।

অন্যদিকে রানা আতাসী, ইয়াফেজ, মাহের পাশা, সালাল, আজ-হারী, আব্বাস এবং ওদের মাঝখানে আলফাত্তাহর বৈদেশিক সংযোগ দপ্তরের প্রধান কর্নেল সিক্স।

কর্নেল সিক্স সামনের তিন জনের দিকে তাকিয়ে বলছিলো, 'মেজর মাসুদ রানা ছাব্বিশে জুলাই এই দপ্তরে আহসান মার্ডার সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করেন। তখনই আমাকে জানান এগারোই আগস্ট মেজর জেনারেল রাহাত খান কায়রো আসতে পারেন। তারপর মেজর মাসুদ দেশে ফিরে যান। নয় তারিখে আমি সিরিয়া থেকে রিপোর্ট পাই, মেজর জেনারেল রাহাত খান সিরিয়ায় আল-ফাত্তাহ হেডকোয়ার্টারে আমাদের অপারেশন স্ট্র্যাটেজী পরীক্ষা করছেন। এবং আমাকে জানানো হয়, তিনি কায়রো আসছেন এগারো তারিখে। কিন্তু…'থেমে গেলো কর্নেল সিক্স। রোলগোল্ডের ফ্রেম, নীল লেন্স, তার ভেতর স্থির দুটো চোখ।

সামনের আটটা চোখ এক এক সময় এক এক জনের উপর থেমে যাচ্ছিলো। জেনারেল আরাবীর চোখ কর্নেল সিক্সের চশমার নীল লেন্সের উপর লেগে ছিলো। একবারের জন্যেও সরছিলো না।

আরাবীর ডানে বসা কর্নেল আসাদ বলতে শুরু করলো, 'হ্যাঁ, এগারো তারিখে মেজর জেনারেল রাহাত খান সিরিয়া ত্যাগ করেন একটা সিরিয়ান এয়ার-ফোর্সের সেসনা বিমানে। কিন্তু মেডিটারেনিয়ানের উপর ইসরাইলের হাইফা এয়ার-বেস থেকে তিনটি মিরেজ সেসনাকে চেজ করে ল্যাণ্ড করায় রুশ পিন্না বিমান-বন্দরে। ওখান থেকে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় মাউন্ট কানানে টাগার্ট ফোর্টে।' কর্নেল আসাদ উঠে দাঁড়ালো। এগিয়ে গেলো বাঁ দিকের বিশাল মিডল-ইস্টের ম্যাপের সামনে। ইসরাইলের ম্যাপে গ্যালিলী হ্রদের ডান দিকের কোণে টোকা দিয়ে বললো, 'টাগার্ট ফোর্ট আসলে ক্রুসেডাররা বানিয়েছিলো। সালাদীন ওদের পরাজিত করে। ইংরেজ সেনাপতি

টাগার্ট পরে এটাকে মেরামত করে আরব মুক্তি সেনাদের প্রতিরোধ করার জন্যে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়। এখন এটা ইসরাইলের সিক্রেট সার্ভিস এবং গেস্টাপো স্টাইলে বন্দী আরব বিদ্রোহীদের নির্যাতন-কেন্দ্র।'

নুরুদ্দীন নাফিস বললেন, 'ইতিহাস এখানে খুব প্রয়োজনীয় নয়। আমাদের কথা হচ্ছে, মেজর জেনারেল রাহাত খানকে কথা বলতে বাধ্য করার আগেই ফিরিয়ে আনতে হবে।'

'স্যার,' আজহারী বললো, 'এই উদ্ধার কাজে আমাদের কেন নির্বাচিত করা হলো ?'

কর্নেল সিক্স বললো, 'তুমি জার্নালিস্ট মানুষ, তাই-এ প্রশ্ন করছো। ...হ্যাঁ আমরা প্যারাট্রুপার পাঠাতে পারতাম। ওয়র ডিপার্টমেন্ট তাই বলেছিলো। কিন্তু প্যারাট্রুপারে কয়েকটা ব্যাটেলিয়ান পাঠালেও টাগার্ট ফোর্ট থেকে মেজর জেনারেলকে বের করে আনা যাবে না। আমি জীবিত উদ্ধারের কথাই বলছি। তোমাদের বাছাই করা হয়েছে অনেক চিন্তা করে। মেজর রানা তার প্রিয় মেজর জেনারেলকে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সবচে আগ্রহী। লেফটেন্যান্ট আতাসী বহুদিন ঐ অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ করেছে। মাহের আর্মি-রেডিও অপারেটর। আজহারী যদিও জার্নালিস্ট, কেমিস্ট্রির ছাত্র সন্ত্রাসবাদী দলে থেকে এক্সপ্লোসিভ সম্পর্কে অনেক জানে। সালাল, আব্বাস এবং ইয়াফেজ অন্য কাজ করবে...এবং রানা ছাড়া তোমরা সবাই হিব্রু অথবা ইহুদিস জানো। যদিও ইসরাইলে হিব্রুর চেয়ে আরবীই বেশি চলে তবু হিব্রু ছদ্মবেশের জন্যে খুব প্রয়োজন।'

আজহারী বললো, 'স্যার, বম্ব মেরে ফোর্ট উড়িয়ে দেয়া হলে

মনে হয় সহজ কাজ হতো। তাহলে, কথা বলা আর না বলার প্রশ্নই উঠতো না।'

'তা ঠিক।' মৃদু হাসির রেশ মুখে মেখে প্রথম মুখ খুললেন জেনারেল আরাবী। বললেন, 'মেজর জেনারেল রাহাত খান আমাদের বন্ধু-দেশের একজন অত্যন্ত সম্মানিত উচ্চপদস্থ লোক। বম্বিং-এ তাঁর কোনো ক্ষতি হলে তাঁরা আমাদের ক্ষমা করবেন না। কি বলেন, মেজর মাসুদ রানা?'

'রাহাত খান আমাদের দেশের অত্যন্ত সম্মানিত নাগরিক,' বললো রানা।

মাহের বললো, 'কিন্তু স্যার, মেজর জেনারেল এখন আর্মিতে নেই। তাঁর জন্য এতোখানি রিস্ক আমরা কেন নেবো?'

'তোমাদের কাজ তোমরা করবে,' বললো কর্নেল সিক্ত পরিষ্কার কণ্ঠে, 'কোনো প্রশ্ন তোমরা করতে পারো না।'

জেনারেল আরাবী বললেন, 'কর্নেল, আমরা এদের যখন মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছি তখন সব জানতে দেয়াই উচিত।' কর্নেল আসাদ এবং ব্রিগেডিয়ার নুরুদ্দীন নাফিস মাথা নেড়ে কথাটায় সমর্থন জানালো। জেনারেল আরাবী ব্রিগেডিয়ারকে বলতে ইঙ্গিত করলে ব্রিগেডিয়ার মুখ খুললো :

'আপনারা জানেন না, মেজর জেনারেল রাহাত খানের সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জেনারেল আরাবী মিশরেরই আল-আমিন ফ্রন্টে এক সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। মেজর জেনারেল রাহাত খান একজন সামরিক বিশেষজ্ঞ। যুদ্ধ পরিকল্পনায় তাঁর মতো ক্রিয়েটিভ ব্রেন খুব কমই

আছে। গত এগারো তারিখে তিনি আল-ফাত্তাহর নেট ওয়র্ক সম্পর্কে ভালোমতো জেনেশুনে আসছিলেন কায়রোতে একটা পঞ্চমুখি আক্রমণের খসড়া নিয়ে। মূলতঃ তিনি এই পঞ্চমুখি আক্রমণের কো-অর্ডিনেটরের ভূমিকা পালন করছেন। তিনি আল-ফাত্তাহ, লেবানিজ, সিরিয়া, ইরাকী এবং সৌদী বাহিনীর নাড়ী-নক্ষত্র সম্পর্কে যতো বেশি জানেন আমাদেরও কেউ তেমন জানে না। জরিপ-কাজ শেষ করে কায়রো সম্মিলিত আরব শক্তি জোটের মিটিং-এ তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করবার কথা ছিলো।' ব্রিগেডিয়ার চুপ করলেন। সবাই নীরব।

কর্নেল সিক্স বললো, 'এখন মেজর জেনারেলকে যদি কথা বলতে বাধ্য করানো হয়...'

'করানো হবে,' জেনারেল আরাবী বললেন ভারি কণ্ঠে, 'মেজর জেনারেল রাহাত খানের মুখ দিয়েও কথা বেরুবে। মেসকালিন এবং স্কোপোলামিন মিক্স করে রক্তে মিশিয়ে দিলে কথা বলতে যে কেউ বাধ্য।'

নীরবতা।

মাহের বললো, 'দুঃখিত, মেজর রানা, প্রশ্ন করার জন্যে।'

রানা বললো, 'না না, তাতে কি হয়েছে?'

জেনারেল আরাবী আড়াইশো পাউণ্ডের দেহটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'এবার আমরা আমাদের অভিযান নিয়ে আলোচনা করতে পারি।'

ম্যাপের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

'বি রেডি ফর মিরেজ অ্যাটাক !'

উইং কমাণ্ডার ইকবাল বেগের কণ্ঠ।

'মিরেজ !' উঠে দাঁড়ালো লেফটেন্যাণ্ট আব্বাস।

উইং কমাণ্ডার সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। রানাকে বললো, 'এখন আমরা ইসরাইল টেরিটরিতে ঢুকে পড়েছি। গ্যালিলী সাগরের উপর দিয়ে আমরা যাচ্ছি। দশ মিনিট ' উইং কমাণ্ডার কো-পাইলটের দিকে তাকিয়ে বললো, 'খোকা বাবু, এবার আমাকে তোমার জায়গাটা দাও। অনেক চালিয়েছো।'

সা দ সীট ছেড়ে দিল।

উইং কমাণ্ডার আরাম করে বসে সীট বেল্ট লাগালো। হেড ফোন ঠিকমতো লাগিয়ে সুইচ অন করলো মাইক্রোফোনের।

'সার্জেন্ট রিয়াদ,' উইং কামাণ্ডার কল-আপের নিয়মের তোয়াক্কা না করেই বললো, 'জেগে আছে ?'

নেভিগেটর জেগেই আছে। তার চোখ সবুজ রাডার-স্ক্রীনের উপর স্থির। মাঝে মাঝে চোখ তুলে চার্ট বা এয়ার স্পীড ইনডিকেটর দেখছে। কমাণ্ডারের কণ্ঠ শুনে সোজা হয়ে বসে বললো, 'জেগে আছি, স্যার।'

'নিয়ে যাও দেখি সাফেদের ডান দিকে।'

'স্যার, পাহাড়ে জাম্প করবে ?' বললো সা'দ।

'না, খোকা-বাবু, মাউন্টের উপরে করবে। জায়গাটা তিনশো গজ চওড়া। উপরে মাউন্টেইন, নিচে খা ড়। এটাই পুরো ইসরাইলে নিরাপদতম জায়গা। ওরা ভাবতে পারবে না এখানে প্যারাট্রুপার নামতে পারে।' পাইপ ঝেড়ে পকেটে রাখলো উইং কমাণ্ডার।

'কিন্তু মাত্র তিনশো গজ।'

'আমরা এই গরুর-গাড়টা ত্রিশ ফুট চওড়া রান-ওয়েতে ল্যাণ্ড করিয়ে থাকি।' বলেই ঘড়ি দেখে পেছন ফিরে বললো, 'মেজর রানা, আর তিন মিনিট।'

সা'দ সোজা হয়ে বসলো। উইং কমাণ্ডারের মুখের দিকে তাকালো, তারপর সম্পূর্ণ মনোযোগ ও দৃষ্টি রাখলো শুধু তিনটি জিনিসে: কম্পাস, অলটিমিটার এবং উইং কমাণ্ডার ইকবাল বেগের মুখ। বম্বার এক ডিগ্রী পশ্চিমে গেলে মাউন্ট কানানে ক্র্যাশ করবে, পুবে গেলে মিরেজ তাড়া করবে। একটু নিচুতে নামলেও একই অবস্থা। উইং কমাণ্ডারের একটা সিগন্যাল মিস্ করা মানে পুরো মিশনের সমাপ্তি। সা'দের চোখ দুটো মেশিনের মতো তিনটি জিনিসের উপর ঘুরতে থাকলো—কমাণ্ডার, অলটিমিটার, কম্পাস। কমাণ্ডার, অলটিমিটার, কম্পাস।

ভেতরে সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে। লাইন করে দাঁড়িয়েছে বন্ধ দরজার সামনে। প্রথমে রয়েছে রেডিও অপারেটর সার্জেন্ট মাহের পাশা তারপর আতাসী, আব্বাস। চতুর্থ জাম্পার রানা। দলনেতা হিসেবে স মাঝামাঝি নামবে। দু'দল দুপাশ থেকে মাঝে মিলিত হবে। রানার পর সালাল, ইয়াফেজ, সবশেষে আজহারী। মাহের পাশার সঙ্গে আতাসীকে দেয়া হয়েছে কারণ আতাসী পাকা প্যারা-ট্রুপার। মাহের বিপদে পড়লে রক্ষা করতে পারবে।

মাইক্রোফোনের সুইচ অন করে উইং কমাণ্ডার ঘোষণা করলো, 'দুই মিনিট...'

দরজার সামনে দাঁড়ানো হেড-ফোন লাগানো সার্জেন্ট এয়ার-গানারের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হলো, 'দুই মিনিট।'

আতাসী মাহেরের কাঁধে হাত রেখে বললো, 'রেডিও ট্র্যান্সমিটার সাবধানে রেখো।'

'হ্যাঁ, আমি ঠিকমতো প্যারাশুট শুট করতে পারলে ওটা বেঁচে যেতে পারে, বললো মাহের। 'অথবা আমি নেমে যাওয়ার পর ওটা ফেললে কেমন হয়, নিচ থেকে ক্যাচ করে নিতাম?'

আব্বাস হাসলো।

রানা বললো, 'অল কোয়ায়েট!'

'এক মিনিট।' সার্জেন্ট এয়ার-গানার হেড-ফোনের প্রতিধ্বনি করলো। 'লাল আলো নিভে যখন সবুজ আলো জ্বলবে…'

থেমে গেল সার্জেন্ট। জেটের প্রচণ্ড গর্জনে চিৎকার করে গলা ফাটালেও কেউ কিছু শুনবে না।

মাহের পাশার মুখের রক্ত সরে গেছে। রানার দৃষ্টি মাহেরের উপর। কেউ কোনো কথা বলছে না। শুধু ইঞ্জিনের গর্জন।

লাল আলো জ্বলছে।

আতাসী বাঁ হাতটা রাখলো মাহেরের পিঠে। মাহের ঠেলে সরিয়ে দিল সে-হাত। বললো, 'সান্ত্বনা দিয়ো না, বন্ধু! ধাক্কাও দিয়ো না সুইসাইড করতে হলে নিজেই করবো।'

সোজা হয়ে পজিশন নিয়ে দাঁড়ালো।

উইং কমাণ্ডার সাইড-স্ক্রীন খুলে মাথা বাইরে নিল বাঁ হাত পেছনের দিকে মেলে রেখে সিগন্যাল দিতে লাগলো। কো-পাইলটের চোখ হাতের প্রতিটি ভঙ্গি লক্ষ্য করছে। হাতের ইঙ্গিতে বম্বার হঠাৎ কাত হয়েই সোজা হয়ে গেল।

উইং কমাণ্ডারের হাতটা আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল পাশের সুইচ প্যানেলের দিকে। একটা সুইচের উপর হাত পড়লো, চাপ দিল।

মাহের দেখলো লাল আলোর বদলে সবুজ আলো জ্বলছে। এক পা এগিয়ে গেল। মাথা নিচু করে একবার চোখ বন্ধ করলো। হঠাৎ এক পা বাড়িয়ে শূন্য অন্ধকারে অদৃশ্য হলো জাম্প ঠিক না, হেঁটে বেরিয়ে গেল। আতাসী দুই পা-হাঁটু এক করে নিখুঁত ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আব্বাসের পেছনে রানা। সবাইকে দেখে আব্বাসের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নেমে গেল রানা।

প্যারাশুট শুট করে রানা তাকালো নিচের দিকে। পাশে পাহাড়ের চূড়া, নিচে ঢাল। মাহের শূন্যে দুলছে পেণ্ডুলামের মতো। বাঁ হাতের কর্ড বেশি টেনে ধরেছে। প্যারাশুটে বাতাস ধরে রাখতে পারছে না, কাত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। মাহের দ্রুত নেমে যাচ্ছে বাঁ দিকে। এবং অদৃশ্য হয়ে গেল। আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠলো রানার।

উপরের দিকে তাকালো। সালাল, ইয়াফেজ, আজহারী পাশাপাশি নেমে আসছে।

আজহারী ঝাঁপ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সার্জেন্ট এয়ার-গানার ছুটে গেল বম্বারের পেছন দিকে। টেনে বের করলো একটা প্যাকিং বাক্স। তারপুলিনের আবরণ তুলে ফেললো।

কফিনের মতো প্যাকিং বাক্সটায় একটি মেয়ে শুয়ে আছে। সার্জেন্ট হাত বাড়িয়ে মেয়েটিকে সোজা দাঁড় করিয়ে দিল। ছোট-খাট দেখতে, ভারি মুখের গড়ন, চোখ দুটো সবুজ। পুরুষদের মতোই প্যারাট্রুপারের পোশাকের মধ্যে সে হারিয়ে গেছে। ঘর্মাক্ত মুখ। পায়ে ঝিঁ ঝি ধরেছে, ঝাঁকি দেবার চেষ্টা করলো কিন্তু সার্জেন্ট এয়ার-গানার একটি

মুহূর্ত ব্যয় করতে রাজি নয়। বাঁ হাতে তাকে ধরে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল দরজার সামনে। মেয়েটি কিছু বলার আগেই সার্জেন্ট এয়ার-গানারের ব্যস্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হলো, 'জাম্প! কুইক!'

দরজার কাছে আরও একজন ক্রু দাঁড়িয়ে ছিল প্যারাশুট এবং তারপুলিনের বস্তা নিয়ে।

মেয়েটি জাম্প করলো নিখুঁতভাবে। সার্জেন্ট সঙ্গে সঙ্গে প্যারাশুট লাগানো বস্তাটা ফেলে দিল। সার্জেন্ট এয়ার-গানার অনেকক্ষণ অন্ধকারে তাকিয়ে রইলো। তার কাছে পুরো ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।

তুপোলেভ জেট প্রচণ্ড গর্জন করে উঠলো। দরজা বন্ধ হলো। জেট পূর্ণ শক্তিতে ছুটতে শুরু করলো ভূমধ্যসাগরের উদ্দেশে।

দুই

প্যারাশুটের কর্ড টেনে ধরলো রানা বালিতে সমস্ত শরীরটা বিছিয়ে দিয়ে। কয়েক ফুট টেনে নিয়ে গেল ওকে বাতাস। বাতাস বেরিয়ে গেল প্যারাশুটের। বালিতে লুটিয়ে পড়লো কাঁধের বাঁধন খুলে ফেললো রানা। গুটিয়ে ফেললো প্যারাশুটটা, খানিকটা জায়গায় বালি সরিয়ে পুঁতে ফেললো সেটা। তারপর তাকালো চারদিকে।

কানান পাহাড়ের একটা সমতল জায়গা। পাশে উঁচু শৃঙ্গ, নিচে

খাড়ি।

বাতাস, নির্জন, নিশ্চুপ। অষ্টমীর চাঁদের আবছা আলোয় পাহাড়গুলোকে অশরীরী অপচ্ছায়া মনে হয়। রানা ৩৬০ ডিগ্রী ঘুরে চারদিগন্ত দেখলো। কেউ কোথাও নেই। শুধু পাহাড়ের কালো ছায়া।

পকেট থেকে বের করলো টর্চ এবং বাঁশি। সিগন্যাল দিল পূর্ব ও পশ্চিমে। অন্ধকারে সিগন্যালের উত্তর হলো দূরে। প্রথম এলো ইয়াফেজ, সালাল এবং আতাসী। তারপর আব্বাস আর আজ-হারী।

কিন্তু মাহের পাশা ···এলো না।

আতাসী বললো, 'আমি মাহেরকে শেষবারের মতো দ্রুত নেমে যেতে দেখেছিলাম। প্যারাশুট কর্তে অসুবিধা হলেও আমার মনে হয় প্যারাশুট-জনিত বিপদ ঘটেনি।···ও ভয় পেয়েছিল, এই যা। হয়তো হাত-পা ভেঙে বসে আছে কোথাও।'

'ওকে খুঁজে বের কর,' রানা হুকুম দিল।

ছয়টা টর্চের আলো তির্যকভাবে ঘুরে ঘুরে ফিরছে। বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে তিন চারশো গজ সমতলটা ধরে ওরা এগিয়ে চললো।

হঠাৎ একটা ডাক শুনে সবাই দাঁড়িয়ে পড়লো। প্রত্যেকটা আলো গিয়ে ছিটকে পড়লো ডাকের কণ্ঠ লক্ষ্য করে। আব্বাস দাঁড়িয়ে আছে কিছু এগিয়ে, খাড়ির ধারে। রানা এগিয়ে গেল দৌড়ে। আব্বাসের চোখে-মুখে ভয়। বললো, 'মেজর,···মাহের পাশা···'

'কোথায়?'

আব্বাসের কম্পিত টর্চের আলো অন্ধকারে নিচে নেমে গেল কয়েক হাত। পাহাড়েরই ছোট খাদ। তার পাশে একটা পাথরের চাঁই। মাহের পাশা তার পাশে চিত হয়ে পড়ে আছে। পা ছুঁয়েছে পাহাড়ের গা। মুখটা উপরে তোলা। থুতনি উর্ধ্বমুখী।...সবাই বুঝলো মাহের পাশা বেঁচে নেই। কেননা ওর চোখ খোলা। কিন্তু চোখে এসে বালি পড়ছে, তা ও দেখছে না। রানা খাদে পা রেখে কিছুটা নেমে গেল। এক লাফে গিয়ে পড়লো সার্জেন্ট মাহের পাশার প্রাণহীন দেহের পাশে। হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে পড়লো। হাত দিয়ে মাহেরকে সোজা করে বসালো। কিন্তু সোজা হলো না মাথাটা। কাপড়ের পুতুলের ভেঙে যাওয়া গলার মতো ঢলে পড়েছে এক পাশে। শুইয়ে দিল রানা মাহের পাশাকে। গলার পাশে হাত দিয়ে পালস্ দেখে থমকে বসে থাকলো কয়েকটা মুহূর্ত।

নীরবতা ভাঙার জন্যেই যেন আব্বাস বললো, 'প্রাণ নেই?'

রানা উঠে দাঁড়ালো। চেহারা ভাষাহীন। বললো, 'ঘাড় ভেঙে গেছে। হয়তো প্যারাশুটের রশিতে জড়িয়ে পড়েছিল।'

'এরকম হয়,' আতাসী বললো নিজের মনেই যেন, 'আমি জানি এরকম ঘটে।...বস্, রেডিওটা নেবো?'

রানা মাথা ঝাঁকালো। আতাসী হাঁটুতে বসে মাহের পাশার পিঠ থেকে রেডিও খসিয়ে নিতে গেল। কিন্তু স্ট্র্যাপের কোনো আগা-মাথা পেল না। রানা দেখছিল আতাসীকে। হঠাৎ বললো, 'না, ওভাবে হবে না। একটা চাবি আছে ওর গলার সঙ্গে পোশাকের ভেতর। তালা পাবে বুকের কাছে, বাম পাশে।'

বেশ কষ্ট হলো রেডিওটা ছাড়িয়ে নিতে।

আতাসী উঠে দাঁড়ালো রেডিওটা নিয়ে। বললো, 'পড়ে যে-ভাবে ঘাড় ভেঙেছে, মনে হয় না রেডিওটা কাজে আসবে।'

কথা না বলে রানা রেডিওটা হাতে নিয়ে একটা পাথরের উপর বসলো। অ্যান্টেনা তুলে দিয়ে ট্র্যান্সমিট-সুইচ অন করলো কল-আপ হ্যাণ্ডেল ঘোরালো। ঠিক আছে। রেডিও রিসিভারের সুইচে চাপ দিল। কোথা থেকে ভেসে এলো একটা সুর। রানা অনেকক্ষণ পর যেন শ্বাস নিল। উঠে পড়ে যন্ত্রটা এগিয়ে দিল আতাসীর হাতে। বললো, 'সার্জেন্ট মাহেরের চেয়ে যন্ত্রটা নিরাপদে ল্যাণ্ড করেছে। চলো।'

আব্বাস থমকে দাঁড়ালো। ইয়াফেজও দাঁড়িয়েছে তার পাশে। আব্বাস বললো, 'কবর দেবেন না?'

'দরকার হবে না।' মাথা নাড়লো রানা। টর্চের আলো বালির ওপর ফেললো, 'বাতাস আর বালিই মাহের পাশাকে কবর দেবে। এক ঘণ্টার মধ্যে।'

সাপ্লাই-ব্যাগ খুঁজে বের করে নাইলনের কার্ড বের করলো রানা। গোল করে গুণাতারের মতো পেঁচানো এক হাজার ফুট কর্ড কোম্পানী যেভাবে প্যাক করেছে সেভাবেই রয়েছে। কর্ডের এক মাথায় হাতুড়ি বাঁধলো রানা। পাহাড়ের খাড়ি ভারটিক্যাল লাইনে উঠেছে, একে-বারে খাড়া।

রানার বাঁ হাত ধরলো আতাসী আতাসীর হাত ধরলো ইয়াফেজ। খাড়ির ধারে যতদুর সম্ভব ঝুঁকে পড়লো রানা। আব্বাস কর্ডের রোল থেকে কর্ড আলগা করলো হাতুড়ি নামিয়ে দিলো নিচে। বেশ কিছুদুর নেমে হাতুড়ি থেমে গেল। রানা কর্ডে নাড়া দিল।

হাতুড়িটা উঁচু করে পেণ্ডুলামের মতো দুলিয়ে আবার ফেললো। হ্যাঁ, সমতল স্পর্শ করেছে। সমতল মানে তিন হাজার ফিট উঁচু পাহাড়ের আরেকটা ধাপ। রানাকে টেনে তুলে আনলো আতাসী।

আব্বাস জিজ্ঞেস করলো, 'কত ফুট নিচু?'

'শ'খানেক, বেশি না,' বললো রানা, 'পেরেক আর ওয়াকি-টকি বের কর।' ওয়াকি-টকি হচ্ছে দু'মুখো রেডিও টেলিফোন। দু'মাথা থেকে দু'জন কথা বলতে পারে।

খাড়ির ধার থেকে পনেরো ফুট সরে এসে একটা পাথরের গায়ে এক-ফুট পেরেক বসানো হলো কর্ডের এক মাথায় গেরো দিল রানা। এই গেরো জাহাজীরা ব্যবহার করে। সহজ, কিন্তু নিরাপদ। পা বসালো গেরোর ভিতর। কোমরের-বেল্ট খুলে কর্ড ভিতরে দিয়ে আবার পরলো বেল্টটা। পেরেকের সঙ্গে জড়িয়ে কর্ডের অন্য মাথা ধরে ভেতরের দিকে টেনে দাঁড়ালো আব্বাস, ইয়াফেজ ও আজহারী। আতাসীর হাতে ওয়াকি-টকি। রানা ঝুলে পড়লো নিচে। প্রথমে দশ ফুট নেমে চরকির মতো ঘুরলো। পনেরো সেকেণ্ড। কর্ড এখন ছাড়া হচ্ছে না। রানা পা দিয়ে খাড়ির ধার আটকে পাক থামালো··· আস্তে আস্তে কর্ড ছাড়ছে ওপর থেকে। নেমে গেল রানা অন্ধকারে। নিচে তাকিয়ে কিছুই দেখলো না, শুধু অন্ধকার। পাহাড়ের ছায়া পড়েছে।···পা বালি স্পর্শ করলো। দু'ইঞ্চি ডুবে গেল বালিতে। আলো জ্বাললো পকেট থেকে টর্চ বের করে। বালির ঢাল নেমে গেছে নিচে, দূরে। বালি। মাঝে, এদিক-সেদিক দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় পাথরেই চাঁই। ওয়াকি-টকির সুইচ অন করে বললো, 'কর্ড টেনে তোল। প্রথমে সাপ্লাই ব্যাগ পাঠাবে, তারপর তোমরা।'

সাপের মতো উঠে গেল নাইলন-রশি। পাঁচ মিনিট পর তুই কিস্তিতে মালপত্র নেমে এলো। তারপর এলো সালাল।

রানা ওকে পুরো ঢালটা জরিপ করতে পাঠালো। এটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে দেখতে হবে।

সালাল স্ফূর্তিতে ঢাল বেয়ে নেমে চললো টর্চ জ্বেলে।

একটু পরে সবাই নেমে এলো আতাসী ছাড়া।

আতাসীর কণ্ঠের আক্ষেপ শোনা গেল ওয়াকি-টকিতে। আতাসী বলছে, 'মেজর, সবাই তো লিফটে আরামে নামলো। আমাকে ঝুলে ঝুলে একশো দেড়শো ফিট নামতে হবে?'

'না, তুমিও লিফটে নামবে, লেফটেন্যান্ট।' রানা বললো, 'পেরে-কের সঙ্গে কর্ড জড়িয়ে অন্য নয়শো ফিট নিচে ফেলে দাও।'

'মাথায় আমার বেদুইনের বুদ্ধি ভরা। এই সহজ কথাটা মনে হয়নি। নিচে শক্ত করে ধরবেন, বস্। আমার ওজন আবার একটু বেশি।'

আতাসীকে নামানো হলো। এর মধ্যে সালাল জরিপ শেষ করে ফিরে এলো। বললো, 'বেশ কিছুদুর এই ঢাল নেমে গেছে। তার-পর একটা খাদ আছে। খাদ দেখার চেষ্টা করিনি। আমি বিবাহিত মানুষ।...খাদটার বাঁ ধারে আবার ঢাল। কোনো ঝামেলা নেই। ওখানে কয়েকটা পাথরের চাঁই-ঘেরা জায়গা আছে। তার নিচুতে অলিভ গাছের সারি।'

রানা বললো, 'পাথরের চাঁইয়ের ভেতরেই আমাদের প্রথম তাঁবু পড়বে।'

'এত কাছাকাছি?' বললো আতাসী, 'রাতের মধ্যেই আমাদের কিছুটা নেমে যাওয়া উচিত, বস্।'

'ভোরের দিকেও আমরা নামতে পারবো, সূর্য ওঠার আগে।'

'আমার কিন্তু, স্যার, ধারণা, লেফটেন্যান্ট আতাসী ঠিকই বলেছেন,' লেফটেন্যান্ট আব্বাস বললো। 'ইয়াফেজ, তোমার কি মত?'

'সার্জেন্ট ইয়াফেজের মতে কিছু এসে যাবে না।' রানার কণ্ঠস্বর নিচু, কিন্তু স্পষ্ট একটা প্রত্যয় মেশানো। আব্বাসের দিকে তাকালো, 'তোমার মতের কথাও চিন্তা করছি না। এটা আরব শীর্ষ-সম্মেলন নয়, সেমি-মিলিটারী অপারেশন। এখানে আমি সুপ্রীম কমাণ্ড।'

অন্য পাঁচজন রানার মুখের দিকে তাকালো। তারপর পরস্পরের মুখে। ওরা থমকে গিয়েছিল। তারপর জিনিসপত্র গোছাতে হাত লাগালো।

'ওখানে এখনই তাঁবু লাগাবো, বস্?' জিজ্ঞেস করলো আতাসী।

'হ্যাঁ।' আতাসীর মুখের দিকে তাকালো রানা। 'টিন-ফুড গরম করা হবে, তারপর কায়রোর সঙ্গে যোগাযোগ করবো...'

রানা থমকে গেল। তারপর কিছু না বলে ঝাঁপিয়ে পড়লো সালা-লের উপর। সালাল উপর থেকে খাড়ি বেয়ে ঝুলে থাকা কর্ড টেনে নামাতে যাচ্ছিলো। ছিটকে পড়লো সালাল। রানা উঠে দাঁড়ালো। বললো, 'সর্বনাশ হচ্ছিলো!'

আতাসী তুললো সালালকে। রানা বললো, 'দুঃখিত, সার্জেন্ট। আমাকে আবার উপরে উঠতে হবে। মাহের পাশার পকেটে আমা-দের রেডিওর একমাত্র ফ্রিকোয়েনসি কোড, কল সাইন লিস্ট রয়ে গেছে। ওটা ছাড়া আমরা অচল।'

আতাসী বললো, 'আমি ওটা আনতে পারি, স্যার।'

'ধন্যবাদ,' বললো রানা, 'ভুল আমি করেছি, আমাকেই যেতে হবে।'

কর্ডের অন্য মাথা বেশ কিছুটা উপরে উঠে গিয়েছিল। রানা আব্বাসের কাঁধে দাঁড়িয়ে পাথরের একটা চাঁই ধরে ঝুলছে কিছুটা উঠে গিয়ে হাত বাড়িয়ে কর্ডের মাথাটা নামিয়ে আনলো। বললো, 'আগে খাওয়া দরকার। অনেক পরিশ্রম করেছি। চলো!'

আজহারী সবাইকে গরম খাবার খাওয়ালো। কফি খেয়ে উঠলো রানা। তাঁবুর বাইরে উঁকি দিয়ে সবার দিকে ফিরে বললো, 'আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কোড-বুক নিয়ে ফিরে আসছি'

বেশ জোরে বাতাস বইছে। বালি উড়ছে।

আতাসী রানার সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে এলো। বললো 'বস্, একা যাবেন?'

'হ্যাঁ, আমি ভালো মাউন্টেনিয়ার। তুমি এখানে থাকবে। আমি কোড-বুক আনতে যাচ্ছি। এসে যেন না দেখি, রেডিওর ওপর কেউ বাই-চান্স উল্টে পরে ওটাকে বিগড়ে দিয়েছে।' একটু থেমে রানা আতাসীর ছয় ফিট দুই ইঞ্চি লম্বা শরীরের দিকে তাকালো। দেখলো বেদুইনের পোড়া চেহারা। কাঁধে হাত রেখে বললো, 'লেফটেন্যান্ট আতাসী, রেডিওটা তুমি রক্ষা করবে। তুমি যতক্ষণ বেঁচে থাকবে ততক্ষণ ওটার কোনো ক্ষতি যেন না হয়।'

চমকে তাকালো বেদুইন আতাসী। রানার চোখে তাকিয়ে আস্তে করে বললো, 'তাই হবে বস্।'

অন্ধকারে এগিয়ে চললো রানা আগের সেই খাড়ির উদ্দেশে।

উপরে উঠে নাইলন-কর্ডের এক মাথার গেরোটা পেরেকের সঙ্গে লাগিয়ে বাকিটা নিচের দিকে ঠেলে দিল। কোমর থেকে হাতুড়ি নিয়ে আরও শক্ত করে গেঁথে দিল পেরেকটা। তারপর কোমরের লুপ থেকে অন্য আরেকটা পেরেক বের করে কয়েক ফুট দুরে পাথরের গায়ে গাঁথলো, আলগা করে। টেনে দেখলো, টান দিলেই খুলে যায়। নিম্নাভিমুখী কর্ডটা টেনে এনে নতুন পেরেকের সঙ্গে জড়িয়ে দিল আলতো করে। পরীক্ষা করলো আবার প্রথম পেরেকের বাঁধন, ঠিক আছে।

উঠে দাঁড়ালো রানা।

অন্ধকারে চারদিক দেখে এগিয়ে গেল খাড়া শৃঙ্গের দিকে। টর্চ জ্বেলে চারদিক আলো ফেলে শিস দিল, 'বউ কথা কও।' আবার শিস দিল রানা, 'বউ কথা কও।'

নীরব চারদিক। শিসের প্রতিধ্বনি হলো। নীরব। আবার শিস দিল, 'বউ কথা কও।'

দুরে, অন্ধকারে বাতাসের শন্ শন্ শব্দের ভেতর দিয়ে ভেসে এলো, 'বউ কথা কও।'

প্রতিধ্বনি না, অন্য কারও শিস।

রানা এগিয়ে গেল শব্দ লক্ষ্য করে।

অন্ধকার রাত্রির বুক থেকে একটা ছায়া বেরিয়ে এলো। ছায়াটা দৌড়ে আসছিল, রানাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো কোমরে হতে দিয়ে।

'না এলেও তো পারতে!' ছায়ার কণ্ঠ শুনতে পেল রানা, 'এত দেরি করলে কেন?'

'একটা মিনিটও বাজে নষ্ট করিনি, ফায়জা,' বললো রানা, 'ডিনার, কফি খেতে যা একটু সময় লাগলো।'

'কফি···ডিনার! স্বার্থপর, ছোটলোক!' ছুটে এসে রানার বুকের উপর কিল-ঘুসি বসিয়ে গলা জড়িয়ে ধরলো দুবাহু দিয়ে, 'আমি তোমাকে ঘৃণা করি।'

'তা আমি জানি, ফায়জার গালে হাত বুলিয়ে রানা বললো, 'খুব কষ্ট হয়েছে?'

'বলে কি কষ্ট হয়েছে! একশো বার কষ্ট হয়েছে,' ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো ফায়জা, 'প্লেনে প্যাকেট করে রেখে দিলে। আমি দম আটকে প্রায় মরে যাচ্ছিলাম। যখন কফি খেলে তখন কি আমাকে দেয়া যেত না? হুঁঃ, আমি ভাবতাম তুমি আমাকে ভালবাসো!'

'এখন বুঝলে সেটা ভুল, এই তো?' রানা ফায়জার পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে বললো, 'জিনিসপত্র কোথায়?'

'ওখানে। আর, হাতটা সরাও। পুষি বেড়ালের মতো আদর না করলেও চলবে।'

ফায়জার পরনে স্ল্যাক্স আর শার্ট। পায়ে ভারি জুতোটা অবশ্যি আছে। রানা বললো, 'এ পোশাক কেন?'

'ওই জোব্বাটা আমাকে মেরে ফেলছিল।' রানার হাত ধরে প্রায় ঝুলতে ঝুলতে চলছিল ফায়জা, জিজ্ঞেস করলো, 'এই, ওদের কিভাবে ফাঁকি দিয়ে এলে?'

'তোমার জন্যে এখানে আসিনি,' বললো রানা, 'এসেছি কোড-বুক নিতে। ওটা সার্জেন্ট সাহেবের পকেটে ছিল। আমি ওটা ভুলে রেখে যাবার ভান করেছিলাম।'

'সার্জেন্ট কোড-বুক হারিয়ে ফেলেছে?' বললো ফায়জা, 'আচ্ছা বে-আক্কেল লোক নিয়ে তুমি এসেছো।'

'না, সার্জেন্ট ওটা হারায়নি, ফায়জা।' রানা ফায়জার ব্যাগটা

তুললো কাঁধে। প্যারাট্রুপারের খুলে রাখা ওভার-অল পোশাকটাও কাঁধে নিল। বললো, 'মাহের পাশা মারা গেছে।'

ফায়জা অস্ফুট ধ্বনি ছাড়া কিছু করলো না। রানার হাতটা আরও শক্ত করে ধরলো শুধু।

ওরা এলো নিচে নামার দড়ির কাছে। রানা ব্যাগটা নামালো। ফায়জা অবাক হয়ে বললো, 'কোড-বুক?'

'আগে এখানে বসে দড়িটা দেখবো।'

'দড়ি?'

'অবাক হবার কি আছে?'

'কিছু নেই,' ফায়জা বললো, 'তুমি···যা ঠিক, তাই সব সময় কর।'

'হ্যাঁ, তাই করি।' ব্যাগের উপর বসে ফায়জাকে পাশে বসতে ইঙ্গিত করলো রানা।

ফায়জা বসলো। রানা সিগারেট ধরালো।

রানার চোখ কর্ডের উপর। কর্ডের মাথা জড়ানো শক্ত পেরেকের সঙ্গে, তারপর ঘুরে পাক দিয়েছে দশ হাত দূরে দ্বিতীয় পেরেকে —নেমে গেছে নিচে।

নীরবতায় ফায়জা আরও কাছে সরে এলো রানার। বাঁ হাতে ওকে বেষ্টন করে ধরলো। ফায়জা রানার কাঁধে থুতনি রাখলো। হাত তুলে দিল অন্য কাঁধে। ক্লান্ত, ছেলেমানুষি-ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে রানা ভাবলো, এর সঙ্গে পরিচয় এক মাসেরও কম। অথচ কত আপন, পরিচিত হয়ে গেছে। রানার উপর ও এতটা নির্ভর করে কেন?···রানা চমকে উঠে দাঁড়ালো। ফায়জাও। কর্ডে টান পড়েছে

প্রথম পেরেকটা খুলে গেল। টং করে শব্দ হলো পাথরে। সড়-

সড় করে নেমে গেল কর্ড। আটকে গেল প্রথম পেরেক। আবার টান পড়লো। টানের জোর বাড়লো। ঝুলে পড়েছে কেউ অন্য ধার ধরে। রানা এগিয়ে গেল পেরেকের কাছে। দড়ি ধরে টানলো, টানের জোর আরও বাড়ছে। কিন্তু পেরেক অটল।

'এ কি…এ সব কেন 'ফায়জা ভয়ে, বিস্ময়ে ফিসফিস করে মন্ত্রের মতো কথাগুলো উচ্চারণ করলো।

'চমৎকার!' রানা নিচু কণ্ঠেই হাসলো, 'নিচের একজন আমাকে পছন্দ করছে না। কি, অবাক হচ্ছো?'

'মানে…যদি ধর পেরেকটা উপড়ে যেত, তবে আমরা এখানে আটকে থাকতাম?'

'মোটেও না,' রানা ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে এক পাক দিয়ে বললো, 'তোমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমিও লাফ দিতাম।'

ফায়জা বোঝে—এপাশে মৃত্যু, ওপাশে মৃত্যু, সামনে মৃত্যু, তবু রানা খুশি, কারণ রানা বুঝে নিয়েছে এরপর সে কি করবে।

রানা ওর হাত ধরে এগিয়ে চলেছে। অন্য হাতে টর্চ।

সার্জেন্ট মাহের পাশার মৃতদেহ দেখলো ফায়জা,

রানা মাহেরের বুকের চেন খুলে বের করলো রেডিও-কোড। ওটা পকেটে রাখলো। তারপর মাহেরকে উপুড় করে ফেললো।

ফায়জা কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে বললো, 'প্লেনে ও বলছিল, জীবনে প্লেনে ওঠেনি। বেচারা!'

রানা সার্জেন্টের ঘাড়ের পেছনটা দেখছিল। মাথাটা কি অদ্ভুত ভাবে সামনে ঝুলে পড়েছে।

'কি দেখছো?' ফায়জা দু'পা এগিয়ে এল।

'এর ঘাড় ভেঙে গেছে। দেখছি কি করে ভাঙলো।' ফায়জার

দিকে একবার তাকালো রানা। বললো, 'তোমার না দেখলেও চলবে।'

ফায়জা সরে গেলো। বললো, 'আমি দেখতে চাই না।' ভয়ে কাঁপা কণ্ঠ।

রানা দেখলো, মাথায় কোনো আঘাত লাগেনি, লেগেছে কানের পাশে। কিছু একটা দিয়ে আঘাত করা হয়েছে।

উঠে এলো রানা। হাঁটতে শুরু করলো। ফায়জা বললো, 'কি হয়েছে?'

'ওকে খুন করা হয়েছে। প্রথমে আঘাত করা হয়েছে কানের নিচে, তারপর অজ্ঞান হলে প্যারাস্যুটের কর্ড দিয়ে ঘাড়টা মটকে দিয়েছে, যাতে মনে হয় এটা নামতে গিয়ে হয়েছে।' রানা দ্রুত বললো কথাগুলো। ঢোক গিললো ফায়জা।

'কি সব বলছো?… না, তুমি আমার চেয়ে ভালো বোঝো। তুমি জানো, এ সবের মানে কি। তুমি জানো, কে করেছে এসব,' আপন-মনেই বললো ফায়জা।

'করেছে হয়তো কোনো পাহাড়ী জিন বা পরী।'

'ঠাট্টা করো না, রানা।' ফায়জা দাঁড়িয়ে পড়ে বললো, 'আমি জানি, তুমি জানো কে করেছে।…রানা, আমার ভয় করছে।'

'আমারও।'

'ভয়? তোমার?' ফায়জা রানার সামনে দাঁড়িয়ে মুখের দিকে চেয়ে রইলো। বললো, 'না মাসুদ রানা, ভয় তুমি পাও না।'

'পাই না। কিন্তু এখন পেয়েছি, ফায়জা।'

রানা এক পা কর্ডের ফাঁসে লাগিয়ে দুই হাতে কর্ড ধরে নেমে গেলো নিচে। প্রথমে ডান পা পাহাড়ের গায়ে রেখে আস্তে আস্তে নামলো

পনেরো ফিট। থেমে গেলো। বাঁ হাতে পেঁচিয়ে ধরলো কর্ড। ডান হাত কোমরের কাছে নিয়ে বের করলো পিস্তল : পয়েন্ট থ্রি-টু ওয়াল-থার পি. পি. কে সেফটি ক্যাচ সরিয়ে দিয়ে তাকালো নিচে। এবং নামতে শুরু করলো।

না, কোনো রিসেপশন কমিটি তার জন্যে অপেক্ষা করছে না টর্চ বের করে চারদিক দেখলো। কেউ নেই। রানা কর্ডে টান দিলো। পাঁচ মিনিট পর নেমে এলো ফায়জার ব্যাগ। তারপর এলো ফায়জা। ফায়জা আবার প্যারাট্রুপার পোশাকের ভেতর ঢুকেছে। রানা কর্ড নামিয়ে গুটিয়ে ফেললো। তুলে নিলো কাঁধে। অন্য কাঁধে নিলো ফায়জার ব্যাগ। খাড়া পাহাড়ের ধার ঘেঁষে ওরা এগিয়ে গেলো দক্ষিণে। কিছুদুর হেঁটে একটা গুহার মতো জায়গা পেলো।

'তাঁবু খাটাবার দরকার নেই,' বললো রানা, 'ওটা বিছিয়ে নাও। পোশাক খুলবে না। আগুন জ্বেলে কফি বানাবে না, যা আছে তাই খাবে। চাদর মুড়ি দিয়ে শোবে, বালির ঝড় উঠতে পারে।'

'উঠলে আমার কবর হবে।'

'না, তার আগেই আমি আসবো। হ্যাঁ, ভোরের দিকে।' রানা ফিরে চললো। কয়েক পা এসে দেখলো, ফায়জা দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে চয়ে। চোখে-মুখে কোনো বিশেষ ভাব নেই কিন্তু সব মিলিয়ে ওকে একা, অসহায়, করুণ লাগছে। রানা একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লো। তারপর এগিয়ে গেলো ওর কাছে। কথা না বলে তাঁবুটা বের করলো। বালির ওপর বিছালো। ব্ল্যাঙ্কেটটা রাখলো তার ওপর। ব্যাগটা মাথার কাছে। ফায়জার দিকে চাইতেই ফায়জা এসে চুপচাপ শুয়ে পড়লো। হাসলো। রানা ব্ল্যাঙ্কেটটা মেলে দিলো ওর গায়। ফায়জা রানার হাত ধরলো। কোলের কাছে বসে

পড়লো রানা। কপাল থেকে চুল সরিয়ে দিলো। দেখলো বাঁ কপালের পাশে ছড়ে যাবার দাগ। রানা জিজ্ঞেস করলো, 'লেগেছে এখানে?' মুখ নামিয়ে চুমু খেলো জায়গাটায়। বললো, 'সকালে আসবো।' উঠতে গেলো। কিন্তু হাত ছাড়লো না ফায়জা। বললো, 'আর একটু থাকো '

'ওরা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'আমার মতো কেউ করবে না।' রানার কোমর জড়িয়ে ধরে মাথা রাখলো ফায়জা রানার উরুর উপর।

'তোমার জন্যে হাজারটা রাত সামনে রয়েছে।'

'কিন্তু আজকের মতো?' ফায়জা আকাশে তাকিয়ে হাসলো, এতো নির্জন, এতো একা, এতো···কি সুন্দর জায়গা, তাই না?'

রানা ফায়জার মাথাটা ব্যাগে আবার নামিয়ে দিলো। বললো, 'লক্ষ্মী মেয়ের মতো ঘুম দাও।'

'রানা,' রানা উঠে দাঁড়ালে ফায়জা ডাকলো, 'রানা, আমার এইখানে,' বুকের বাঁ পাশে হাত রেখে বললো, 'শরিফ যেখানটা পুড়িয়ে দিয়েছিল, সেখানেও না ছড়ে গেছে সত্যি···'

'ইয়ার্কি রাখো তো, ফাজিল মেয়ে!' আর দাঁড়ালো না রানা।

এগিয়ে চললো তাঁবুর আলো লক্ষ্য করে।

তাঁবুতে আজহারী তার প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ, ফিউজ, ডিটোনেটর এবং গ্রেনেডগুলো পরীক্ষা করছে। সালাল, আব্বাস এবং ইয়াফেজ চেষ্টা করছে ঘুম দেবার। আতাসী সিগারেট টানছে, সামনে ধরা একটা বই, পাশে রাখা রেডিও।

রানাকে দেখে বললো, 'পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ।' পকেট থেকে কোড-বুক বের করলো রানা। বললো,

'দেরি হয়ে গেলো, বড্ড বাতাস।'

আতাসী রেডিও এগিয়ে দিলো রানার দিকে। বললো, 'আমরা আধঘণ্টা করে সবাই গার্ড দেবো, সকাল পর্যন্ত।' শুয়ে পড়ে বললো, 'এখন আজহারীর পালা।'

'ধারে কাছে এ তল্লাটে দ্বিতীয় প্রাণী নেই! কার বিরুদ্ধে গার্ড দেবে?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'পাহাড়ী জিন।'

একটু যেন চমকে গেলো রানা। তারপর বসে পড়ে দশ মিনিট ধরে কোড বুক দেখে একটা মেসেজ তৈরি করলো। ওকে চিন্তিত দেখাচ্ছে।

রেডিও নিয়ে রানা বাইরে বেরিয়ে এলো। আজহারী তাঁবুর বাইরে বসেছে। হাতে পিস্তল।

কিছুটা উপরের দিকে এগিয়ে গেলো রানা। ওখানে ফোল্ড খুলে চোদ্দ ফুট টেলিস্কোপিক এরিয়ালটা খাড়া করলো। কল-আপ সিগ-ন্যাল দিলো।

সাড়া পেলো, 'সিক্স স্পীকিং কর্নেল সিক্স'

'এম. আর. নাইন, দিস ইজ এম. আর. নাইন, ক্যান আই স্পীক টু জেনারেল? ওভার।'

'আন এভেইলেবল। ওভার।'

'হিয়ার ইজ দা কোড,' রানা বললো। 'ওভার।'

'রেডি ওভার।'

পকেট থেকে মেসেজটা বের করে অবিন্যস্ত কতকগুলো সংখ্যা এবং অক্ষর বলে গেলো রানা। কোডের অর্থ, 'মাহের মারা গেছে। সেফ ল্যান্ডিং। সব ঠিক আছে। জেনারেল আগামীকাল আটটায় যেন

মেসেজ রিসিভ করে।'

রানা এরিয়াল নামিয়ে ফিরে এলে আজহারী জিজ্ঞেস করলো, 'মেজর, পেলেন ?'

'না,' বললো রানা, 'বড় বেশি পাহাড়-পর্বত !'

'ভালো করে চেষ্টা করলে হতো।'

না এর চেয়ে বেশি সময় নিলে ফোর্ট টাগার্টের রেডিও মনিটরে ধরা পড়ে যেতাম, এটা আপনার জানা উচিত, সাংবাদিক সাহেব।'

'এককালে করতাম সাংবাদিকতা, বললো আজহারী, 'এখন আমি পুরোপুরি অর্থে গেরিলা ফাইটার।'

রানা বললো, 'আপনি ঘুমাতে যান। আমি পাহারা দেবো।'

'কিন্তু…'

'তর্ক কিন্তু গেরিলাদের মধ্যেও অচল, না ?'

কথা বললো না আজহারী উঠে দাঁড়ালো। চলে গেলো ভিতরে।

বালির উপর অন্ধকারে চোখ রেখে জেগে রইলো রানা।

তিন

অন্ধকার থাকতেই সবাই উঠে পড়লো, ক্যাম্প গুটিয়ে ফেললো। নীরবে সংক্ষিপ্ত নাস্তা সারলো। নীরবতা, কারণ কথা বলার মতো সকাল এটা নয়। সবাইকে ঝোড়োকাকের মতো লাগছে।

রানা ঘড়ি দেখে বললো, 'দশ মিনিটের মধ্যে আমরা রওনা হবো। সামনে মনে হয় আর খাড়ি নেই তবু আমি ওপরে গিয়ে পুরো এলাকাটা দেখে আসছি। হয়তো নামার সহজতম পথটা বের করা যাবে।'

'যদি সহজ পথ না পাওয়া যায়?' জিজ্ঞেস করলো আব্বাস।

'না পাওয়া গেলে এক হাজার ফিট নাইলনের দড়ি আমাদের একমাত্র সঙ্গী,' বলতে বলতে বাঁ দিকে উঠে গেলো রানা এবং একটা টিবির আড়ালে ক্যাম্প অদৃশ্য হতেই ডান দিকে প্রায় দৌড়েই উঠতে লাগলো।

ফায়জা চাদর মুড়ি দিয়ে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে রানার জন্যে অপেক্ষা করছিল। 'বউ কথা কও' শিসের ধ্বনি কানে আসতেই উঠে বসলো। রানা এগিয়ে এসে টেনে তুলে ফেললো ফায়জাকে।

ফায়জা বললো, ‘এখনই?’

‘হ্যাঁ।’

‘আমি এক ফোঁটা ঘুমাতে পারিনি।’

‘আমিও না সারারাত রেডিও গার্ড দিয়েছি।’ তাঁবু, ব্ল্যাঙ্কেট গুহার কোণের দিকে ছুঁড়ে ফেললো রানা। বললো, ‘এখন বাইরের বসন ত্যাগ করে মেয়েমানুষ হতে পারো। কিন্তু জুতো খুলবে পাহাড় থেকে নেমে ওটা না হলে নামতে পারবে ন বালির উপর দিয়ে। আমরা রওনা দিচ্ছি। ছোট ব্যাগটায় কিছু খাবার নিয়ে নেবে, আর কিছু তোমার দরকার হবে না আমাদের পিছন পিছন নামবে, কিন্তু কাছে আসবে না।’ রানা ঘড়ি দেখে বললো, ‘আমরা সাতটার সময় অলিভ গাছের নিচে থামবো। ঠিক সাতটায়। সাবধানে নামবে, যেন আমাদের ওপর হুমড়ি খেয়ে না পড়ো বুঝলে?’

‘তুমি আমাকে কি মনে করো?’—ফায়জা রুখে দাঁড়ালো। রানা কি মনে করে কিছু বললো না। নেমে গেলো নিচে।

ফায়জা রানার দল থেকে দু’শো গজ দূরত্ব বজায় রেখে পাথরের চাঁইয়ের আড়াল দিয়ে নামছে। খুব সাবধান হওয়ার দরকার হচ্ছে না। আবছা আলোয় ওদের ভালো করে দেখা না গেলেও পাহাড়ী বাতাসে মাঝে মাঝে ওদের কণ্ঠস্বর পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে। ফায়জা পাথরের আড়ালে ওদের অবস্থান বুঝে নিচ্ছে।

বিশতমবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে গতি কমিয়ে দিলো ফায়জা। সাবধান হলো। সাতটা বাজতে সাত মিনিট বাকি।

ঠিক সাতটায় অলিভ গাছের সারির ভেতর দাঁড়িয়ে পড়লো রানা। পিছনের সবাই এগিয়ে এলে ঘোষণা করলো, ‘আমরা এখন প্রকৃতি দেখবো।’

ইয়াফেজ ও সালাল বসে পড়লো। আতাসী ডান দিকে চলে গেলো খোলা জায়গায়। আজহারীও নিচের দিকে গেলো কিছুটা।

হঠাৎ রানা মুখে একটা শব্দ করলো। আতাসী ও আজহারী বসে পড়লো। রানার হাতে টেলিস্কোপ। ওরা রানার সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে ফাঁকা জায়গায় চলে এলো। দূরে দেখা যায় কানানের প্রধান শৃঙ্গ। উপত্যকায় একটা ছোট লোকালয়, সাফেদ।

চোখে টেলিস্কোপ লাগালো রানা।

চারদিকে পাহাড়, ভ্যালিটাকে মনে হয় একটা বড় গামলা, দক্ষিণ দিকটা অবশ্যি খোলা। রানার টেলিস্কোপের দৃষ্টি পুব দিকে কানানের গা বেয়ে শৃঙ্গে উঠে যেতে লাগলো।

অপূর্ব নগ্ন পাথর আর বালির এই পাহাড়, নিচের দিকে সার দেয়া অলিভ গাছের ছায়া। দক্ষিণের দিকে পাইন গাছ। পাথর, বালিতে সূর্যের প্রথম আলো পড়েছে। চকচক করছে। মুক্ত আকাশ-পটভূমিতে শৃঙ্গের পুরো ছবি পাওয়া যায়। বিরাট বিরাট খাড়ি, ধাপ, সিঁড়ির মতো উঠে গেছে শৃঙ্গের দিকে। এমনি এক বিরাট খাড়ির উপর রানার চোখ থমকে গেলো…

ফোর্ট টাগার্ট!

পাথুরে খাড়ি যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকেই শুরু হয়েছে ফোর্টের পাথরের দেয়াল। কোন্‌টুকু পাহাড়ের অংশ, কোন্‌টুকু মানুষের তৈরি বোঝা যায় না। পাহাড়ের কন্দরে বিশাল দুর্গ।

স্বপ্নের বা রূপকথার রূপরাজ্যের কোনো দুর্গ যেন। এ দুর্গটা তৈরি করেছিল ইউরোপ থেকে আসা ক্রুসেডারদের হাঙ্গেরীয় বাহিনী। গাজী সালাউদ্দীনের হাতে পুরো হানাদার বাহিনী ধ্বংস হয়। তারপর এই দুর্গ কেউ ব্যবহার করেনি। পাহাড়ের পাদদেশ সাফেদ

শহর ছিলো ইহুদিদের মিস্টিক সাধনার পূণ্য-ভূমি। ইউরোপীয় ক্রুসে-ডাররা এদের বিশ্বাস করতো না বলে সেই সময় সাময়িক ভাবে সাফেদ থেকে এদের উচ্ছেদ করেছিল। মুসলমানরা ক্রুসেডারদের পরাজিত করলে ইহুদিরা আবার সাফেদে ফিরে আসে। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে জিওনিস্ট আন্দোলন শুরু হলে ইউরোপ থেকে ধনবান ইহুদিরাও এখানে জমি কিনে বসবাস শুরু করে। আরবদের তাতে কোনো আপত্তি ছিলো না। কিন্তু ত্রিশ সালের দিকে শুরু হয় এদের সন্ত্রাস-বাদী আন্দোলন। গোপন দলের নাম ছিলো হোগানা এর আগেই প্রথম মহাযুদ্ধের সময়, ব্রিটিশ সেনাপতি টাগার্ট জেরুজালেমকে ঘিরে পাহাড়ে পাহাড়ে ক্রুসেডারদের পুরানো ফোর্টগুলো সংস্কার করে। যুদ্ধের পর এই ফোর্টগুলো হয় হোগানা এবং ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর আরব-প্রতিরোধ কেন্দ্র। এবং ১৯৪৮ সালে প্যালেস্টাইন ইহুদিদের হাতে তুলে দিয়ে ব্রিটিশরা চলে গেলে ইহুদিরা কানানের এই ফোর্টটা-গার্টে গড়ে তোলে নাজী জার্মানীর গেস্টাপো ধরনের নির্যাতন কেন্দ্র। তফাৎ শুধু, জার্মানীতে গেস্টাপো ছিলো ইহুদিদের জন্যে, আর এটা আরব-দলন কেন্দ্র। ইহুদিরা অবশ্যি ফোর্ট টাগার্টকে হিব্রুতে বলে 'বারাক বেন কানানা,' কানানের বজ্র কানানের এই ফোর্ট টাগার্ট জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইন্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় ঘাঁটি।

দুর্গটা অতীত এবং বর্তমানের মিশ্রিত রূপ। পুরো আকারটা চৌকো। ছাদে কামান দাগার ফোকর রয়েছে। দু'পাশে গোলাকৃতি টাওয়ারও দেখা যাচ্ছে। সুদৃশ্য ছোট টাওয়ার আছে অনেকগুলো। রানা দেখতে পেলো দুর্গের একটি মাত্র প্রবেশ দ্বার, তার লোহার তৈরি গেট।

লাল পাথরের দুর্গটা সূর্যের আলোয় জ্বলছে। রানার দৃষ্টি নেমে

এলো নিচে পাইন গাছের মাথায়। জায়গাটা এত সবুজ কেন?…পাইন ঘেরা একটা লেক। নীল, গভীর নীল পানি। পরিষ্কার আকাশ, সবুজ পাইন, নীল পানি…অভিভূত হয়ে যায় রানা। লেকের ওপাশে সাফেদ শহর ছোট্ট শহর। এলোমেলো ঘর-বাড়ি রেল লাইন এগিয়ে এসেছে গ্যালিলী-সমতলের দিক থেকে, চলে গেছে পশ্চিমে হাইফার দিকে। সাফেদের প্রান্তের ঢালে গিয়ে একটা রাস্তা শেষ হয়েছে। সেখানে শুরু হয়েছে কেবল-কারের কেবল-স্টেশন। কেবল-লাইন দু'সার দিয়ে চলে গেছে ফোর্ট পর্যন্ত। মাঝে চার-পাঁচটা সাপোর্টিং পোস্ট দেখা যাচ্ছে। একটা কেবল-কার উঠছে, ঢুকে গেলো ফোর্টের পশ্চিম কোণের কেবল-স্টেশনের ভেতর। আর একটা কার নেমে যাচ্ছে নিচের স্টেশনে।

'বস্!' পাশে আতাসী বায়নোকুলার দিয়ে দেখতে দেখতে বললো, 'লেকের পাশে একটা মিলিটারী ব্যারাকের মতো…'

'হ্যাঁ,' রানা বললো, 'ওটা মিলিটারী একাডেমী। হোগানাদের অর্থাৎ অনিয়মিত বাহিনীর ট্রেনিং হেড-কোয়ার্টার। কেন, তুমি তো আরব গেরিলাদের সঙ্গে ছিলে, এখানে আসোনি?'

'না, আমি আকুতে কাজ করেছি।'

রানা সবার উদ্দেশ্যেই বললো, 'আমরা এখানে অনিয়মিত বাহিনীর লোক, হোগানা। এখানে একটা দলের ট্রেনিং পিরিয়ড মাত্র দু'মাসের। সবসময় লোক আসছে, যাচ্ছে। সেজন্যেই আমাদের পরনে হোগানার পোশাক। আমরা এদের মধ্যে অনায়াসে মিশে যেতে পারবো।'

'কি সাংঘাতিক!' আতাসী বললো।

'তোমার উটের চেয়ে?'

'না, বস্, উটের হাতে সাব-মেশিনগান থাকে না।' আতাসীর কথায় সবাই হাসলো। 'বস্!' আবার আতাসীর কিছু মনে পড়েছে। বললো, 'আমরা বোধহয় হেলিকপ্টারটা ভুলে রেখে এসেছি।'

'কেন?' অবাক হয়ে রানা ওর দিকে তাকায়।

'হেলিকপ্টার ছাড়া এই ফোর্টে ওঠার কোনো পথ আছে?'

'পথ আমাদের বের করে নিতে হবে,' বললো রানা, 'কর্নেল সিক্স যদি এখানে এই বারাক বেন কানানের একজন বস্ হিসেবে আসতে পারে এবং পালাতে পারে, তবে আমরাও পারবো।'

'কর্নেল সিক্স!'

'তুমি জানো না?'

'কি করে জানবো?' আতাসী বললো, 'গতকালের আগে তার সিক্রেট নাম্বারটা ছাড়া কিছু জানতাম না।'

'কর্নেল '৬২ সালেও ইসরাইল আর্মিতে কর্নেল ছিলো। জেনারেল দায়ানের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ আছে তার।'

'মাথা খারাপ!'

'হয়তো,' বললো রানা, 'কর্নেল পারলে আমরাও পারবো

'লজিক!' আজহারী বললো মৃদু কণ্ঠে।

রানা আজহারীর হাতে টেলিস্কোপ দিয়ে অন্য সবাইকে নিয়ে অলিভ গাছের নিচে চলে এলো। একটা তাঁবুও খাড়া করলো। কফি খেয়ে রানা রেডিও নিয়ে ওদের থেকে একটু দূরে বসে এরিয়াল খাটিয়ে সশব্দে ট্র্যান্সমিট সুইচ অন করে কল-আপ হ্যাণ্ডেল ঘুরালো। কোনো সাড়া নেই। কারণ, হ্যাণ্ডেল ঘুরাবার সময় সুইচটা অফ করে দিয়েছিল সে সবার অলক্ষ্যে।

সালাল বললো, 'গাছের নিচে বোধহয়।'

'হ্যাঁ,' রানা উঠলো, 'ওপাশে গিয়ে দেখি···

রেডিও কাঁধে ফেলে উপরের দিকে উঠে গেলো রানা। নিরাপদ দূরত্বে এসে নব্বই ডিগ্রী এক বাঁক নিয়ে উপরে উঠে গেলো। আর কিছুটা এসে শিস দিলো.: 'বউ কথা কউ'। 'বউ কথা কও' পাখি আরব দেশে আছে? যাক, রানা বাংলাদেশ থেকে আর কিছু না হোক এই ডাকটা উপহার দিয়েছে, আরব সিক্রেট সার্ভিসকে কোড-মিউজিক হিসেবে। আবার শিস দিলো না, বাতাস···নিচের ওরা শুনতে পাবে। কিন্তু ফায়জা গেলো কোথায়?

পাইন গাছ ছেড়ে পাথরের চাঁইয়ের ভেতর এসে পড়েছিল। চারদিকে তাকিয়ে দেখলো কোথাও কেউ নেই।

'হ্যালো, ডার্লিং।'

একটা পাথরের আড়ালে ছায়ায় আরাম করে বসে আছে ফায়জা। হাতে একটা আপেল, কামড়ে কামড়ে খাচ্ছে।

রানা ওর পাশে বসে এরিয়াল তুলে দিলো রেডিওর কোনো কথা না বলে। আটটা বেজে গেছে।

কল-আপ করতেই কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো, জেনারেল অপেক্ষা করছেন। এক সেকেণ্ড।'

রুম নাম্বার সিক্স।

রেডিওর সামনে বসেছেন জেনারেল আরাবী। পাশে কর্নেল আসাদ, ব্রিগেডিয়ার নুরুদ্দীন নাফিস এবং সামনে অন্য পাশে বসেছেন কর্নেল সিক্স।

রানা কোড বলে গেলো। সিক্স টুকে নিয়ে ডিকোড করে জেনারেলের সামনে দিলো: ফরেস্ট, ডিউ ওয়েস্টকাসল্, ডিসেণ্ডিং পি. টি.

দিস ইভনিং।

জেনারেল আরাবী বললো, 'বুঝেছি। এগিয়ে যাও। মাহেরের মৃত্যু কি দুর্ঘটনা? ওভার।'

'না? ওভার।'

'শত্রু? ওভার।'

'না। আবহাওয়ার খবর কি? ওভার।'

'ভালো না। বাতাস থাকবে, মেঘাচ্ছন্ন, ভূমধ্যসাগরের চাপ।'

রানা বললো, 'পরে কখন কথা বলবো, বলতে পারছি না।'

'আমি অপেক্ষা করবো,' জেনারেল বললেন, 'মিশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত। গুড বাই।'

রানা লাইন কেটে দিলে ঘরের মধ্যে নীরবতা ভরে থাকলো কয়েক মিনিট। সবার চোখেমুখে চিন্তার ছাপ।

'বেচারা!' বললো ব্রিগেডিয়ার নুরুদ্দীন নাফিস।

'প্রথম বলি,' উচ্চারণ করলো কর্নেল সিক্স।

'হ্যাঁ।' উঠে দাঁড়ালেন জেনারেল আরাবী। বিরাট-দেহী পুরুষ। খানিকক্ষণ পায়চারি করে মুখ খুললেন, 'যে মুহূর্তে মাহেরের হাতে রেডিও দেয়া হয়েছিল সেই মুহূর্তেই ওর মৃত্যু-পরোয়ানা জারি হয়েছিল।'

'এরপর কে যাবে—রানা?' কর্নেল আসাদ বললো।

'না,' কর্নেল সিক্স নীল চশমার ভেতর দিয়ে তাকালো। বললো, 'প্রায় সব মানুষের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থাকে। কিন্তু রানার সপ্তম, অষ্টম এবং নবম ইন্দ্রিয় আছে। বিপদের মুখে ও একটা রাডার হয়ে যায়, বাতাসে গন্ধ পায়। যে কোনো অবস্থায় পড়ুক না কেন, ও বেঁচে থাকবেই—মাত্র তিন সপ্তাহ আগে ওকে প্রথম দেখি। স্যার, আমার যা অভিজ্ঞতা

তাতে আমার ধারণা, ও এশিয়ার শ্রেষ্ঠ সিক্রেট এজেন্ট।'

জেনারেল আরাবীর মুখে হাসি দেখা গেলো। হয়তো খুশির। বললেন, 'তোমার পরেই ওর স্থান, কর্নেল। তুমি শ্রেষ্ঠতম। ফোর্ট টাগার্টে তুমি শুধু যাও-ইনি, অনেকদিন ছিলেও। তুমি জানো, রানা রাডার হলেও ফোর্টের নাম টাগার্ট, বারাক বেন কানান! ভয়ঙ্কর জায়গা। তুমি বেঁচে এলেও ওখান থেকে থেকে কেউ কোনদিন ফিরে আসেনি।'

রানা গম্ভীর ভাবে বসে সিগারেট টানছে। গভীর চিন্তার ছাপ মুখে। একটু আগে দেখা দুর্গের দুর্গম ছবিটা তার চিন্তাকে নানা দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং এক জায়গায় এসে হোঁচট খাচ্ছে: অসম্ভব এই দুর্গে প্রবেশ করা। কোনো পথ নেই। বিশেষতঃ সঙ্গে রয়েছে শত্রুর চর।…কে বিশ্বাসঘাতক?

জেনারেলকে জানাবে রানা, 'মিশন ইজ ওভার?' আর এক পা এগিয়ে যাওয়া মানে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়া শুধু নয়, মৃত্যুকে গ্রহণ করা।

ফায়জা রানার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। হাসলো রানা। বললো, 'দুর্গটা দেখেছো?'

খালি চোখে এখান থেকে সামান্যই দেখা যায়। তবু রানা আঙুল দিয়ে দেখালো।

'সর্বনাশ! ওখান থেকে মেজর জেনারেল রাহাত খানকে বের করে আনা কি করে সম্ভব?'

'মোটেই অসম্ভব নয়। আজ রাতেই ওখানে যাবো, বের করে আনবো মেজর জেনারেলকে।'

রানার মুখের দিকে চাইলো ফায়জা। একটুও মজা পেলো না রানার রসিকতায়। বললো, 'তোমার প্ল্যানটা কি ?'

'বললাম তো !'

ফায়জা রেগে গিয়ে হাতের আপেলে তুই কামড় বসালো। 'মাসুদ রানা, মনে হচ্ছে তুমি ওখানে সোজা উঠে যাবে গিয়ে মেইনগেটে নক করে বলবে, হ্যালো, মিস্টার দায়ান !'

'গেট অথবা কোনো জানালায়।' ফায়জার হাতের আপেলটা নিয়ে একটা কামড় দিলো রানা, 'জানালাটা খুলে যাবে। আমি হাসবো। বলবো, হ্যালো ডার্লিং। তুমি বলবে, এসো।'

'তুমি...মানে ?'

'আমি ভেতরে গিয়ে তোমাকে বলবো, ধন্যবাদ। রানা পাথরের ছায়ায় আরও আরাম করে বসলো, 'ধন্যবাদ জানাবার ভদ্রতা...'

'প্লীজ।' থামিয়ে দিলো ফায়জা রানাকে, 'হেঁয়ালি না করে বুঝিয়ে বলো।'

'তুমিই ভেতর থেকে জানালা খুলে দেবে,' রানা বুঝিয়ে বললো।

'রানা !' কাছে সরে এলো ফায়জা। রানার কপালে হাত দিয়ে বললো, 'তুমি সুস্থ আছো তো ?'

সোজা হয়ে বসলো রানা। সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলতে লাগলো, 'ইসরাইলে এখনকার যুদ্ধকালীন অবস্থায় লোকের অভাব দেখা দিয়েছে, বিশেষ করে বিশ্বাসী লোক। টাগার্ট ফোর্টে লোকের দরকার। তোমার মতে একজনকে পেলে ওরা লুফে নেবে সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, অল্প বয়সী, টাইপ জানো, জুতো পালিশ থেকে ঘর মোছা, বাসন ধোয়া তোমাকে দিয়ে চলবে। এমন কি কর্নেল ইউরিসের কোটের বোতাম লাগিয়ে দেয়া...'

'কর্নেল ইউরিস কে?'

'ডেপুটি চীফ জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইন্টারন্যাশনাল। টাগার্ট, বারাক বেন কানানের হেড।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।' ফায়জার কণ্ঠে কোনোরকম সন্দেহ নেই।

'মাথা খারাপ না হলে একাজে আসতাম না,' বললো রানা, 'অনেক দুর চলে এসেছি, ফেরার কোনো উপায় নেই। আমরা পাঁচ-টার সময় নেমে যাবো।'

'পাঁচটা পর্যন্ত আমাকে এখানে থাকতে হবে? এই রোদে?'

'হ্যা। তারপর তুমি নেমে সোজা খুঁজে বের করবে কিং ডেভিড রোড। ও রাস্তায় একটা নাইট-ক্লাব দেখবে, পেটাহ টিকভা মানে আশার তোরণ। মনে রেখো পেটাহ টিকভা, কিং ডেভিড রোড। ক্লাবের পেছন দিকে একটা ঘর আছে, ওটা সাধারণতঃ স্টোর রুম হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং তালা লাগানো থাকে। আজ আট-টার সময় তুমি তালার সঙ্গে চাবিও পাবে।' রানা উঠে দাঁড়ালো, 'আজ রাত আটটায় তোমার সঙ্গে ওখানে দেখা হবে।'

ফায়জাও উঠে দাঁড়ালো। রানাকে তার দিকে ফিরিয়ে চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এতসব তুমি জানলে কি করে?'

ফায়জার সবুজ চোখে এক না-বোঝা সন্দেহ থমকে গেছে। রানা আঙুলে ওর ঠোঁটটা ছুঁয়ে হাসলো। বললো, 'দু সপ্তাহ পি, সি, আই, স্পাই ট্রেনিং সেন্টার তোমাকে কি শুধু প্রশ্ন করতে শিখিয়েছে?'

ফায়জা রানার হাতটা সরিয়ে দিয়ে বললো, 'ট্রেনিং সেন্টারে গিয়ে-ছিলাম তোমার কথামতো। কোনো প্রশ্ন করিনি, রানা।' পাথরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ভাঙা গলায় বললো, 'তুমি একটা কথা বলো

না, শুধু ঘটনাগুলো ঘটিয়ে যাচ্ছো। কাউকে বিশ্বাস করো না তুমি।' ঘুরে দাঁড়ালো, 'এমন কি আমাকেও না।'

রানা ফায়জার কাছে এগিয়ে গেলো। বুকে জড়িয়ে ধরে রাখলো কয়েক সেকেণ্ড। রানার বুকে মাথা রাখলো ফায়জা। নিচু হয়ে চুমু খেলো রানা ওর গালে। বললো, 'ঠিক আটটা, দেরি করো না, কেমন ?'

শান্ত মেয়ের মতো মাথা ঝাঁকালো ফায়জা।

রানা ওকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে রেডিও তুলে নিয়ে ঢাল বেয়ে নেমে গেলো। একটু পরে পিছন ফিরে দেখলো, বজ্রাহত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক নির্বাক নারীমূর্তি। ফায়জাকে সব বলা যায় না। ও ফোর্টের ভিতর যাবে। ধরা পড়ে গেলে কর্নেল ইউরিস সব কথা বের করে নেবে গেস্টাপো-স্টাইলে টর্চার চালিয়ে। না, ওকে কিছু বলা যাবে না।

লফটেন্যান্ট আতাসী টেলিস্কোপ লাগিয়ে ঢালে শুয়ে আছে শরী-রের অর্ধেকটা বালিতে ডুবিয়ে। রানা ওর পাশে গিয়ে বসতেই আতাসী টেলিস্কোপ এগিয়ে দিলো, 'একটা মজার জিনিস দেখুন, বস্।'

টেলিস্কোপ চোখে লাগিয়ে টাগার্টের পাথরের দেয়াল দেখলো রানা। আতাসী বললো, 'নিচে চলে আসুন, একেবারে নিচে···'

রানা দেখলো, নিচে ঢালে দু'জন মেশিন কারবাইনধারী সৈনিক এবং চারটি কুকুর।

'ডোবারম্যান পিনশার, বস্,' আতাসীর কণ্ঠে ভয়।

রানা চেনে নেকড়ের চেয়ে সাংঘাতিক এই কুকুরগুলোকে। ডোবার-ম্যান পিনশার! টেলিস্কোপ উঠে গেলো উপরে। থমকে গেলো। উচ্চারণ করলো, 'ফ্লাড লাইট!'

নামিয়ে আনলো দৃষ্টি। 'তারের বেড়া।'

'ওটা কেটে ফেলা দু'মিনিটের কাজ,' বললো আতাসী, 'পেকেও পার হওয়া যাবে।'

'কিন্তু বেদুইনজি, ওটা টপকালে তোমার ছাই ছাড়া কিছুই পাওয়া যাবে না। ও তারে ২,৩০০ ভোল্টের কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে।'

'শালারা তবে কোনও উপায় আর রাখেনি,' আতাসী বললো। 'তাঁবু গোটাবো?'

'ডোবারম্যান, ফ্লাড, তার,' বললো রানা, 'এই সম্মিলিত চক্র আমাদের আটকাতে পারবে না, আতাসী। তাঁবু গোটানোর কথা ভেবো না।'

'নিশ্চয়ই না! আমাদের কে আটকাবে! হুঁ!' একটু থমকে গেলো আতাসী, 'কিন্তু বস্, কি করে···আল্লার কসম করে বলেন, কি করে সম্ভব?'

হঠাৎ টেলিস্কোপ নামিয়ে ফেললো রানা। ওর চোখ মুখের ভাব দেখে আতাসী দক্ষিণ দিকের আকাশে তাকালো। দূরে, লেকের উপর দিয়ে ঠিক এই দিকেই ছুটে আসছে একটা হেলিকপ্টার। আতাসী উঠে অলিভ গাছের দিকে দৌড় দিলো। বললো, 'বেদুইন, পালাও! ওরা খোঁজ পেয়ে গেছে।'

রানা দেখলো। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো। বললো, 'যেখানে আছো ওখানেই শুয়ে পড়ো, লেফটেন্যান্ট।'

আতাসী হুমড়ি খেয়ে পড়লো বালিতে। মুখটা বালিতে গিজগিজ করে উঠলো। পোশাকের ভেতর চলে গেলো। কিন্তু বালি থেকে মুখ তুললো না আতাসী।

হেলিকপ্টার কাছাকাছি চলে এসেছে। এদিকেই আসছে। কে

খবর দিলো অলিভ গাছের নিচে ওদের চারজনের দিকে চাইলো রানা। ওরাও দেখছে হেলিকপ্টার। সবাই মাটিতে শুয়ে বুকের উপর আশ্রয় নিয়েছে। সবার মুখে মৃত্যুর ছায়া।

গুড়গুড় শব্দটা কাছে এসে হঠাৎ ঘুরে গেলো। উঠে বসলো রানা। দেখলো, ওটা ফিরে যাচ্ছে বাঁক নিয়ে ফোর্ট টাগার্টের দিকে। রানা টেলিস্কোপ চোখে লাগালো।

হেলিকপ্টার টাগার্টের ভিতরে উঁচু জায়গায় নামলো। রোটর থামলো। সিঁড়ি লাগানো হলো। একজন বেরিয়ে এলো 'কপ্টারের ভিতর থেকে, কোনো বড়সড় অফিসার। তারপর দেখলো বড়সড় মানে বেশ বড়সড় লোক। এর ছবি দেখেছে রানা। টেলিস্কোপ নামিয়ে ও দেখলো আতাসী পিটপিট করে চাইছে

'দেখো,' বললো রানা।

চোখে যন্ত্র লাগালো আতাসী। বললো, 'বস, আপনার দোস্ত মনে হচ্ছে?' লোকটা ভিতরে চলে গেলো। টেলিস্কোপ নামিয়ে আতাসী আবার রানার দিকে তাকালো।

'লোকটা,' রানা বললো, 'জেনারেল প্রেমিঙ্গার।'

'গ্যালিলী ফ্রন্টের চিফ অফ স্টাফ?' উত্তরের অপেক্ষা না করে আতাসী বললো, 'ও কি করতে এসেছে এখানে, কি চায়?'

'চায় মেজর জেনারেল রাহাত খানকে।'

'উনি কেন?'

'রাহাত খান আরব শক্তির কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।' রানার কণ্ঠস্বর গম্ভীর। 'আরবদের ভবিষ্যৎ পঞ্চমুখি আক্রমণের পুরো খসড়া মেজর জেনারেলের করা। তাঁকে একজন ক্যাপ্টেন প্রশ্ন করতে পারে না।'

'মেজর জেনারেলকে উনি নিয়ে যাবেন ?'

'না,' রানা বললো। 'টাগার্টে কেউ একবার ঢুকলে বেরুতে পারবে না। টাগার্ট দুর্গের নাম বারাক বেন কানান, কানানের বজ্রদের কথা মতোই ইসরাইল চলে। বারাক বেন কানানই দেশের আসল শাসক।' রানা থেমে বললো, 'কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে ওরাই মেজর জেনারেল রাহাত খানের ভাগ্য নির্ধারণ করবে।'

দুপুরের জ্বলন্ত সূর্য আর তপ্ত বালি ওদের ঝলসে দিচ্ছে। এরই মধ্যে পালাক্রমে টেলিস্কোপে ওরা টাগার্ট পাহারা দিচ্ছে।

এমন সময় জেনারেল আরাবীর ওয়েদার রিপোর্ট অনুযায়ী বাতাস শুরু হলো। বালি আর ঘামে গা চিটচিট করছে রানার। পায়ের জুতোর মধ্যে কিছুটা বালি চলে গেছে।

আজহারী বললো, 'রেডিও লাইন পাওয়াই গেলো না ?'

'দু'বারেই ব্যর্থ হলাম,' বললো রানা। 'কিন্তু একথা জিজ্ঞেস করছো কেন ?'

'কারণ,' ইয়াফেজ টেলিস্কোপ হাতে এসে দাঁড়ালো, বললো, 'জেনারেল আরাবীকে জানাতে হবে, ছ'জন নয়, পুরো এক ব্রিগেড প্যারাট্রুপার পাঠানো প্রয়োজন।...মেজর, স্টেশনে এক ট্রেন বোঝাই নতুন হোগানা স্বেচ্ছাবাহিনী এসে নামলো।'

'চমৎকার!' উৎফুল্ল হয়ে রানা বলে উঠলো, এবার এখানকার পুরানোরা আমাদের নবাগত মনে করবে, নতুনরা মনে করবে আমরা পুরানো দল অনেক সুবিধা হলো।'

'মেজর, সুবিধা-অসুবিধা আমরাও বুঝতে পারি!' একটু ইতস্ততঃ করে ইয়াফেজ বললো, 'পুরো পরিকল্পনাটা আমাদেরও কিছুটা জানালে

আলোচনা করা যেতো।'

রানা সোজা হয়ে বসলো, 'কি বলতে চান, সার্জেন্ট ইয়াফেজ?'

'আমরা বলতে চাই,' উত্তর দিলো লেফটেন্যান্ট আব্বাস, 'আপনি তা ভালো করেই জানেন। কেন আমরা, কোন্ সাহসে সৈন্য-ঘেরা শহরে যাবো? কিভাবে মেজর জেনারেলকে বের করে আনবেন?'

'আত্মহত্যা করতে হলে জেনেশুনে করাই ভালো,' সালাল যোগ করলো।

উঠে দাঁড়ালো রানা, 'তিনটি কথা মনের মধ্যে ভালো করে গেঁথে নিন—প্রয়োজনীয় মুহূর্তে প্রয়োজনীয় কথাটাই আমি কেবল আপনাদের জানাবো। সেটাকে অর্ডার বলে মনে করবেন। এবং প্রশ্ন করবেন না।'

সাফাদের রেলওয়ে স্টেশনটা নতুন, এবং ছোট।

বাতাস এখানেও বালির ঝড় তুলেছে। রানা তার পাঁচ অনুচর নিয়ে লাইন ধরে ভেতরের প্ল্যাটফর্মে উঠলো। বন্ধ বুক স্টল, কার্গো এবং বুকিং অফিস পার হয়ে একটু দূরে নির্জনে গিয়ে দাঁড়ালো। ওরা যে ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছে তার দরজায় হিব্রুতে কি যেন লেখা। আজ-হারী একনজর দেখে বললো, 'জমাঘর, লেফট লাগেজ অফিস।'

পেন্সিল-টর্চে কি-হোলটা দেখে নিয়ে বের করলো রানা অদ্ভুত-দর্শন কয়েকটা চাবি। ওর একটা ঢু কয়ে দু-একবার নাড়াতেই দরজা খুলে গেলো। মুখে একটু শব্দ করে ভেতরে ঢুকলো সে। সবাই অনুসরণ করলো ওকে পিঠ থেকে নামিয়ে ফেললো বোঝা। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলো।

পেন্সিল-টর্চ জ্বেলে এগিয়ে গেলো রানা সামনের দিকে, জানালার কাছে। কাচের জানালা। বাইরের আলো দেখা যায়। টর্চ ফেলে

জানালার চৌকাঠ দেখে নিয়ে ছুরির মাথা দিয়ে এক চিলতে পাতলা কাঠ বের করে ফেললো রানা। ভেতরে দেখা গেলো তার। তারের নেগেটিভ পজেটিভ এক না হয় সে-ব্যাপারে সাবধান থেকে কেটে ফেললো রানা তার দুটো। আবার চিলতে কাঠটা বসিয়ে দিলো।

'অ্যালার্মের তার,' ওদের না জিজ্ঞেস করা প্রশ্নের উত্তর দিলো রানা।

আতাসী বললো, 'বস্, আপনি জানতেন এখানে তার আছে?'

'অনুমান করলাম,' বললো রানা। 'এখন এদেশে লোকের ক্রাই-সিস দেখা দিয়েছে। স্টেশনে কর্মচারী বোধহয় দু'জনই—স্টেশন মাস্টার আর তার সহকারী। এ ঘরটা সব সময় খোলাও হয় না। জানালায়ও শিক নেই। অথচ এ ঘরে দামী জিনিস থাকতে পারে। কেউ ইচ্ছে করলে, কাঁচের জানালা দিয়ে ঢুকে পড়লে, কে বাধা দেবে? সেজন্যে অনুমান করলাম, জানালায় যখন শিক নেই তখন অ্যালার্মের ব্যবস্থা আছে।' রানা জানালাটা খুলে আবার বন্ধ করে রাখলো। বললো, 'সব এখানেই রেখে চলুন ওয়েটিংরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে শহরে বেরুনো যাক, গলা পর্যন্ত পান করবো আজ।'

'হিপ-হিপ হুররে, বস্!' আতাসী খুশিতে ফেটে পড়লো।

পনেরো মিনিট পর।

ইসরাইল আর্মির স্বেচ্ছাবাহিনী হোগানার মেজর মাসুদ রানা, লেফ-টেন্যান্ট আতাসী, আব্বাস, সার্জেন্ট আজহারী, সালাম, ইয়াফেজ স্টেশন থেকে বের হয়ে শহরের রাস্তায় নামলো। রাস্তায় আলো নেই, ব্ল্যাক আউট। দু'একটা মিলিটারী গাড়ি পাশ দিয়ে চলে গেলো দানবের মতো। সাধারণ পথচারীরা তাদের দিকে তাকালো না। ওরা অভ্যস্ত। তাদের মতো আরও দু'একটা দল এদিক-ওদিক দিয়ে যাচ্ছে, আসছে।

প্রথম প্রথম ওরা সচেতন হয়ে পড়েছিলো, কিন্তু দশ মিনিট হাঁটার পর সহজ হয়ে গেলো।

রানা স্টেশন-বাথরুমে দেখে নেয়া ম্যাপ অনুসারে হাঁটছে। অনুমান করলো এটাই কিং ডেভিড রোড। শুধু হিব্রু নয়, নানা ভাষায় সাইন বোর্ড। জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজী, আরবী।

আতাসী বললো, 'বস্, গলা শুকিয়ে আসছে।' ওর দৃষ্টি একটা 'বারের' সাইন বোর্ডে, একটু পরে বারের দরজায় একদল নারী ও সৈনিকের উপর নেমে এলো ওর চোখ।

ঢোক গিললো আতাসী।

রানা সবার চোখ-মুখের ভাব দেখে গম্ভীরভাবে বারের দিকে এগিয়ে গেলো। দরজায় দাঁড়ানো সৈনিকরা পথ ছেড়ে দিলো রানার কাঁধে ব্যাজের দিকে তাকিয়ে। বারের ভেতর উঁকি দিয়ে দেখলো রানা। ভেতরে মার্চের সুরে অর্কেস্ট্রা বাজছে। দরজায় দাঁড়ানো সৈনিকদের উদ্দেশ্যে আরবীতেই বললো, 'পৃথিবীতে জায়গার আকাল পড়েছে।'

ওরা সমর্থনসূচক হাসলো।

বেরিয়ে এলো। আতাসী বললো, 'এখানে বড় ভিড়। আরেকটা জায়গা দেখা যাক।'

আরও দু'একটা ক্লাব, বার পার হয়ে এসে রানা দেখলো, 'পেতাহ টিকভা' আশার তোরণ, দি গেট অভ হোপ। রানার চোখে আশার আনন্দ দেখা গেলো বললো, 'এটায় ঢুকে পড়ি, যা থাকে কপালে।'

সবাই অনুসরণ করলো রানাকে।

ভিতরে দাঁড়িয়ে আব্বাস ইয়াফেজের কানে কানে বললো, 'এটাতে নাকি ভিড় নেই! আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়েছি।'

'সেয়ানা পাগল।'

চার

'আশার তোরণে'র দরজায় দাঁড়িয়ে রানা যা ভাবলো তা হচ্ছে : জীবনে এতো ভিড় দেখিনি কোনোদিন কোনো নাইটক্লাবে। শ'চারেক নারী-পুরুষ গো-গো বাজনার সঙ্গে মাতাল হয়ে হল্লা করছে। সবাই প্রায় সেনা-বাহিনীর লোক এবং তাদের সঙ্গিনী। সঙ্গিনীদেরও কেউ কেউ ইউনিফর্ম পরিহিতা।

রানা এবং পিছন পিছন পাঁচজন বারের দিকে এগিয়ে গেলো। তিনশো পাউণ্ড ওজন বিশিষ্ট এক চাঁদমুখো লোক মেশিনের মতো গ্লাস ভরছে। গোটাদশেক সুন্দরী মেয়ে, একই রকম পোশাক পরা, ট্রে নিয়ে যাচ্ছে, আসছে। রানা মেয়েগুলোকে দেখতে লাগলো মনোযোগ দিয়ে।

পাশ থেকে আতাসী কনুই দিয়ে গুঁতো দিলো, ফিস ফিস করলো, 'বস্!'

একটি মেয়ে ট্রে এবং খালি বিয়ারের মগ নিয়ে ফিরে আসছিলো। রানাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে। রানার চোখে চোখ পড়তেই এগিয়ে এলো। রানা অনুমান করলো, এ মেয়ে এই নাইট ক্লাবের সেরা আকর্ষণ হতে পারে। সবার মতো হলদে লো-কাট ব্লাউজ ও মিনি

স্কার্ট পরেছে। সু-বক্ষা, নিতম্বিনী। কোমর হাতের মুঠোয় ধরা যেতে পারে। কালো চুল। রানার চোখে থমকে তাকালো। দৃষ্টিটা এক মুহূর্তের। কিন্তু ছাপমারা ভাষা নিলো। এক ক্যাপ্টেনকে নড করলো। রানা সঙ্গীদের ইশারা করে দেখালো, একদল মাতাল অর্ধ-মাতাল সৈনিক তাদের সঙ্গিনীদের নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ড্যান্স-ফ্লোরের দিকে যাচ্ছে। টেবিলটা দখল করলো ওরা। রানাও গিয়ে বসলো ওদের সঙ্গে।

সেই বারমেইডটি এগিয়ে এলো চোখের ভাষা বদলিয়ে, শরীরের সঙ্গে মিল দিয়ে, মদির এক হাসি ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'মেজর, আপনার জন্যে কি আনবো?'

'ডার্ক বিয়ার,' বললো রানা, 'ছ'টা।'

'এক্ষুণি আনছি,' বলে হাসলো সেই মোহিনী হাসি। চোখের ভাষা এবার অন্য কিছু বললো। এবং শরীরে দ্রুত ঢেউ তুলে চলে গেলো। প্রতি পদক্ষেপে প্রক্ষিপ্ত নিতম্ব। হাঁটা, না নাচের মুদ্রা? আতাসীর চোখ সেখানেই লেগে ছিলো। ও উঠে দাঁড়ালো। ওর হাত ধরলো রানা।

আতাসী আবার বসে পড়লো কিন্তু চোখ সরালো না। বললো, বস্, মরুভূমি ছেড়ে ভদ্রলোক হবার কারণ এতোদিনে খুঁজে পেলাম। কারণটা উট না।'

'কিন্তু, লেফটেন্যান্ট, তুমি এখানে কারণ খুঁজতে আসোনি,' রানা মেয়েটির দিকেই তাকিয়ে আক্ষেপের সুরে বললো, 'ওরা জানে কে কোথায় খুন হলো! এবং ও মেয়েটি একটু বেশি রকমের জানে। ঠিক আছে, আমিও রাজি।'

'কিসে রাজি, বস্?' আবার উঠে দাঁড়ালো আতাসী।

'ওর কটাক্ষে খুন হতে।'

'বস্, আমি আগে দেখেছি।' মিনতি ঝরলো আতাসীর কণ্ঠে। রানার হাতটা চেপে ধরলো, 'আমি আগে খুন হয়েছি।'

'ঠিক আছে, পরে একপাক নেচে নিও ওর সঙ্গে,' বললো রানা। তার চোখের সচেতন চাউনি সারা ঘরটায় সার্চ লাইটের মতো ঘুরছে। বিশেষ বিশেষ মুখ, ইউনিফর্মের ব্যাজের ওপর থমকে যাচ্ছে চোখ না তুলেই বললো, 'তোমরা সবাই ড্রিঙ্কস্ নিয়ে সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়বে। কোথাও মেজর জেনারেল রাহাত খান বা জেনারেল প্রেমিঙ্গা-রের নাম উচ্চারণ হলে কান পাতবে।'

ওরা বুঝলো এটা অর্ডার।

রানার পাশের টেবিলে একজন লেফটেন্যান্ট এবং ক্যাপ্টেন একটা বিষয় নিয়ে তর্ক করছিলো। সবচেয়ে বড় কথা, মেয়েটি ছাড়া আর কারো বিশেষ দৃষ্টি রানারা আকর্ষণ করেনি।

মেয়েটি বাঁ হাতে ট্রে উঁচু করে ভিড়ের ভিতর হেসে কারো মাথায় চাঁটি মেরে, নিজের পিছনে চাঁটি খেয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো।

জনপ্রিয় মেয়ে, মক্ষিরানী! রানা হাসলো। আতাসী দু'পা এগিয়ে গিয়ে মেয়েটির হাত থেকে মগ নিয়ে রানার দিকে করুণ ভাবে তাকিয়ে মেয়েটাকে দেখতে দেখতে ভিড়ে হোঁচট খেয়ে অদৃশ্য হলো। অন্যরাও আতাসীকে অনুসরণ করলো।

শেষ মগটা রানার হাতে দিয়ে মক্ষিরানী হাসলো। চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে বললো, 'মেজর এখানে প্রথম?'

রানা তাকালো কালো চোখের দিকে। হাত উঠে গেলো মেয়েটির কোমরে। টান মেরে কোলে এনে বসালো মেয়েটিকে। বললো, 'হু, নতুন। কিন্তু দুঃখ হচ্ছে আগে কেন আসিনি।'

পাশের টেবিলের ক্যাপ্টেন-লেফটেন্যান্টের আলোচনা থমকে গেলো। রানা ওদিকে চোখ দিয়ে সময় নষ্ট করলো না। মুখে একটা বিজয়ের হাসি ফুটিয়ে মেয়েটির উরুতে হাত বুলাতে বুলাতে বললো, 'তোমার নামটা যেন কি—মিস ইসরাইল?'

'মার্সিয়া,' মেয়েটা উঠতে চেষ্টা করলো কোল থেকে, কিন্তু পুরো-পুরি চেষ্টা নয় বললো, 'মেজর, আমার কতো কাজ পড়ে আছে, ছাড়ো এখন।'

'দেশের জন্যে নিবেদিত-প্রাণ সৈনিকদের আনন্দ দেয়ার চেয়ে বড় কাজ কিছু হতে পারে না,' উচ্চকণ্ঠে বললো রানা। মগে চুমুক দিলো, দেখলো মেয়েটাকে। বললো, 'একটা গান শুনবে?'

'কি গান?' মার্সিয়া চারদিকে দেখলো। বললো আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে, 'রোজ অনেক গান শুনতে হয় আমাকে।'

'তবে তোমাকে শিস দিয়ে একটা গান গেয়ে শোনাই,' আস্তে শিস দিলো, 'বউ কথা কও।' তিন-চারবার শিস দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কেমন লাগলো?'

রানার কোলের উপর বেশ সচেতন হয়ে উঠলো মার্সিয়া। সঙ্গে সঙ্গে আবার হেসে ফেলে গা ছেড়ে দিলো। বললো, 'ভীষণ সুন্দর। তুমি গানও গাইতে পারো?'

খটাস করে মগ নামিয়ে রেখে হাতের পিঠে ঠোঁট মুছতে মুছতে রানা বললো, 'বারে মোটা লোকটা কে? পেছন ফিরো না!'

'টিকটিকি,' দ্রুত বলে আবার ওঠার ভঙ্গি করলো মার্সিয়া, 'ফোর্টের লোক।'

'এখানে লিপ-রিডার আছে। কথা না শুনেও বলে দিতে পারবে কি বলছো, রানা মগ মুখের সামনে ধরে বললো, 'তোমার রুমে যাবো,

পাঁচ মিনিটের মধ্যে। এখন আমার গালে জোরে একটা চড় কষে দাও।'

থতমত খেয়ে তাকালো মার্সিয়া। রানা ওর লো-কাট ব্লাউজের উন্মুক্ত কাঁধে, বুকে হাত বুলিয়ে চুমু খেতে উদ্যত হলো। ছিটকে উঠে দাঁড়ালো মার্সিয়া। ডান হাত শূন্যে উঠলো এবং সশব্দে পড়লো রানার গালে।

চারশো লোকের হট্টগোল স্তব্ধ হয়ে গেলো মুহূর্তে। মিউজিক বক্সে স্যাক্সোফোন তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে ড্রামে দ্রুত বিট পড়লো

রানা আগেই টেবিলের ওপর একটা চিরকুট রেখেছিলো। ক্ষিপ্র হাতে মার্সিয়া ট্রে এবং চিরকুটটা নিয়ে চললো দৃপ্ত পদক্ষেপে চারশো লোকের চোখের সামনে দিয়ে বারের দিকে। দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করলো, 'জানোয়ার, ছোট লোক...'

সবাই রানাকে দেখছে।

উঠে দাঁড়ালো রানা। অপমানে মুখ লাল। চোয়াল শক্ত। স্তব্ধতা ভেঙে গুঞ্জরন উঠলো।

এলোমেলো ভাবে পা বাড়ালো রানা। কিন্তু পথ রোধ করে সামনে দাঁড়িয়ে পাশের টেবিলের সেই তরুণ ক্যাপ্টেন। রানা তাকালো ক্যাপ্টেনের দিকে। লালচে ঢুলঢুল চোখে-মুখে আত্মমহিমার ভাব।

'আপনার ব্যবহার একজন আর্মি অফিসারের পক্ষে শোভন নয়,' বেশ জোরেই বললো ক্যাপ্টেন।

রানা ঘুরে দাঁড়ালো সোজা হয়ে তাকালো ক্যাপ্টেনের চোখে-চোখে।

'ছোকরা,' রানা ঘরের ওপাশ থেকেও যেন শোনা যায় এইভাবে

বললো, 'আমার সাথে কথা বলার সময় প্রথম মেজর, তারপর স্যার বলতে হয়, ভুলে গেছো ? দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ এবং অর্থপূর্ণ করে বললো, 'আমি মেজর জেসি দায়ান। নামটা শুনেছো আশা করি '

গুঞ্জরন উঠলো। রানা বুঝলো, আলোচ্য বিষয় হচ্ছে : জেনারেল মোশি দায়ান, ডিফেন্স মিনিস্টার। ওদের সন্দেহ, লোকটা দায়ানের কেউ পুত্র হলেই বা দোষ কি ?

'আগামীকাল সকাল আটটায় ব্যারাকে আমার কাছে রিপোর্ট করবে।' উত্তরের অপেক্ষা না করে একটু কম্পিত পায়ে বেরিয়ে গেলো রানা। ক্যাপ্টেন ধপাস করে বসে পড়লো চেয়ারে।

রাস্তায় পা দিতেই রানা দেখলো, পেছনে আতাসী। রানা আস্তে করে বললো, 'সবার ওপর চোখ রেখো। আমি আসছি।'

কয়েক পা এগিয়ে ক্লাবের খিড়কি দরজা দিয়ে অন্ধকারে ঢুকে পড়লো রানা। একটু এগিয়ে কাঠের ঘরটা দেখতে পেলো। চারদিক দেখে দরজার সামনে গিয়ে একটু ঠেলে দেখলো, খোলা। ফিসফিস করে বললো, 'আটটা বাজে, বেরিয়ে এসো।'

ভেতরে খস্ খস্ শব্দ শোনা গেলো।

এলো বেরিয়ে একটি মেয়ে, ফায়জা। রানা কোনো কথা বলার সুযোগ দিলো না ওকে। হাত ধরে প্রায় টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চললো আরও সামনে। ক্লাবের মেইন বিল্ডিঙের পিছন দিকের একটা ঘরে ঢুকে পড়লো। মৃদু আলোকিত ঘরটা থেকে অন্ধকার করিডোর। তার-পর একটা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলো। একটা দরজা। গিয়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লো ভেতরে। রানা দ্রুত বন্ধ করে দিলো কপাট ভিতর থেকে।

ছোট ঘর। সাদাসিধে ভাবে সাজানো। ছোট একটা বেড, ড্রেসিং-

টেবিল, প্রসাধনী মেয়েদের অন্তর্বাস—কোনো একাকী মেয়ের ঘর। বিছানায় বসে পড়েছে ফায়জা, শ্বাস-প্রশ্বাসকে বাগে আনতে চেষ্টা করছে। রানার দিকে চোখ, ক্ষুব্ধ দৃষ্টি।

'তুমি ও-ঘরে অপেক্ষা করতে বলেছো,' ফায়জা এখনও হাঁপাচ্ছে, 'কিন্তু জানো, ও-ঘরে কি আছে?' শিউরে উঠলো ও।

'কি?' জিজ্ঞেস করলো রানা, 'কি আছে?'

'আরশোলা!' তিড়িক করে লাফিয়ে উঠলো ফায়জা, 'একটা আমার গায়ে উঠে পড়েছিল! আমাকে সারাদিন রৌদ্রে বসিয়ে রেখেছো, তারপর আরশোলার সঙ্গে...' রাগে কথা বলতে পারে না ফায়জা।

'ছেলেমানুষরা আরশোলা দেখে ভয় পায়,' রানা সিগারেট ধরিয়ে বললো, 'তুমি কাজের মেয়ে।'

'তোমার কথায় আর ভুলবো না, ঘোষণা করলো ফায়জা।

'দরকার নেই ভোলার। সময় কম।' ঘড়ি দেখে রানা বললো, 'কাপড় খোলো।'

'কাপড়...কি?'

'কাপড় খোলো, সব কাপড়—তাড়াতাড়ি।' রানা ঘরটার চারদিক দেখে কয়েকটা প্যাকেট এনে ফেললো বিছানার উপর। দেখলো, ফায়জা হাঁ করে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে। রৌদ্রদগ্ধ ক্লান্ত মুখশ্রী। চোখে কিছুটা না-বোঝা চাউনি। সবুজ চোখ রানা ওর কাছে গিয়ে কাঁধে হাত রাখলো। কপালের চুলগুলো তুলে সরিয়ে দিয়ে বললো, 'কাপড় ছেড়ে ওই প্যাকেটের কাপড়গুলো পরে নাও। সময় খুব কম।'

'মানে?'

'আহ্ তর্ক করো না যা বলছি করো।'

রানার চেহারা দেখে কিছু না বলে ফায়জা ঘরের কোণে চলে গেলো। বললো, 'এদিকে তাকিও না কিন্তু, বলে দিচ্ছি।'

'এটা তাকাবার মতো সময় না।' জানালায় দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালো রানা, বলে চললো, 'তুমি ট্রেনে জাফা শহর থেকে এসে পৌছেছো এইমাত্র। হাতে ব্যাগ, তাতে কিছু পোশাক। তোমার নাম জর্দানা ক্লাসকিন, রুমানিয়ান ইহুদী, মার্সিয়া ক্লাসকিনের ছোট বোন। জাফায় চাকরী করতে, এখন বোনের কাছে এসেছো, চাকরীর খোঁজ পেয়ে। তোমার চাকরী হয়েছে বোনের চেষ্টায় ফোর্ট টাগার্টে। তোমার পরিচয়-পত্র সব ওই ব্যাগটার ভেতর আছে। এবার··· আমার সব কথা বুঝেছো তো?'

'বুঝেছি,' ফায়জা বললো 'কিন্তু আমার গা কিচকিচ করছে বালিতে। গোসল না করলে···'

'জাফা থেকে আসলেও গায়ে বালি লাগতে পারে,' রানা বললো। 'আমার সব কথা মনে আছে?'

'আছে। জর্দানা ক্লাসকিন। জাফাতে ছিলাম। এখানে বোন থাকে। হয়েছে?' একটু থেমে ডাকলো ফায়জা, 'রানা।'

'বলো।'

'এদিকে তাকাও।' একটু অপেক্ষা করে বললো, 'আমাকে দেখবে না?'

'আহ্, বড় বিরক্ত করছো···' বলে রানা কোনো উত্তর না পেয়ে পেছনে ফিরলো। দেখলো, সামনে দাঁড়িয়ে শুধু অন্তর্বাস-পরা ফায়জা। কিন্তু ফায়জার চোখে-মুখে বিস্ময়। অন্তর্বাস পরীক্ষা করছে।

'রানা,' ফায়জা জিজ্ঞেস করলো। 'এ পোশাক আমার জন্যেই

কেনা ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু একই মাপের কি করে!' ফায়জার কণ্ঠে বিস্ময়, 'এমন কি ব্রা, সাধারণতঃ আমি একটু টাইট কিনি '

'কায়রোর ফ্ল্যাট থেকে তোমার পোশাকের পুরো সেট্ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল এখানে, দু'সপ্তাহ আগে,' রানা বললো।

'দু'সপ্তাহ ?'

'দু'সপ্তাহ না হলে পোশাক কেনা, পরিচয়-পত্র জাল করা ইত্যাদি সম্ভব হতো ?'

'দু'সপ্তাহ!' ফায়জা বললো, 'কিন্তু মেজর জেনারেল রাহাত খানের প্লেন মাত্র গতকাল নামানো হয়েছে। তুমি আগে থেকেই জানতে রাহাত খান শত্রুর হাতে পড়বে ? এবং আমি এখানে আসবো ?'

'অনুমান করেছিলাম,' বললো রানা। 'আর কোনো কথা না। পোশাক পরো।'

দরজায় কে যেন টোকা দিলো। রানার হাতে সাঁৎ করে বের হয়ে এলো ওয়ালথার পি. পি. কে। ফায়জা গাউনের ভেতর মাথা ঢুকিয়ে দিলো। রানা এগিয়ে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়াতেই আবার নক হলো। পিস্তল ডান হাতে ধরে দরজা খুলে ফেললো রানা

সামনে দাঁড়িয়ে মার্সিয়া।

ভেতরে এসে ও দরজা বন্ধ করে দিলো।

ওয়ালথার পকেটে রেখে মেয়ে দু'টিকে দেখলো রানা। ফায়-জাকে আমেরিকার ফ্যাশন-বাজার থেকে আসা পোশাকে অন্য রকম লাগছে। মার্সিয়া আগেই একটু ময়লা করে রেখেছিল পোশাকটাকে।

'দুই বোনের দেখা হলো,' রানা বললো। 'এসো পরিচয় করিয়ে

দিই। এ হচ্ছে মার্সিয়া ক্লাসকিন, এ ফায়জা ফয়জল এখন থেকে জর্দানা ক্লাসকিন। দু'জনের পরিচয় হলো। এবার আমি কেটে পড়ি।'

'কিন্তু আমি কি করবো?'

'মার্সিয়া বলে দেবে।'

'মার্সিয়া!' অবাক হয়ে ফায়জা মার্সিয়ার দিকে তাকালো।

'মার্সিয়া একজন আরব। তোমার মতো প্যালেস্টাইন ওরও দেশ। ও ফেদিয়ান, দেশের মুক্তির জন্যে আত্মোৎসর্গকারিণী। আল-ফাত্তাহদের সিক্রেট এজেন্ট।'

'সিক্রেট এজেন্ট!' ফায়জার বিস্মিত চোখ মার্সিয়ার শরীরের আঁকেবাঁকে ঘুরে মুখের রহস্যময়ী হাসিতে স্থির হলো, 'মনেই হয় না!' ঠোঁট উল্টে বললো ফায়জা।

'এরাও মনে করে না।' মার্সিয়াকে দেখলো রানা। মূর্তিমতী কামনা। যে পুরুষ ওর দিকে তাকাবে তার মনে তপ্ত কামনা ছাড়া কিছুই জাগবে না। আশ্চর্য ছদ্মবেশ।

মেয়েটা দু'বছর ধরে কতো পুরুষের কামনার শিকার হয়ে শিকার ধরেছে। না, এটা শ্রদ্ধা জানাবার সময় না। রানা বললো, 'আসি।' দরজার দিকে এগিয়ে গেলো।

'রানা।' ফায়জার কণ্ঠ।

রানা পেছন ফিরে তাকাতেই ফায়জা একেবারে কাছে এসে দাঁড়ালো। বললো, 'আদর করলে না?'

রানা হেসে বাঁ হাতে ওকে আরও কাছে এনে কপালে ঠোঁট ছোঁয়ালো। পিঠে হাত বুলিয়ে দিলো। ফায়জা শরীরের ভার তার উপর ছেড়ে দিতে গেলে রানা সোজা করে দিলো ওকে।

ফায়জা বললো, 'কখন দেখা হবে?'

উত্তর দিলো না রানা, এর উত্তর নেই। মার্সিয়াকে নড করে বেরিয়ে গেলো। ফায়জা ওর গমন-পথে তাকিয়ে থেকে মার্সিয়ার হাসিমাখা মুখের দিকে চাইলো। সব কিছু তার দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে।

বাইরে এসে রানা দেখলো ভীষণ বাতাস বইছে মরুশহরে বালিকণা নিয়ে। আলো থেকে হঠাৎ অন্ধকারে, চোখে সব অন্ধকার লাগছে। রাত বেড়েছে। লোকজন কম। সাবধানে পিছন দিক দিয়ে বেরুতে গেলে কি যেন ঠেকলো পায়ে। সচকিতে বের হয়ে এলো পিস্তল। বাঁ হাতে বের করলো পেন্সিল টর্চ। চারদিকে ঘুরিয়ে নিলো আলোটা।

এক মাতাল সৈনিক রাস্তার বালিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। রানা টর্চ বন্ধ করতে গিয়ে খেয়াল করলো দেহটা স্পন্দনহীন। ওয়াল-থার পকেটে চালান দিয়ে দেহটাকে চিত করলো। হ্যাঁ, লোকটাকে হত্যা করা হয়েছে। রক্তে ভিজে গেছে বালি। টর্চের আলো ফেললো মুখে। আলো কেঁপে উঠে বন্ধ হয়ে গেলো। রানা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চারদিকে দেখলো।

আবার টর্চ ফেললো মুখে: আজহারী। সুদানী সাংবাদিক। আল-ফাত্তাহ গেরিলা। তার সঙ্গী ···মৃত্যু-শীতল চাউনি। আজহারী তাকিয়ে আছে, কিন্তু মণি দেখা যাচ্ছে না।

টর্চের আলোটা চারদিকে ঘুরালো রানা। দেখলো ধস্তাধস্তির চিহ্ন নেই কিন্তু ইউনিফর্মের বোতাম খোলা। ধস্তাধস্তি হয়েছে অন্য কোথাও। সুদানী সহজে জীবন দেয়নি। আলো নিভিয়ে টর্চটা পকেটে রাখলো রানা। আকাশে তাকিয়ে ভাবলো কয়েকটা মুহূর্ত। এগিয়ে গেলো ক্লাবে ঢোকার দরজার দিকে। থমকে দাঁড়ালো। রাস্তার অন্য দিকে একটা পোস্ট অফিস। অফিসের রাস্তায় টেলিফোনে

কথা বলছে অপরিচিত সৈনিক।

একমুহূর্ত ভেবে রানা ঢুকে পড়লো ক্লাবে।

আতাসী বারের টেবিলে কনুই ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গুনগুন করছে, 'ব্রিজ অন রিভার কাওয়াই' ছবির থিম মিউজিক। এ সুরটা ইসরাইলী আর্মির ভেতর খুব জনপ্রিয়। রানার কথা শুনে গান বন্ধ হলো।

'আজহারী!' আতাসী বললো, 'না, বস্ না!'

আতাসীর চোখে আতঙ্ক। ও আবার বললো, 'আপনি বেরুবার মিনিট তিনেক পর অবশ্যি ওকে বাইরে যেতে দেখেছিলাম।'

'তিন মিনিট?' রানা বললো, 'তবে ও আমাকে ফলো করেনি। আর কে বেরিয়েছিলো?'

'জানি না, বস্।' আতাসী হাতের সিগারেট অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলো। 'এ ঘর থেকে বের হবার আরেকটা দরজা আছে। এতো ভিড়ে কে কোথায় গেলো খেয়াল রাখা যায় না। আজহারী মরবে কেন, বস্! ও ছিলো আমাদের মধ্যে সবচে' বুদ্ধিমান, বয়স্ক। সাংবাদিক লোক।'

'সেজন্যেই ওকে মারা হয়েছে।'

'বস্,' আতাসী বললো। 'মিশন এখানেই শেষ করুন। দলের ভেতর বিশ্বাসঘাতক নিয়ে আরও এগুবেন?'

'বিশ্বাসঘাতকের মূল বের করার জন্যে এ মিশন,' বললো রানা। 'হয়তো আমাদের সবারই জীবন দিতে হবে।'

'কিন্তু, বস্...'

'তর্ক করো না, আতাসী।' রানার কণ্ঠস্বর দৃঢ়, কিছুটা উগ্র। হুই-স্কির অর্ডার দিয়ে আতাসীকে দ্রুত কিছু নির্দেশ দিলো ও।

কথা শেষ করতেই আতাসী বললো, 'বস্...'

'কোনো আর্গুমেন্ট আমি শুনতে চাই না।' রানার দৃঢ়, উগ্র কণ্ঠস্বর কেঁপে গেলো যেন। মার্সিয়াকে দেখা গেলো বারের দিকে এগিয়ে আসতে। রানার দিকে দৃষ্টিবাণ হেনে সার্ভ করতে লেগে গেলো। ওর বান্ধবীরা হাসছে রানার দিকে চেয়ে। রানার চোখ দরজায়। ওখানে এসে দাঁড়িয়েছে জর্দানা-বেশী ফায়জা। ওর চোখ সারা হল ঘুরে ফিরছে। চোখে-মুখে ক্লান্তি। চিন্তান্বিত। হঠাৎ মার্সিয়াকে দেখে ওর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো খুশিতে। স্যুটকেস নামিয়ে রেখে কিছুটা এগিয়ে গেলো ফায়জা। তারপর দু'জন প্রায় দৌড়ে এসে দু'জনকে জড়িয়ে ধরলো।

সবার দৃষ্টি ওদের দু'জনের উপর। কিছুক্ষণ 'মার্সিয়া, ও মার্সিয়া আর জর্দানা, আমার ছোট জর্দানা' ইত্যাদি শোনা গেলো। তারপর মার্সিয়া সোলজারদের দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসলো খুশিতে। ফায়জাকে বললো, 'দেখো, এগুলো তোমাকে কিভাবে দেখছে। এখানে আসার আগে তোমার সঙ্গে করে রাইফেল আনা উচিত ছিলো।' নিজেই হাসলো, বললে, 'এরা নিজেদেরকে শিকার বাহিনী বলে। চোখের দিকে চেয়ে দেখো, শিকারী বেড়াল!'

হুল্লোড় করে উঠলো সৈন্যরা। মার্সিয়া সামনের অফিসারটির গালে আদুরে চড় দিয়ে ফায়জার স্যুটকেস তুলে নিলো হাতে। বললো, 'এদের মধ্যে বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ না।'

একজন সিভিলিয়ান পোশাক-পরা লোক এগিয়ে গেলো ওদের সামনে। মার্সিয়া দাঁড়িয়ে পড়লো, 'এই যে, ক্যাপ্টেন।'

ক্যাপ্টেনের চোখ তখন ফায়জার উপর। চোখ না তুলেই জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার বোন!'

'হ্যাঁ, জর্দানা। এর কথাই বলেছিলাম। জর্দানা, ইনি হচ্ছেন

ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লি, রোবার্টো পুচ্চেল্লি। ইটালিয়ান অরিজিন। টাগার্ট ফোর্টে থাকেন।' মার্সিয়া হাসলো, 'আমার বোন কিন্তু রোমানদের ভক্ত।'

ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লি অন্য কথা বললো, 'মার্সিয়া তোমার বোন-ভাগ্য ভালো।' ফায়জাকে বললো, 'মিস ক্লাসকিন, তুমি আসবে জানতাম। কিন্তু তুমি যে এতো সুন্দরী তা জানতাম না।'

'আপনি জানতেন, আমি আসবো!' ফায়জার কণ্ঠে সত্যিকারের বিস্ময়।

'জানতো,' উত্তর দিলো মার্সিয়া। 'ক্যাপ্টেন

'মার্সিয়া, বোনকে এখনই ভয় পাইয়ে দিও না,' ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লি বললো। 'পনেরো মিনিট পর একটা কেবল-কার ছাড়বে। আমি সুন্দরী মহিলাকে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিতে পারি…'

'সুন্দরী মহিলা এখন তার বোনের ঘরে যাবে,' মার্সিয়া বললো। 'গোসল করবে; ফ্রেশ হয়ে তারপর অন্য কথা। দেখছো না, রোদে-গরমে কি শ্রী হয়েছে?'

'তবে পরের কেবল-কারের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়,' ক্যাপ্টেন না দমে বললো।

'ঠিক আছে,' মার্সিয়া বললো। 'আজ আমিও যাবো।'

'দু'জন!' ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লি হাতের পাত্রে চুমুক দিলো। হাসলো, স্বগতোক্তির মতো করে বললো, 'রাত, আজ তুমি শেষ হয়ো না!'

মার্সিয়া আর ফায়জা বারের পিছনের দরজা দিয়ে ভিতরে চলে গেলো। রেকর্ডে বেজে উঠলো যুদ্ধের সুর। সবার পরিচিত গান। একসঙ্গে অনেকগুলো মাতাল-কণ্ঠ রেকর্ডের সঙ্গে গাইতে লাগলো কোরাস।

রানার পাশে এসে দাঁড়ালো এক এক করে : ইয়াফেজ, সালাল, আব্বাস। রানা তিনজনের মুখের প্রতিটি মাংসপেশী জরিপ করলো। তারপর আস্তে করে বললো, 'আজহারীকে দেখেছো ?'

'না তো।' সালাল বললো, 'খুঁজে দেখবো ?'

'না,' রানা আস্তে করে বললো। 'দেরি হয়ে গেছে।'

'আজহারী বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ?' আব্বাসের প্রশ্ন।

'বিশ্বাসঘাতকতা কেউ করেছে নিশ্চয়ই,' বললো রানা। 'কিন্তু আজহারী নয়।'

'এরা তবে আমাদের খবর···'

কথাটা শেষ করতে পারলো না ইয়াফেজ।

'পেটাহ টিকভা' নাইট ক্লাবের দু'দিকের দরজাই সশব্দে খুলে গেলো। হুড়মুড় করে ঢুকলো একদল সৈন্য। সশস্ত্র মিলিটারী পুলিশ। সবার হাতে মেশিন-কারবাইন। দ্রুত পদক্ষেপে লাইন করে দৌড়ে ঘরের চার দেয়ালের সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়লো, কারবাইন প্রস্তুত। সবার আঙুল ট্রিগারে। সমস্ত ঘরে স্তব্ধতা নেমে এলো। কিন্তু সেটা মুহূর্তের জন্যই। তারপর ভরে গেলো ভয় এবং বিস্ময়-ধ্বনিতে। রানা তার সঙ্গীদের মুখ দেখলো। চুমুক দিলো হুইস্কিতে।

তাদের দিকে এগিয়ে আসছে একজন কর্নেল। রানার পিছন থেকে বারের গোল চত্তরের ভেতর বসে থাকা লোকটা ভীত আর্তনাদ করে উঠলো, 'কর্নেল ফ্রেমন্ট !'

'এখানে কয়েকজন লোক খুঁজছি,' ফ্রেমন্ট বললো।

'ফেদাইন !' ভয়ে চিঁচিঁ করে উঠলো মোটা লোকটার গলা, 'আবার ফেদাইন···'

'না,' চারদিকে তাকিয়ে বললো কর্নেল ফ্রেমন্ট, 'না, ভয় পাবার

কিছু নেই। আমাদেরই লোক, শাস্তি দেয়া হয়েছিল। জেল থেকে পালিয়েছে।'

'বস্, আমরা না,' আতাসী বললো মহাস্বস্তির সঙ্গে।

'আমরাই,' রানা বললো। 'ও চালাকি করছে।'

কর্নেল ফ্রেমন্ট এগিয়ে গেলো ঘরের মাঝখানে বললো, 'এখানে যারা এসেছে তাদের মধ্যে স্বেচ্ছা-বাহিনীর লোকই বেশি। হোগানার মেজর এবং ক্যাপ্টেন যারা আছেন তারা এখানে আসুন।'

চারজন লোক এগিয়ে এসে কর্নেলের সামনে স্যালুট করে দাঁড়ালো। কর্নেল বললো, 'আপনারা আপনাদের সব অফিসার এবং লোকদের চেহারা মনে করতে পারবেন?'

'পারবো স্যার।'

'গুড!' বললো কর্নেল, 'আপনার লোকদের এক এক করে চেহারা দেখে দেখে বের করে দিন ক্লাব থেকে।'

'তার দরকার হবে না, কর্নেল।' এগিয়ে এলো মাসিয়া। মুখে রহস্যের হাসি, হাঁটায় সেই ছন্দ। বললো, 'আপনি কাদের খুঁজছেন আমি জানি।'

রানা তাকিয়ে আছে মাসিয়ার চোখে।

'তুমি তো ফোর্ট টাগার্টে যাও, না? হ্যাঁ, মনে পড়েছে তোমার নাম মাসিয়া।' কর্নেল বললো, 'তুমি জানো?'

'হুঁ' সবার দিকে তাকালো মাসিয়া। রানার উপর চোখ পড়তেই জ্বলে উঠলো তার চোখ, বললো, 'এই লোকটা···কর্নেল, এ আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল টাগার্টের কথা। আর · আর আমি মেজর জেনারেল রাহাত খানের কথা শুনেছি কিনা।'

'মেজর জেনারেল!' রানার দিকে তাকাতেই দু'জন কারবাইন·

ধারী রানার দু'পাশে দাঁড়ালো। কর্নেল তাকালো মাসিয়ার দিকে। বললো, 'মাসিয়া, তুমি সত্যিকারের একজন জিওনিস্ট, দেশ-প্রেমিকা, বুদ্ধিমতী।'

'হ্যাঁ,' তিক্ত কণ্ঠে বললো রানা, 'সত্যি তাই।'

দোতালার ঘরে জানালার পর্দা সরিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ফায়জা দেখলো রানা এবং তার চার সঙ্গীকে দুটো গাড়িতে তোলা হলো। অন্ধকারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ও। তারপর আছড়ে পড়লো বিছানায়। বালিশে মুখ চেপে ধরলো। কাঁদছে।

দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরালো মাসিয়া। দেখতে লাগলো ফায়-জাকে। একটু পরে বললো, 'দলেরই কেউ হয়তো বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। হ্যাঁ, তাই করেছে…'একটু থেমে মাসিয়া বললো, 'কেউ খবর দিয়েছে কর্নেলকে। কর্নেল অবশ্যি এতো তাড়াতাড়ি বের করতে পারতো না, আমিই দেখিয়ে ছিলাম!'

'তুমি!' বালিশ থেকে মুখ তুললো ফায়জা। আবার বললো, 'তুমি?'

'রানা ধরা পড়তোই। আমি সেই সুযোগে নিজের পজিশনটা ঠিক করে নিলাম।' সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লো মাসিয়া।

'তাই বলে রানাকে ধরিয়ে দিলে?' উঠে দাঁড়ালো ফায়জা। লাইট জ্বেলে দিলো। হয়তো দেখতে চায় মাসিয়ার মুখ।

'হ্যাঁ,' মাসিয়া বললো, 'এখন আমরা দু'জনই সন্দেহমুক্ত।'

'কিন্তু তাতে কি হবে?' ফায়জা বসে পড়লো বিছানায়। বললো, 'রানাই তো নেই।' দু'হাতে মুখ ঢাকলো। মাসিয়া ওর পাশে বসে পিঠে হাত রেখে বললো, রানা আছে। আমার কেন জানি বিশ্বাস

হচ্ছে রানার কিছু হবে না। যদিও আমি ওকে এই প্রথম দেখলাম, জেনারেল আরাবী নিজে আমার কাছে যে খবর পাঠিয়েছিলেন তাতে ওর সম্পর্কে জানিয়েছিলেন, ওকে যেন বিশ্বাস করি। রানা অপ্রতি-রোধ্য আরাবী বাজে মন্তব্য করার লোক না। তাছাড়া ওকে নিজে দেখেছি। ওর কিছু হবে না, দেখে নিও।' মার্সিয়া ফায়জার মুখ উঁচু করে বললো, 'ওকে আমি একদিন দেখেই বিশ্বাস করেছি, তুমি করো না?'

উত্তর দিলো না ফায়জা। পানি ভরা চোখ দুটো শুধু উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মার্সিয়া রুমাল বের করে ওর চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললো, 'রানাকে তুমি ভালোবাসো?'

ফায়জা মাথা ঝাঁকালো অসহায় সম্মতি—বাসে।

'রানা তোমাকে বাসে?'

'জানি না,' বললো ফায়জা। 'ওর সঙ্গে কায়রোতে আলাপ মাস-খানেক আগে। কায়রো থেকে ভুলিয়ে কতো কথা বলে ঢাকায় নিয়ে যায়। ওখানে গিয়ে আবার এটা সেটা বলে ঢুকিয়ে দেয় এক ট্রেনিং সেন্টারে। আমাকে ষোল ঘন্টা রুটিন করে স্পাই ট্রেনিং দেয়া হতো। প্রথম দু'দিন ও নিজেও ছিলো আমার সঙ্গে, তারপর উধাও হয়ে যায়। আবার দেখা হয় মাত্র এই তিন দিন আগে। নিয়ে আসে কায়রোয়। ওখানে রেখে কিছু না বলে চলে যায়। একদিনও আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বসেনি! না, ও আমাকে ভালোবাসে না। একটু থেমে ফায়জা বললো, 'ও ভালোবাসতে জানেই না।'

মার্সিয়া হাসলো ফায়জার দিকে তাকিয়ে। বললো, 'তুমি একে-বারেই ছেলেমানুষ,' উঠে দাঁড়ালো, 'হাতে সময় কম। ক্যাপ্টেন

পুচ্চেল্লি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।'

সব গুছিয়ে ঘর থেকে বেরুবার সময় ফায়জা দাঁড়িয়ে পড়ে বললো, 'মার্সিয়া, তুমি সত্যি বিশ্বাস করো, রানার কিছু হবে না ?'

'বিশ্বাস করি।' মার্সিয়ার কণ্ঠে অবিশ্বাসের লেশমাত্র আভাস নেই।

'গাড়ি থামাতে বলো, কর্নেল,' রানা ফিসফিস করে কর্নেল ফ্রেমণ্টের কানের কাছে মুখ নিয়ে শীতল, হুকুমের ভঙ্গিতে বললো কথা ক'টা।

কর্নেল ফ্রেমণ্ট রানার দিকে চমকে হতবাক হয়ে তাকালো। রানা চাউনি-টাউনি উপেক্ষা করে গজগজ করলো রাগে। কর্নেল দ্বিধান্বিত হয়ে 'স্টপ !' বলে চেঁচিয়ে উঠলো। হার্ড ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেলো শেভ্রোলে।

'গর্দভ, বোকার হদ্দ।' রাগে রীতিমতো কাঁপছে রানার কণ্ঠ। 'তুমি সব পরিকল্পনা দিলে ভণ্ডুল করে। দেখো, ফ্রেমণ্ট, কাল তোমার চাকরীটা থাকে কিনা। কোর্ট মার্শালও হতে পারে।'

'মানে,…কি যা তা বলছেন ? মাথা খারাপ নাকি ?'

রানা আবার সব উপেক্ষা করে বললো, 'এই মেজর জেনারেল রাহাত খানের কথা জানো কিছু ?'

'হ্যাঁ, কাল রাতে ফোর্ট টাগার্টে ডিনারে গিয়েছিলাম।'

'কর্নেল ইউরিস বলেছে কিছু ? তার সম্পর্কে আলোচনা করেছে ?'

মাথা নাড়লো কর্নেল ফ্রেমণ্ট। রানা আরও অস্থির হয়ে পড়লো। উরুতে হাত চাপড়ে বললো, 'আর কি, দেশের কারো আর জানতে বাকি রইলো না। হায় সেণ্টজিওন সর্বনাশ হয়ে গেলো !' রানার পাঁজরায় পাশে বসা এম. পি-র কারবাইনের খোঁচা আলগা হয়ে গেছে। সাবধানে একটা কার্ড বের করলো রানা। এম. পি-দের দিকে আগুনে-

দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সামনে ড্রাইভার এবং অন্য এক গার্ডের মাঝে বসা আতাসীকে দেখলো। সেও হতবাক! এরা দু'জনই উঠেছে কর্নেলের গাড়িতে। কার্ডটা গোপনে কর্নেল ফ্রেমণ্টের হাতে দিলো।

ফ্রেমণ্ট টর্চ জ্বেলে নিরীক্ষণ করলো কার্ডটা। রানা বললো, 'এক্ষুণি ব্যারাকে চলুন, কর্নেল ফ্রেমণ্ট। আমি তেল-আবিবের সঙ্গে যোগাযোগ করবো। চাচাকে সব জানানো দরকার।'

'চাচা?' রানার দিকে চাইলো কর্নেল ফ্রেমণ্ট। আবার দেখলো কার্ড। বললো, 'আপনার চাচা জেনারেল দায়ান আপনার চাচা?'

'আপনি কি ভেবেছিলেন?' রানা টিটকারি-হাসি হাসলো, 'মিকি মাউস?' রানার মুখের ভাব আবার স্থির এবং দৃঢ় হলো। একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, 'ব্যারাক এবং তাড়াতাড়ি।'

গাড়ি চললো কর্নেলের ইশারায় অন্যদিকে। হ্যাঁ, ব্যারাকের দিকে।

রানা ক্ষিপ্তভাবে তাকালো এম. পি-র দিকে। বললো, 'উটের মতো হাঁ করে ওটা ধরে রেখেছো কেন' কারবাইনের মাথা ধরে সরিয়ে দিলো। গার্ডও শুনেছে দায়ানের নাম ও-একটু হতবাক হয়ে গেলো। সামনের সীটে আতাসীও তার পাশে বসা গার্ডের হাতের কারবাইন সরিয়ে দিলো। হঠাৎ রানা গার্ডের হাত থেকে টান মেরে কারবাইনটা খসিয়ে নিয়ে পাঁজরায় প্রচণ্ড গুঁতো দিলো কারবাইনের বাঁট দিয়ে। ককিয়ে উঠলো গার্ড, জ্ঞান হারালো সঙ্গে সঙ্গে। রানা তখন কর্নেলকে চেপে ধরেছে জানালার সঙ্গে। কারবাইন কর্নেলের পেটে চেপে ধরলো। একটু নড়তেই গুঁতো খেলো কর্নেল। রানা বললো, 'কেউ নড়বে না। নড়লেই কর্নেলের পেট ঝাঁঝরা হয়ে যাবে গুলিতে'

আতাসীর হাতেও একটা কারবাইন। ও গাড়ির জানালায় চেপে

বসে ড্রাইভার এবং গার্ডকে বললো, 'কি খবর, সোনামণি? এবার গাড়িটা থামাবে?'

থেমে গেলো গাড়ি।

রানা গাড়ির জানালা দিয়ে দেখতে পেল ব্যারাকের আলো। কার-বাইনের গুঁতো দিলো কর্নেলের পাঁজরায়। বাঁ হাতে কর্নেলের পকেট থেকে বের করে নিলো দুটো পিস্তল।

'বেরোন!' গুঁতো দিলো কারবাইনের।

কর্নেল ফ্রেমন্ট এখনো সব বুঝে উঠতে পারেনি। কিন্তু অভিজ্ঞ অফিসার জানে এ সময় কি করতে হয়।

দ্বিরুক্তি না করে বেরিয়ে গেলো কর্নেল।

রানা বললো, 'মাথার পেছনে হাত রেখে দাঁড়ান। হ্যাঁ, গুড। আতাসী, তোমার সঙ্গীকে নিয়ে কর্নেলের পাশে গিয়ে দাঁড়াও।' রানার কারবাইন এবার ড্রাইভারের কানের কাছে ধরা। আতাসী গার্ডকে নিয়ে নেমে গেলে রানা ড্রাইভারকে নামতে নির্দেশ দিলো ওদের তিনজনকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে ওদের পিছনে টার্গেট করলো আতাসী। রানা অন্য পাশের দরজা খুলে পা দিয়ে ঠেলে বাইরে ফেললো দ্বিতীয় গার্ডের অজ্ঞান দেহ। উঠে বসলো কর্নেলের সীটে। আতাসী এসে উঠলো ড্রাইভিং সীটে।

পুরো ঘটনা ঘটতে লাগলো এক মিনিট। কালো শেভ্রোলে ছুটে চললো আবার।

'মেজর দায়ান, ইউ আর গ্রেট!' আতাসী বললো। রানার চোখ ব্যারাকের গেটে। বললো, 'স্বাভাবিকভাবে চালিয়ে যাও।'

ঘণ্টায় কুড়ি মাইল বেগে গেট পার হলো। তারপর চেক-পোস্টের গেটটা আপনা থেকে খুলে গেলো। কালো শেভ্রোলের সামনে উড়ছে ত্রি-কোণ নিশান।

আধ মাইল ছুটে চলার পর দেখলো সামনে পাহাড় থেকে দেখা সেই লেকটা। লেকের ওপাশে পাইন আর অলিভ গাছ। এপাশে ব্যারাক। গাড়ির গতি কমিয়ে দিলো আতাসী। সামনে রেলিং। এখানে রাস্তা শার্পটার্ণ নিয়েছে। আতাসী বললো, 'যাচ্ছিলাম!' রানার দিকে তাকালো। হঠাৎ কি ভেবে জোরে ব্রেক কষলো আবার। সামনে হুমড়ি খেয়ে গাড়ি থেমে গেলো।

রানা বুঝলো আতাসী কি করতে চায়। বললো, 'বেদুইন তোমাকে দেশে নিয়ে যাবো আমি।' কারবাইন দুটো দু'হাতে নিয়ে নেমে গেলো। আতাসী গাড়ি ফার্স্ট গিয়ারে দিয়ে চোক টেনে দিলো। শেভ্রোলে সচল হতেই লাফিয়ে পড়লো বাইরে। একটুও বাধা পেলো না কাঠের রেলিং-এ, গোঁ-গোঁ করে শেভের ফার্স্ট গিয়ারে দেয়া ইঞ্জিন রেলিং ভেঙে ছুটে গেলো। পরক্ষণে ছিটকে পড়লো বিশ ফুট নিচে হ্রদের পানিতে। থপাস করে শব্দ হলো।

দু'জন ঝুঁকে পড়ে দেখলো চিত হয়ে পড়েছে শেভ্রোলে। আলো এখনো জ্বলছে। দেখা যাচ্ছে তলিয়ে কোথায় গেছে গাড়িটা। রানা একটু ভেবে মাথার টুপিটা ঘুরিয়ে ফেললো পানিতে। চিত হয়ে পড়লো টুপিটা। ভাসছে, পানিতে গাড়ি পতনের আন্দোলনে ভার-সাম্য বজায় রেখে ভাসছে। গাড়ির ভেতর থেকে বুদবুদ উঠছে। আস্তে নিভে গেলো আলোটা।

দুরে, পিছন থেকে একটা আলোর কম্পন দেখা গেলো। কয়েকটা গাড়ি এগিয়ে আসছে। ওরা দু'জন কারবাইন দু'টো চেপে ধরে দৌড়ে গিয়ে রাস্তার ধারে পাইন গাছের পাশে দাঁড়ালো। গাড়িগুলো হুড়মুড় করে এসে পড়লো ভাঙা রেলিং-এর কাছে। থমকে দাঁড়ালো প্রথম গাড়িটা। ব্রেক কষলো পিছনের গাড়ি দু'টোও।

প্রথম গাড়িটার তিনজন রেলিং-এর কাছে দৌড়ে গেলো। কয়েক সেকেণ্ড পর শোনা গেলো একজনের কণ্ঠ, 'কর্নেল, গাড়িটাকে ষাট মাইল বেগে এদিকে ছুটে আসতে দেখেছি, ওরা অন্ধকারে এই বাঁকটা দেখেনি। পানিতে পড়েছে। এখানে পানি একশো মিটার গভীর।'

'গাড়ি হয়তো পড়েছে। কিন্তু ওরা পালিয়ে যেতে পারে আমাদের ফাঁকি দিয়ে।' কর্নেল ফ্রেমণ্টের পরিষ্কার কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, 'ব্যারাকে খবর দাও, দু'শো লোক পাঠাতে বলো এখুনি। ওরা হয়তো পাইনের জঙ্গলে লুকিয়েছে।'

এক সার্জেণ্ট ঝুঁকে পড়ে হ্রদের পানি দেখছে। হাতে টর্চ, হঠাৎ বলে উঠলো, 'স্যার একটা হ্যাট!'

কর্নেল এগিয়ে গেলো রেলিঙের ধারে। ঝুঁকে দেখলো। তারপর ফিরে এলো গাড়ির কাছে।

'হ্যাঁ, মেজরের হ্যাট,' কর্নেল বললো আপন মনেই যেন, 'লোকটা দুঃসাহসী ছিলো। দুঃসাহসী লোকটার এভাবে মৃত্যু…সত্যি দুঃখজনক।'

পাঁচ

কেবল্-কার প্রায় খাড়া উঠে যাচ্ছে উপরের দিকে। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা অসম্ভব এবং ভয়াবহ মনে হলো ফায়জার এই প্রথম। গরম সোয়েটার পরেছে, তবু ঠাণ্ডা লাগছে। কারণ বেশ উঁচুতে এসেছে। ইংরেজী বর্ণমালার 'টি' বর্ণের মতো পিলারগুলো দুই হাতে ধরে রেখেছে, দু'টো কেবল-লাইন। তার সঙ্গে ঝুলে আছে এই ছোট কুঠরীটা।

ছুটে চলেছে টাগার্ট ফোর্টের দিকে, উঁচুতে। নিচে গভীর খাদ, অসমতল খাড়ি।

কেবল-কারের যাত্রী মোট ছ'জন। ফায়জা, মার্সিয়া, ক্যাপ্টেন পুচ্চেলি, দু'জন সোলজার, একজন সাদা পোশাকের লোক, হয়তো গুপ্ত-বাহিনীর কেউ-কেটা। কেউ-কেটা না হলে কেউ টাগার্টে যেতে পারে না। অবশ্যি সুন্দরী হলে, মার্সিয়ার মতো বিশ্বস্ত হলে, অন্য কথা।

সবাই রড ধরে দাঁড়িয়েছে। ফায়জা ডান হাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে রড, বাঁ হাত রেখেছে মার্সিয়ার কাঁধে। ভীষণ বাতাস বাইরে। নাগর-দোলার মতো দুলছে কেবল-কার।

ফায়জার পিছনে ইটালিয়ান ক্যাপ্টেন আরও কাছে ঘেঁষে এলো। হাত রাখলো ফায়জার কাঁধে। রামের গন্ধে ভুরভুর মুখ কানের কাছে এনে জিজ্ঞেস করলো, 'ভয় লাগছে ?'

'ভয় ?' ফায়জার মনে হলো, ভয় করার অনুভূতি তার আর নেই। বললো, 'না করছে না। তবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি ঃ কেবল-কার ছিঁড়ে পড়ে যেতে পারে ?'

'না !' ক্যাপ্টেনের হাত কাঁধ থেকে নেমে গেলো। বেষ্টন করলো ফায়জার কোমর। নিজের দেহের সঙ্গে চেপে ধরলো। বললো, 'ছিঁড়লেও ভয় নেই, তুমি আমার কাছে আছো।'

মার্সিয়া এদিকে না তাকিয়েই বললো, 'রোবার্টো ওকথা এতো-দিন আমাকেই বলতো

'সিনোরিনা মার্সিয়া ক্লাসকিন, আমি একেবারেই সাধারণ পুরুষ মানুষ,' রোবার্টো পুচ্চেল্লি বললো। 'আমার আর একটা হাত যখন নেই তখন—গেস্ট ফার্স্ট।'

ফায়জা অনুভব করছে হাতটা স্থির থাকছে না। ওর গা ঘিনঘিন করে ওঠে।

আতাসী একটা টেলিফোন-পোস্টের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত সিগারেটটা পায়ে পিষে দিলো। তার চোখ কিছুদূরের একদল নাইট সেন্ট্রির ওপর। এক শো গজ দূরে রাস্তার উপর পায়চারি করতে করতে ওরা থমকে দাঁড়িয়েছে অন্ধকারে। পেছনে ব্যারাকের ঢাকা-দেয়া মৃদু আলো। কথা শোনা গেলো। ওরা এগিয়ে গেলো ব্যারাকের গেটের দিকে।

আতাসীর চোখ এবার উঠে গেলো পোস্ট বেয়ে ওপরে। পোস্টের

মাথায়, ক্রশ-বারের সঙ্গে মিশে আছে মাসুদ রানা।

রানার হাতে অদ্ভুত আকারের ছুরি। বিশেষ ভাবে তৈরি: 'একের মধ্যে চার,' রানা ফোল্ড খুলে, ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে ওটাকে ওয়্যারকাটার বানিয়ে নিলো। পরপর আটবার কুট শব্দের সঙ্গে আটটা তার ঝপ, ঝপাৎ করে ঝোপের উপর পড়লো। ছুরি ফোল্ড করে সাঁৎ করে নেমে এলো রানা নিচে। বললো, 'কিছুটা নিরাপদ হওয়া গেল।'

'কিছুক্ষণের জন্যে হলেও এরা ব্যস্ত হয়ে পড়বে।' মেশিন-কারবাইন কাঁধে ফেলে রানার পিছু নিলো আতাসী। গভীর পাইন আর অলিভ গাছের ভিতর দিয়ে ওরা দৌড়ে চললো পাহাড়ের দিকে। ওখান থেকে নিচে নামতে হবে।

ফায়জার কপাল কেবল-কারের জানালায় ঠেকানো। কোমর জড়িয়ে ধরা হাতটা আরও দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। সোয়েটারের ভেতরে যেতে চাইছে। ফায়জা বাধা দিলো না। দম বন্ধ করে উপরের দিকে দেখতে চেষ্টা করলো। এখন আরও খাড়াভাবে উপরের দিকে উঠছে কার। ফোর্ট টাগার্ট চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে। রূপকথার দুর্গ! আবার ভয় পাচ্ছে ফায়জা। একটু কেঁপে গেলো। পুচ্চেল্লির হাতটা আরও কাছে টেনে নিলো ফায়জাকে। ফ্যাঁস-ফ্যাঁসে কণ্ঠে বললো কানের কাছে, 'ভয় কি সিনোরিনা, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'তাই হোক,' মৃদু কণ্ঠে বললো ফায়জা, যেন কোনো ভৌতিক কণ্ঠ। রানার মুখটা মনে পড়লো। ও এখন কোথায়?

মেঘ সরে গিয়ে সারা স্টেশনটা আলোকিত হয়ে উঠলো। রানা আর আতাসী উল্টো দিক থেকে লাইন পার হয়ে জমা-ঘরের ছায়ায় এসে

দাঁড়ালো দেয়ালে হেলান দিয়ে। ওদের চোখ গেলো লাইন পার হয়ে কানান শৃঙ্গে। আলোকিত ফোর্ট টাগার্ট। কেবল-কার একটা উঠছে, ছুটে যাচ্ছে দুর্গের দিকে, অন্য একটা নামছে।

'বস্, দিনের মতো আলো,' আতাসী বল্লো। 'আজ দশ দিনের চাঁদ।'

রানা আকাশে তাকিয়ে বললো, 'এখনো আকাশে অনেক মেঘ নিচু হয়ে তার বিদঘুটে চাবিটা জমা-ঘরের দরজায় লাগিয়ে চাপ দিলো। দু জন ভেতরে গিয়ে আবার দরজা বন্ধ করলো।

রানা তাদের মালপত্র বের করলো। নাইলনের দড়ি কেটে ফেললো, কিছুটা জড়িয়ে নিলো কোমরে বেশ কিছু হাত-বোমা এবং প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ ভরলো ক্যানভাস ব্যাগে। তারপর বললো, নাইল-নের দড়ি নিলাম প্রয়োজন মতো। তোমার আর আমার ব্যাগ থেকে এক্সপ্লোসিভ কিছু কিছু করে। ওরা বুঝতে পারবে না আমরা এখানে এসেছিলাম। যা যেভাবে আছে রেখে যাবো।'

'কিন্তু রেডিও...'

'ওটাও এখানে থাকবে। ওদের জানতে দেয়া হবে না যে আমরা হ্রদের পানিতে ডুবে মরিনি। এখানে বসে ট্র্যান্সমিট করতে গেলে ধরা পড়ে যেতে পারি। তাই নিরাপদ জায়গায় গিয়ে ট্র্যান্সমিট করে যথা-স্থানে রেখে যেতে হবে।'

'নিরাপদ জায়গা পুরো ইসরাইলে নেই, বস্।'

'আছে। মেয়েদের ওয়েটিং-রুম।'

আস্তে, অনেক কায়দা করে কেবল-কারটা সফর শেষ করে ঢুকলো টাগার্টের কেবল-স্টেশনে। ঝাঁকি খেয়ে থামলো। দরজা খুলে নামলো

সবাই। আধুনিক স্থাপত্যের নিদর্শন। ক্যাপ্টেন ফায়জার সুটকেস নিতে নির্দেশ দিলো একজন সোলজারকে। ফায়জার পিঠের উপর দিয়ে হাত নিয়ে বাহুমূল প্রায় খামচে ধরলো। একটা টানেলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চললো ওরা। কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে সুরঙ্গের অন্য মুখে পৌঁছালো। সিঁড়ির দু'মুখে লোহার গেট। স্টেনগানধারী সেন্ট্রির কঠোর মুখ। তার পাশে বিরাট জিভ বের করা ডোবারম্যান পিনশার সবাইকে দেখছে। উপরে বেশ শীত। খোলা সিমেন্ট বাঁধানো প্রাঙ্গণ। সেখানে তারপুলিন মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে জেনারেল প্রেমিঙ্গারের হেলিকপ্টার। তার নিচে একজন পাইলট কিছু ঘষামাজা করছে। ফায়জা হাসলো ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লির দিকে চেয়ে। পুচ্চেল্লির হাত ফায়জার নরম বাহু-মূলে আরও বসে গেছে।

'এই দুর্গ, পুরুষের রাজত্ব,' বললো ক্যাপ্টেন। 'দেখলে মনে হয় একটি মেয়েও হয়তো নেই। ধরুন, আমি যদি আত্মরক্ষার জন্যে পালাতে চাই ক্ষুধার্ত সৈনিকের খপ্পর থেকে?'

'সহজ উপায় আছে।' হাসলো পুচ্চেল্লি হো হো করে। হাসি থামিয়ে বললো, 'তোমার শোবার ঘরের জানালা দিয়ে এক লাফ দেবে। কয়েকশো গজ শূন্যে ভেসে নিচে গিয়ে ঢালে পড়ে কিছুদুর গড়িয়ে নামবে। তুমি তখন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। অবশ্যি সংখ্যায় নগণ্য হলেও দু'একটা মেয়ে এখানে আছে।'

মাসিয়া বললো, 'ক্যাপ্টেন, প্রথম দিনই তুমি আমার বোনকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছো।'

মেয়েদের ওয়েটিং-রুমের ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে রেডিও খুলে বসলো রানা কোড-বুক দেখে পেন্সিল দিয়ে একটা মেসেজ তৈরি

করে আতাসীর কোলে কোড-বুক ছুঁড়ে দিলো। বললো, 'এটা পুড়িয়ে ফেলো।'

'পুড়িয়ে ফেলবো?' কথাটা না বুঝে আতাসী জিজ্ঞেস করলো, 'এটা আর লাগবে না?'

কল-আপ হ্যাণ্ডেল ঘুরাতে ঘুরাতে মাথা নাড়লো রানা, 'না।'

জেনারেল আরাবী ঝুঁকে পড়লেন। শুনলেন, রেডিও-কণ্ঠ বেজে উঠলো, 'এম. আর. নাইন। এম. আর নাইন, মিস্টার নাইন।'

অপারেটর বললো, 'সবাই এখানে আছে—বলুন।'

'কোড। রেডি? ওভার।'

'রেডি। ওভার।'

রানা মেসেজ দিলো: 'আজহারী নিহত। সালাল, আব্বাস এবং ইয়াফেজ বন্দী। আমি ও আতাসী শত্রুপক্ষের কাছে মৃত। তুগে এক ঘণ্টার মধ্যে পৌছাবো। নব্বই মিনিটের মধ্যে ট্র্যান্সপোর্ট প্রয়োজন। ওভার।'

আরাবী অপারেটরের লেখা মেসেজ দেখে মাইক্রোফোন নিজের হাতে নিলেন। বললেন, 'এম. আর. নাইন. জেনারেল বলছি।' কেঁপে গেলো বিশালদেহী জেনারেলের ভারি কণ্ঠ। বললেন, 'এখানেই শেষ করো। মিস্টার নাইন, এখানেই মিশন শেষ। আর এগুবার দরকার নেই। নিজেকে বাঁচাও। ওভার।'

'আপনি রসিকতা করছেন!'

'কিন্তু যা বলেছি তুমি তা শুনেছো।' এবার জেনারেলের কণ্ঠ পরিষ্কার এবং স্পষ্ট। বললেন, 'এটা অর্ডার। মিশন ইজ ওভার, ইটস অ্যান অর্ডার। ওভার।'

একমুহূর্ত নীরবতার পর রানার কণ্ঠ শোনা গেলো, 'ফায়জা এখন দুর্গের ভেতর। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

কেটে গেলো লাইন। অপারেটর তাকালো জেনারেল আরাবীর দিকে। আরাবী বসে পড়লেন চেয়ারে। কপাল চেপে ধরলেন দুই আঙুলে।

ত্রিশ সেকেণ্ড চুপ করে বসে থেকে উঠে দাঁড়ালেন জেনারেল আরাবী। বললেন, 'চলো, কর্নেল, এয়ার-ফিল্ডের দিকে যাওয়া যাক, যাবে?'

উঠে দাঁড়ালো কর্নেল সিক্স। বললো, 'আরও দূরে যেতে পারি। সব কিছুর জন্যে আমি দায়ী।'

জেনারেল বললেন, 'কর্নেল, আমি বুঝতে পারছি এতো বড় একটা মিশন ব্যর্থ হওয়াতে তোমার কেমন লাগছে। দরকার হলে মরতেও পারো তুমি এখন।'

কর্নেল নীল চশমার ভিতর দিয়ে চেয়ে থেকে নীরবে তুলে নিলো স্টেনগান বললো, 'শুধু মরতে নয়, শত্রুর মুখোমুখিও হতে পারি, স্যার।'

'মিশন ইজ ওভার!' আতাসী মাথা নাড়লো, 'না বস্, তা হতে পারে না। আপনি ঠিকই বলেছেন। ফায়জা দুর্গের ভেতর চলে গেছে আমরা কেটে পড়লে ফায়জা ধরা পড়ে যাবে। ফায়জা ধরা পড়ার দশ মিনিট পর মার্সিয়া ধরা পড়বে।'

রানা এরিয়াল গুটাতে গুটাতে বললো, 'আতাসী মার্সিয়াকে তুমি পাঁচ মিনিটও দেখোনি।'

'তাতে হয়েছে কি?' আতাসী বললো, 'প্যারিস হেলেনকে কতক্ষণ

দেখেছিল ? কয়বার দেখা হয়েছিল এন্টনি-ক্লিওপেট্রার ? রোমিও জুলি-য়েটকে একবার দেখেই ভালোবেসেছিল। লায়লী মজনু…'

'হয়েছে, হয়েছে,' মৃদু হেসে থামিয়ে দিলো রানা আতাসীকে। বললো, 'এখন রেডিও ফিরিয়ে দিয়ে আসতে হবে।'

দু'জন উঠে পড়লো। রেডিওটা মাল-ঘরে রেখে স্টেশনের গেটের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো ওরা। মিলিটারী লরির আওয়াজ। আলোকিত গেট। ওরা দেয়ালের সঙ্গে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর দৌড়ে গিয়ে বুকিং অফিসের পাশে লুকালো।

বুটের দ্রুত ধ্বনি দ্রুততর হয়ে ছুটে এলো। লরি থেকে সোলজার নামছে বাইরে। ছুটে এগিয়ে আসছে দল ধরে। সবাই গেলো লেফট লাগেজ-রুমে। খুলে ফেললো দরজা। ভেতরে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে একজন সার্জেন্ট বের হয়ে এলো। চেঁচিয়ে বললো, 'ক্যাপ্টেনকে বলো, সব পেয়েছি। ওরা সত্যি কথাই বলেছে।' সোলজারদের অর্ডার দিলো সব বের করে লরিতে তুলতে

সব হাতে-হাতে তুলে নিয়ে ওরা বেরিয়ে এলো। হঠাৎ সার্জেন্ট রেডিওটা নিলো একজন সোলজারের হাত থেকে। নিয়েই এদিক-ওদিক তাকিয়ে ছুটতে লাগলো, আর চিৎকার করে উঠলো, ক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেন…'

ক্যাপ্টেনকে এবার দেখা গেলো। সে-ও দৌড়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকলো।

সার্জেন্ট বললো, 'রেডিওটা গরম, ক্যাপ্টেন। পাঁচ মিনিট আগেই এখান থেকে ট্র্যান্সমিট করা হয়েছে।'

'অসম্ভব ওরা তো…'

'কিন্তু ক্যাপ্টেন, ওরা দু'জন না হলেও ওদের দলে হয়তো আরও লোক আছে।'

'হয়তো গেরিলা। আল-ফাত্তাহ।' তীক্ষ্ণ বাঁশি আর্তনাদ করে উঠলো অন্ধকার বিদীর্ণ করে। ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে অর্ডার দিলো স্টেশন ঘিরে ফেলতে।

রানা আতাসীর হাত ধরে ইঙ্গিত করে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে গিয়ে পড়লো লেডিজ ওয়েটিং-রুমের দরজায়। ল্যাভেটরীর ভেতরে গিয়ে তালা মেরে দিলো ভেতর থেকে।

'বস্!' আতাসী বললো, 'এখানে গুলি খেলে শোকবার্তায় বলা হবে: ওঁরা কানান পাহাড়ের পাদদেশে সাফেদ শহরের এক লেডিস ল্যাভেটরীতে দেশের জন্যে জীবন দিয়েছেন...'

বাইরে ক্যাপ্টেনের গলায় প্যারেড ফিল্ডের কমাণ্ড শোনা গেলো, 'প্রত্যেকটা ঘর, প্রত্যেকটা কোণ খুঁজতে হবে। ওদের কাছে মেশিন-কারবাইন আছে। অতএব ধরার চেষ্টা করবে না। দেখামাত্র গুলি করবে। এবং হত্যার জন্যেই গুলি।'

রানা জিজ্ঞেস করলো, 'শুনেছো?'

'শুনলাম।' কমোডের ওপর বসে পড়লো আতাসী মাথায় হাত দিয়ে।

গুলির শব্দ হলো। গুলি করে তালা খোলা হচ্ছে। রানা দরজা থেকে একটু সরে দাঁড়ালো। পাশের ঘরের দরজাও গুলি করে খোলা হলো।

'বস্, সারেণ্ডার করবেন?' উঠে দাঁড়ালো আতাসী।

'দেখা যাক।'

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে দু'জন।

ওয়েটিং-রুমের দরজা মেশিনগানের বাঁট মেরে খোলা হলো। ওরা দরজার দু'পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো।

ঘরের ভেতর এসে দাঁড়িয়েছে দু'জন সোলজার।

একটা গুলি এসে বিদ্ধ হলো ল্যাভেটরীর দরজার তালায়।

না আর হলো না। থমকে গেছে। কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, 'এই, মেয়েদের পায়খানা এটা। দেখতে পাচ্ছিস্ না?' আরেকটা গুলি হলো। অন্য কোথাও লাগলো। হাসি শোনা গেলো। এবং দু'জনই বের হয়ে গেলো। পাশের ঘরে গুলির শব্দ হলো

'বস্ মেয়েদের বাথরুমে কি ওদের ঢোকা বারণ?'

দম নিলো রানা। ট্রিগারের ওপর আঙুল আলগা করে বললো, 'না। ওরা ইচ্ছে করেই এখানে ঢুকলো না। কারণ যে আগে ঢুকবে সে মারা যেতে পারে, ওরা জানে। ওরা চেক করছে। কিন্তু রিস্ক নিচ্ছে না। ওদের ভয়কে ওরা ঢাকছে, নিজেরাই একটা অজুহাত বের করে নিচ্ছে।'

ওরা দু'জনই অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ। আতাসী বললো, 'বস্, আপনি বেঁচে যাবার একটা অজুহাত বের করলেন। এবার?'

'ওদের বিভ্রান্ত করতে হবে,' বললো রানা, 'বাইরে দরজা খোলা আছে কিনা দেখো। খোলা থাকলে ওটা ভেজিয়ে রাখো। সময় খুব কম।' কমোডের উপর উঠে দাঁড়ালো রানা। উঁচুতে একটা জানালা। জানালার কাঁচে চোখ লাগিয়ে কিছু দেখতে পেলো না। ঘষা-কাঁচ। জানালা খুলতে হবে। জং ধরে লেগে গেছে বল্টু। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুলে ফেললো। থমকে গেলো। মিলিটারি লরির মাথা দেখা যাচ্ছে।

আরও একটু উঁচুতে ওঠা দরকার। আতাসী এসে নিচে দাঁড়ালো। রানা ওর কাঁধে পা দিয়ে উপরে উঠে গিয়ে জানালা দিয়ে মাথাটা বের করে দিলো বাইরে। না-কেউ গুলি করলো না। এবার পিঠের ব্যাগ থেকে বের করে নিলো একটা গ্রেনেড।

স্টেশনের গেটের কাছে অর্ধ-বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে আছে পাঁচজন সৈনিক। সবার দৃষ্টি গেটের ওপর। গাড়ি এদিকে পিছন ফেরানো। তিনটে লরির আলো তিনদিক আলো করে রেখেছে। এবং সেজন্যেই তাকে কেউ দেখছে না। রানা 'এক, দুই, তিন' বলে লরির ভেতরে ছুঁড়ে দিলো গ্রেনেডটা। এবং কনুইতে ভর দিয়ে আতাসীকে সরে যেতে দিলো। আতাসী সরে যেতেই রানা কমোডের উপর নেমে এলো।

দুটো বিস্ফোরণ হলো। প্রথম গ্রেনেড তারপর পেট্রল ট্যাঙ্ক। জানালার কাঁচগুলো ভেঙে পড়লো রানার মাথায়। কিছু ঢুকলো শার্টের ভিতর। ওরা ল্যাভেটরী থেকে বের হয়ে ওয়েটিং-রুমে আর দাঁড়ালো না। সোজা প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লো। রানা বললো, 'পাহাড়ের দিকে।'

তিন লাফে প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে এলো ওরা নিচে। নিচু হয়ে ছুটতে লাগলো। রানার অনুমান মতো সবাই ছুটে গেছে বাইরে। যারা যায়নি, তারা ভাবছে বাইরেই ধরা পড়েছে লোক দুটো। এই চমকে যাওয়া মুহূর্তের সুযোগেই পালাতে হবে।

স্টেশনের সীমান্তের ঢাল বেয়ে নেমে ছুটতে লাগলো ওরা। নিরাপদ দূরত্বে এসে থামলো। আতাসী বললো, 'ওরা এবার ডোবারম্যান পিনশার ছেড়ে দেবে আমাদের ব্যাগগুলো শুঁকিয়ে। ডোবারম্যান এখানে পৌঁছতে তিন মিনিট লাগবে। ওরা দেশ ভরে ডোবারম্যান পেলেছে আরব ফেদাইন গেরিলাদের ধরার জন্যে।'

রানা হাসলো, 'আমি মনে করতাম শুধু উটেই তোমার বিতৃষ্ণা।'

'না, বস্। চতুষ্পদ জন্তুগুলোকেই আমি ভয় পাই।'

'ঠিক আছে,' রানা বললো। 'এখন যেখানে যাবো সেখানে তোমার

চতুষ্পদ বন্ধুরা তাড়া করবে না।'

আতাসীর চোখে সন্দেহ। 'কোথায় যাবো?'

'দুর্গে,' রানা উঠে দাঁড়ালো। 'যার জন্যে এখানে এসেছি আমরা।'

ফায়জা মাঝে, একপাশে মার্সিয়া, অন্যদিকে ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লি। বিরাট হল-ঘরের পাথুরে দেয়াল আর চারদিকের স্তব্ধতা ফায়জাকে মুহূর্তের জন্যে বিহ্বল করে দিলো। একজন এসে দাঁড়িয়েছে হলের অন্য প্রান্তের দরজা দিয়ে। দেখলো তিনজনকে তারপর আবার এগিয়ে এলো। অনেকটা মার্চের ভঙ্গিতে।

অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে, ফায়জা মনে মনে ভাবলো। সোনালী চুল, নীল চোখ, এবং সুন্দরী। তবে আকারে বিরাট। জার্মান অরিজিন মনে হলো। নীল চোখের চাউনি ভীষণ রকমের শীতল। মেটে রঙের ইউনিফর্ম। ক্যাপ্টেনের ব্যাজ বুকে।

'গুড্ ইভনিং, কারিন ' ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লির কণ্ঠে নিরাসক্ত ভাব। বললো, 'এই যে নতুন মেয়েটি, এ হচ্ছে সিনোরিনা জর্দানা ক্লাস-কিন। মার্সিয়ার বোন জর্দানা, ইনি হচ্ছেন কর্নেলের সেক্রেটারী, মেয়ে কর্মচারীদের প্রধান, ক্যাপ্টেন কারিন বারজার।'

সুন্দরী মেয়েটি নীল চোখে ফায়জাকে নিরীক্ষণ করে বললো, 'মিস ক্লাসকিন, তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করবো। এসো।' সুন্দরীর সুন্দর কণ্ঠস্বরে ইচ্ছাকৃত ভাবে আরোপ করা কঠোরতা। এগিয়ে গেলো পাশের ঘরের দরজার দিকে। ফায়জা তাকালো মার্সিয়ার চোখে। পুচ্চেল্লি উত্তর দিলো, 'তোমাকে যেতেই হবে, সিনোরিনা। এটাই নিয়ম।'

ফায়জা কোনো কথা না বলে বিশালদেহিনী সুন্দরীকে অনুসরণ করলো। দরজা বন্ধ হয়ে গেলো ওদের পিছনে। মার্সিয়া ও পুচ্চেল্লি

পরস্পরের দিকে তাকালো। মার্সিয়ার ঠোঁট দৃঢ়-সংবদ্ধ। ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লির ভাবখানা : আর কি করবে ? সব কারিনের ইচ্ছা।

বন্ধ দরজার ভিতর থেকে উচ্চকণ্ঠ ভেসে এলো। তারপর মৃদু ধস্তাধস্তি এবং তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। মার্সিয়া দরজার দিকে দু'পা এগিয়ে থেমে গেলো। পিছনে পায়ের শব্দে ঘুরে দাঁড়ালো।

সিভিলিয়ান পোশাকে এক মধ্য-বয়স্ক লোক আসছে। আর্মির পোশাক না থাকলেও বোঝা যায় উচ্চপদস্থ কেউকেটা। পরিষ্কার শেভ, ভারি গ্রীবা, পরিপাটি চুল।

ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লি সোজা হয়ে দাঁড়ালো। বললো, 'গুড ইভনিং, কর্নেলে ইউরিস।'

'গুড ইভনিং, ক্যাপ্টেন। গুড ইভনিং, মার্সিয়া।' যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়লো কর্নেল। বললো, 'তোমার এখানে···'

কর্নেলের কথা শেষ হবার আগেই আবার চিৎকার শোনা গেলো। কর্নেল দরজার দিকে চেয়ে হাসলো। এবং যাবার জন্যে পা বাড়াতেই দরজা খুলে গেলো। বেরিয়ে এলো কারিন। কারিনের মুখ লাল নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ভারি। পিছনে কয়েক সেকেণ্ড পর বের হলো ফায়জা। ওর পোশাক এবং চুল এলোমেলো। কান্নার চিহ্ন চোখে-মুখে। কারিনের চোখ কর্নেলের উপর পড়তেই একটু সচেতন হয়ে উঠে বললো, 'নতুন কর্মচারীর ইন্টারভিউ নিলাম '

'তোমার নিজস্ব কায়দায়,' কর্নেল বললো। 'বাচ্চা মেয়েগুলোকে এভাবে জোর করে সন্ত্রস্ত না করলেও চলে, কারিন।' একটু হেসে বললো, 'অন্তর্বাস ঈজিপশিয়ান কটনে তৈরি কিনা দেখলে ?'

'নিরাপত্তার জন্যেই দেখা,' আত্মপক্ষ সমর্থনের ভঙ্গিতে উত্তর দিলো কারিন।

কর্নেল তাকালো ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লির দিকে। বললো, 'শহরে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে, না?'

'হ্যাঁ। পলাতকদের নিয়ে।'

'আমি তাই বলতে বলেছি কর্নেল ফ্রেমন্টকে,' হাসলো কর্নেল ইউরিস। 'পলাতক বন্ধুরা আসলে আরব গেরিলা। বা সিক্রেট এজেন্ট। বাঙালীও থাকতে পারে।'

'কেন স্যার, বাঙালীরা কেন?'

'মেজর জেনারেল রাহাত খানের জন্যে।' কর্নেলকে বেশ খুশি খুশি লাগলো, বললো, আর ভয়ের কিছু নেই। তিনজন এখানে আসছে ধরা পড়ে।'

'কিন্তু ওরা পাঁচজন ছিলো, স্যার। আমরা পেটাহ্-টিকভা ক্লাবে দেখেছি।'

'পাঁচজন ছিলো,' কর্নেল বললো। 'এখন তিনজন। ওদের নেতা এবং তার সহকারী পালাতে গিয়ে পাহাড় থেকে লকে পড়েছে।'

ফায়জা সবার দিকে পিছন ফিরে বেল্টের ভিতর সোয়েটার গুঁজছিলো। কথাটা কানে যেতেই চমকে চাইলো কর্নেলের দিকে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে মার্সিয়া, যেন কিছু হয়নি। ফায়জা মুখে হাত চেপে ঝুঁকে পড়লো সামনে। এবার মার্সিয়া এগিয়ে গিয়ে পাশে দাঁড়ালো। ফায়জা উত্তেজিত হলে চলবে না। ওর চোখে-মুখে ভয়। ফায়জাকে ধরে বললো, 'ট্রেন-জার্নি, তারপর...' তাকালো কারিনের দিকে, বললো, 'ও অসুস্থ বোধ করছে। ওকে ঘরে নিয়ে যাবো?'

'যাও। তুমি এসে যে ঘরে থাকো ওখানেই নিয়ে যাও।'

ছোট ঘর। একটা লোহার খাট, চেয়ার, ছোট ড্রেসিং টেবিল দিয়ে সাজানো। দরজা বন্ধ করে মার্সিয়া ওখানেই দাঁড়িয়ে পড়লো

ফায়জা বিছানায় বসে তাকালো মার্সিয়ার চোখে। আশ্চর্য শূন্য চাউনি। মার্সিয়া কাছে এগিয়ে এলে ফায়জা শূন্য কণ্ঠেই বললো, 'শুনেছো?'

'শুনেছি,' মার্সিয়া একটু থেমে বললো। 'কিন্তু বিশ্বাস করিনি।'

'কিন্তু ওরা মিথ্যে বলবে কেন?'

'ওরা বিশ্বাস করে তাই।' মার্সিয়া কিছুটা যেন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বলে, 'মেজর রানার মতো লোকদের মৃত্যু আর যেভাবেই হোক না কেন, পাহাড় থেকে পানিতে পড়ে হয় না। আমি জানি সে বেঁচে আছে এবং সে এখানে আসবে। তুমি এখানে ওকে সাহায্য না করলে তার মরা ছাড়া দ্বিতীয় পথ থাকবে না।' মার্সিয়া তার স্কার্ট তুলে নিচে হাত দিলো। তারপর বুকের ওপর বের করে রাখলো কতকগুলো জিনিস, বললো, 'এই নাও লিলিপুট পয়েন্ট টু-ওয়ান অটোমেটিক, দু'টো ম্যাগাজিন, এক বাণ্ডিল কর্ড, সীসার ওলন, ফোর্টের প্ল্যান, এই রইলো নির্দেশ।' বলে ঘরের কোণের দিকে চলে গেল। নিচু হয়ে দেয়ালের একটা চৌকো পাথর সরিয়ে ফেললো। জিনিসগুলো সেখানে রেখে আবার পাথরটা বসিয়ে দিলো, বললো, 'কেউ খুঁজে পাবে না।'

ফায়জার নির্বিকার চোখে এবার বিস্ময় ফুটে উঠলো। বললো, 'তুমি জানতে, পাথরটা খোলা?'

'আমি নিজের হাতে দু'সপ্তাহ আগে এটা আলগা করেছি।'

'তুমি দু'সপ্তাহ আগেই সব জানতে?'

'আমার জানাতে কিছু এসে যাবে?' মার্সিয়া হাসলো, 'আবার দেখা হবে, বোন।' ফায়জার কপালে চুমু খেয়ে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে।

ফায়জা বিছানার ওপর দশ মিনিট চুপচাপ বসে রইলো। তার-

পর উঠে গিয়ে দাঁড়ালো জানালায়। জানালা দিয়ে দেখলো: আগুন জ্বলছে। কোথায়? কাঁচের জানালা খুলে ফেললো। ঝুঁকে দেখলো কেবল-কার নিচে নেমে যাচ্ছে। কারের জানালায় মাসিয়ার মুখ।

মাসিয়া চলে গেলো। সে এখন একা। জানালা বন্ধ করে আবার এসে শুয়ে পড়লো। ভাবলো, মাসুদ রানা নামের লোকটাকে। সত্যি কি সে বেঁচে আছে?

দু'চোখ ভরে এলো পানিতে। আল্লাহ, মাসিয়ার সান্ত্বনার কথা-টাই যেন সত্যি হয়।

আগুন জ্বলছে শহরে। এর মানে কি?

রানা আর আতাসী দেখলো আগুন দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। দমকলের গাড়ি এসেছে কয়েকটা। সাইরেনে বাজছে বিপদ-সংকেত। আরও দমকলের গাড়ি এসেছে ঢং ঢং করে।

ওরা অন্ধকারে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলো দেখলো। একটা মাইক্রোবাস। গাড়ির গায়ে লেখা 'প্যান অ্যাম'। সাইরেনের সঙ্কেতে বাড়ির জানালা-দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। ভেতর থেকে ভেসে আসছে হৈ-হুল্লোড়। পার্টি চলছে। একটা গাড়ির কথা ওরা এখন ভাববে না।

ড্রাইভিং সীটে উঠে বসলো রানা। চাবি যথাস্থানে আছে দেখে আতাসীকে ইঙ্গিত করলো উঠতে। চাবি ঘুরিয়ে দিয়েই ফুয়েলের মাপটা দেখে নিলো। পেট্রল-ট্যাঙ্ক প্রায় ভরা।

আলো জ্বললো না, অন্ধকারে মৃদু শব্দ করে বেরিয়ে গেলো গাড়িটা।

কিছুদূর এসে নির্জন জায়গায় গাড়ি থামল। রানা বলল, 'অর্ধেকটা

এক্সপ্লোসিভ গাড়ির পিছনে রেখে দাও—তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে হবে। মার্সিয়া বোধহয় এই কেবল-কারেই ফিরবে।'

একটা কেবল-কার নেমে আসছে। আরেকটি উঠে যাচ্ছে।

'মার্সিয়া আতাসী!' আপন মনে উচ্চারণ করলো আতাসী।

মার্সিয়া কেবল-কারের একমাত্র যাত্রী। স্টেশনের উঁচু পাটাতন থেকে কয়েকটা সিঁড়ি নামতেই শুনলো: 'বউ কথা কও।' থমকে দাঁড়ালো। আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো দুই মূর্তি, রানা ও আতাসী

একমুহূর্ত চেয়ে থেকে মার্সিয়া যেন যাচাই করলো সব সত্যি কিনা। মৃদু কণ্ঠে উচ্চারণ করলো, 'এ পৃথিবীতে রানার মতো পুরুষরা পাহাড় থেকে আছাড় খেয়ে মরতে পারে না।' হঠাৎ দ্রুত এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলো রানাকে। চুমু খেলো। হাসি ভরা কণ্ঠে বললো, 'আমি চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম।' রানাকে ছেড়ে আতাসীর দিকে তাকালো। আতাসী নিজেই এগিয়ে এসে মার্সিয়াকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো গালে। তারপর কাঁধে হাত রেখে বললো, 'চিন্তা করতে থাকুন। কর্নেল ফ্রেমণ্ট আমাদের উট-খোঁজা করছে।'

মার্সিয়া রানার দিকে ফিরে বললো, 'কর্নেল ফ্রেমণ্ট শুধু না, কর্নেল ইউরিসও আপনাদের পরিচয় জানে। হ্যাঁ, আপনি যে দলনেতা এবং কোথা থেকে এসেছেন, তাও জানে।'

'আচ্ছা, চমৎকার!' স্বগতোক্তি করলো রানা, 'যাও পাখী বলো তারে, কানে পৌঁছে গেছে সব কথা। পৌঁছে গেছে কর্নেলের দূর প্রেয়সীর কণ্ঠ! তারে না বেতারে?'

'ওরা আপনার পরিচয় জানে এবং আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে,' মার্সিয়া বললো রানার প্রলাপ না বুঝে। 'এবং আপনার বন্ধুরা এক্ষুণি

দুর্গে পৌঁছোবে।'

'আব্বাস, সালাল, ইয়াফেজ?' জিজ্ঞেস করলো রানা, 'পারস্পরিক সমঝোতার জন্যে?'

'স্টেট ব্যাংকয়েটের ব্যবস্থা এখনও যখন করা হয়নি...'

'আমরা ওদের সঙ্গেই যাবো।' কথাটা বলে রানা ঘড়ি দেখলো। মাসিয়া কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেও বলতে পারলো না, রানাই থামিয়ে দিয়ে বললো, 'কাবালা রোডের পাশে অন্ধকারে একটা স্টেশন-ওয়াগন পার্ক করা আছে। নীল রঙ, প্যান অ্যামের গাড়ি। ওখানে ঠিক আশি মিনিট পর উপস্থিত থাকবে আর হ্যাঁ, সঙ্গে কিছু বিয়ারের বোতল নিয়ে আসবে—খালি বোতল।'

'বিয়ারের বোতল—খালি! ঠিক আছে।' মাথা ঝাঁকালো মাসিয়া, 'তোমরা দুজনই পাগল হয়েছো।'

'আমি যে পাগল হয়েছি তা হলপ করে বলতে পারি।' আতাসী মাসিয়ার সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে বললো। হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে বললো, 'আমাদের জন্যে মোনাজাত করো, মাসিয়া। যদি তুমি প্রার্থনা করতে ভুলে গিয়ে থাকো তবে মনে মনে আবৃত্তি করো—যে আমি আমার নয়, যারে তুমি নিয়ে গেলে তোমার বিদায়ক্ষণে ডেকে...'

'না, তোমরা দু'জনই ফিরে আসবে,' বললো মাসিয়া। হঠাৎ মাথা নিচু করলো। আবার মাথা তুলে কিছু বলতে চাইলো। কিন্তু পারলো না। কোনো কথা না বলে ঘুরে দ্রুত চলে গেলো। ওরা চেয়ে থাকলো ওর গমন পথে।

'ভবিষ্যতের মিসেস আতাসী চলে যাচ্ছে,' আতাসী হঠাৎ ঘোষণা করলো সেদিকে তাকিয়ে থেকেই। 'একটু অনুভূতি-প্রবণ, ছিঁচ কাঁদুনে স্বভাবের...।' রানার দিকে চাইলো, 'একেবারে কেঁদেই

ফেললো, বস্ ?'

'তুমিও অনুভূতি-প্রবণ, ছিঁচ-কাঁদুনে এবং কেঁদেই ফেলতে—যদি তোমাকে ওর মতো সাড়ে তিন বছর ও যেভাবে কাটাচ্ছে কাটাতে হতো,' রানা হাঁটতে হাঁটতে বললো। কণ্ঠে ওর একটা জ্বালা ফুটে উঠলো।

নীরবতা।

'বস, আমরা যখন ফিরে যাবো। মানে, যদি ফিরে যেতে পারি,' আতাসী বললো সত্যিকার আগ্রহে, 'ও আমাদের সঙ্গে যাবে ?'

'কে ?'

'মার্সিয়া ?'

হাসলো রানা, 'নিশ্চয়ই। ওরা তখন ওর পরিচয় জেনে যাবে। মার্সিয়াকে তখন ওদের হাতে...'

'আর বলতে হবে না, বস্।' আতাসীর বুক থেকে যেন বিরাট বোঝা নেমে গেলো। বললো, 'নাইল হিলটনের ব্যাংকোয়েট রুমের সবাই আমার পাশে ওকে স্তব্ধ হয়ে দেখছে, আমি দেখতে পাচ্ছি, বস্।' বেদুইনের কণ্ঠে স্বপ্নের ঘোর।

ছয়

সশব্দে দু'টো জীপ ব্রেক কষে দাঁড়ালো কেবল-স্টেশনের সামনে। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামলো ছয়জন মেশিন-কারবাইনধারী গার্ড, একজন অফিসার। তারপর নামলো আব্বাস, ইয়াফেজ, সালাল। গার্ডের কারবাইন উদ্যত, ওদের দিকে না, চারদিকে ঘুরে ফিরছে ওদের চোখের সঙ্গে সঙ্গে। ওদের ভয়, রানা এবং আতাসী বন্ধু উদ্ধারে আসবে।

কেবল-স্টেশনের ছাতে উপুড় হয়ে শুয়ে রানা আর আতাসী, হাতে ধরা কারবাইন।

আকাশে মেঘ জমাট বেঁধে আসছে। কিন্তু দাঁড়াতে পারছে না। প্রচণ্ড বাতাস। চারদিক অন্ধকার করে দিয়েছে মেঘ চাঁদের মুখ ঢেকে। কংক্রিটের চালের দিকে নেমে গেলো ওরা কারবাইন পিঠে ফেলে। রাস্তা থেকে কেউ তাকালে ওদের দেখতে পাবে। কিন্তু পুরো শহর ব্যস্ত এখন স্টেশনের আগুন দেখতে।

চালের প্রান্ত দিয়ে ভিতরে চলে গেছে দুই সারি কেবল-লাইন। কেবল-লাইন সচল হলো। কেবল-কার চলছে। ওরা দু'জন ওত পেতে রইলো পা ঝুলিয়ে দিয়ে।

ধরে বসলো ঝুলন্ত কারের উপরের কেবল-লাইনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া ব্র্যাকেট। হাল্কা পায়ে নামলো কারের ছাতে। আঁকড়ে ধরলো দু'জন দু'পাশের দুই ব্র্যাকেট। প্রায় ত্রিকোণ ছাত। আঁকড়ে ধরে রইলো।

বাতাসে দুলছে কেবল-কার। শোঁ শোঁ বাতাস আর বালি।

আবছা আলোকিত করিডোর দিয়ে এক-পা এক-পা করে এগুলো ফায়জা নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে। দরজা গুণে চললো। পঞ্চম দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো। চোখ চারদিকে ঘুরিয়ে কান রাখলো দরজায়। নিচু হয়ে কী-হোলে চোখ রাখলো। হাতের ব্যাগ থেকে বের হলো একটা চাবির গোছা। কতকগুলো বিদঘুটে চাবি। একটা কী-হোলে ঢুকলো। মোচড় দিতেই মৃদু শব্দে খুলে গেলো দরজা। ঢুকে পড়লো ভিতরে। দরজা বন্ধ করে আলো জ্বাললো ফায়জা।

তার ঘরের মতোই একটা ঘর। লোহার পালং। কিন্তু এটার মেঝেতে কার্পেট বিছানো। চেয়ারও আছে কয়েকটা। একটা চেয়ারের হাতলে রাখা লেফটেন্যান্টের ইউনিফর্ম। ফায়জার চোখ আর কিছু দেখলো না। কাচ-ঢাকা টেবিলের ওপর রাখা একটা বায়নোকুলার।

ফায়জা এবার ভিতর থেকে দরজায় তালা দিয়ে দিলো। জানালা খুলে ফেললো। দেখলো জানালাটা কেবল-স্টেশনের ঠিক মাথার উপর। বুক কেঁপে গেলো ওর। ছাতটার এক দিক দুর্গের সঙ্গে লাগানো। অন্য প্রান্ত বেশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে। কংক্রিটের ছাত। ফায়জা ব্যাগ থেকে বের করলো সুতোর গুটিটা। সীসার ওলন আগেই এক প্রান্তে বেঁধে নিয়েছে। ওলন নামিয়ে দিয়ে অন্য প্রান্ত পালঙের সঙ্গে বাঁধলো। হাত কাঁপছে। এবার তুলে নিলো বায়নোকুলার। ফোকাস এডজাস্ট করলো দূরের নিচু ভূমির উপর দিয়ে বাতাসে দুলতে দুলতে আসা

কেবল-কারে। ভীষণ ভাবে দুলছে কেবল-কার। বায়নোকুলারের ফ্রেমে ধরে রাখা যাচ্ছে না।

রানা ও আতাসী ব্র্যাকেট আঁকড়ে ধরে শুয়ে আছে কারের ছাতে। বালিতে গিজগিজ করছে শরীর। বাতাস আরও বালি উড়িয়ে আনছে।

রানা দেখছিলো নিচের শহর। স্টেশনের আগুন এখনো জ্বলছে। নীল পানির হ্রদ। পাইন আর অলিভের জঙ্গল। হাত ভেঙে আসতে চাইছে। রানা ভাবলো, আর কতটা বাকি এখনো। হাত ভাঙলে চলবে না। আতাসী দাঁতে দাঁত চেপে রয়েছে।

রানা বললো, 'উটের চেয়েও জঘন্য জিনিস পৃথিবীতে আছে, কি বল?'

আতাসী বললো, 'আমি বেদুইন। প্রতিজ্ঞা করছি, এখান থেকে ফিরে সোজা মায়ের ছেলে মায়ের কাছে ফিরে যাবো। আর ভয় পাবো না উটকে।'

'যদি বেঁচে থাকি, কথাটা বলতে ভুলে গেলে আতাসী?'

হঠাৎ মেঘ সরে গেলো। দশমীর চাঁদ চারিটা দিক যেন আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিলো। দু'জন মাথা ছাতের সঙ্গে লাগিয়ে মৃতের মতো অনড় পড়ে রইলো।

ফায়জা বায়নোকুলারে দেখতে পেলো, কেবল-কারের ওপর দু'টি মানুষের আকৃতি। আধ মিনিট অনুসরণ করলো ওদের। নড়ছে না। ...হঠাৎ দৃষ্টি উঠে গেলো ডান দিকে, উপরে। একজন সেন্ট্রি কার-বাইন সোজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে টাগার্ট দুর্গের ছাতে। তার মুখটা কেবল-কারের দিকে ফেরানো। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো ফায়জার।

না, বেশিক্ষণ দাঁড়ালো না সেন্ট্রি। আবার হাঁটছে ধীর পদক্ষেপে।

কেবল-কার শেষ স্তম্ভ পার হলো। এবার প্রায় খাড়া উপরের দিকে উঠছে ত্রিশ ডিগ্রী অ্যাঙ্গেলে। স্টেশনের দিকে তাকালো রানা। যে-কোনো মুহূর্তে ওরা ছিটকে পড়তে পারে কয়েকশো ফুট নিচে। উপরে তাকালো। আরও এক ঝাঁক মেঘ চাঁদের কাছ ঘেঁষে আসছে। দুর্গের মাথায় সেন্ট্রি পায়চারি করছে। ছুটে বেড়াচ্ছে ডোবারম্যান পিনশার।

'মানায় ওকে, তাই না?' আতাসী জিজ্ঞেস করলো। রানা চাই-তেই বললো, 'সুন্দর নামটা।'

'কিসের নাম?' রানা বললো, 'ডোবারম্যান পিন'

'না!' প্রতিবাদ আতাসীর কণ্ঠে, 'মার্সিয়ার।'

'কিন্তু, বেদুইন,' রানা তাকালো স্টেশনের ছাতের দিকে। বললো, 'ওর আসল নাম লায়লা।'

'লায়লা আতাসীও সুন্দর নাম।' বলেই থমকে গেলো আতাসী। আর্তনাদ করে উঠলো, 'আল্লাহ! ছাতের স্লোপটা আগে দেখেছিলেন, বস্!'

'দেখিনি। মার্সিয়ার দেয়া বর্ণনা আর ব্লু প্রিন্ট দেখে পরিকল্পনা করেছিলাম,' রানা বললো, 'গেট রেডি।'

মেঘে ঢেকে গিয়েছে চাঁদ।

'মার্সিয়া, তোমার মনে এতও ছিল।' উঠে দাঁড়ালো আতাসী। গাড়ি স্টেশনে ঢুকে পড়েছে।

কেবল-লাইন ধরে কিছুটা উঁচু হয়ে বসলো দু'জন, এবং এক সঙ্গে লাফ দিলো। পড়লো ছাতের কিনারায়। হাত, পা এবং সর্বাঙ্গ দিয়ে

খামচে ধরতে চাইলো ছাতটা। ধরার কিছু নেই। বুক চেপে রাখলো ছাতে। কিন্তু পিছলে নেমে যেতে চাইছে শরীর। রানা একটু সরে এসে ধরলো ছাতের ধার। তাকালো আতাসীর দিকে। প্রাণপণে বুক চেপে রেখেছে আতাসী ছাতের সঙ্গে। কিন্তু ওর চোখে মুখে ভয়। নেমে যাচ্ছে আতাসী, পড়ে যাচ্ছে ছাত থেকে। রানা শক্ত করে আঁকড়ে ধরলো ছাতের ধার। পা এগিয়ে দিলো আতাসীর দিকে। ডান হাতে পা'টা ধরে ফেললো আতাসী। কিছুক্ষণের জন্যে বাঁচা গেলো কিন্তু কারও নড়াচড়ার উপায় নেই। নড়লেই হাত ফসকে যাবে। দু'জন গিয়ে পড়বে কয়েকশো ফুট নিচে।

ত্রিশ সেকেণ্ড ভাবনাশূন্য, মৃত্যু-আতঙ্কে স্থির, শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় কাটার পর রানা চোখ মেললো একটা শব্দে। সুতোয় বাঁধা ওলন নড়ছে। মাথা ছাতের সঙ্গে লাগিয়ে রেখেই উপরে তাকালো। জানালা অন্ধকার। সুতো-বাঁধা ওলনটা অনেকখানি নেমে এসেছে ঢাল বেয়ে, তবু নাগালের বাইরে। এবং রানার একটুও নড়ার শক্তি নেই।

একটা ফাটল!

রানা মাথা তুললো। বাঁ দিক থেকে একটা ফাটল নেমে এসে মাথার কাছ দিয়ে চলে গেছে। মাথা তুলে দেখলো। তারপর আতাসীকে সাবধান হবার ইঙ্গিত করে বাঁ হাতে পকেট থেকে আস্তে আস্তে বের করে আনলো ছুরি। দাঁতে কামড়ে খুললো। বাঁ হাত বাড়িয়ে দিলো যদ্দুর যায়। ফাটলটা পেলো। ঢুকিয়ে দিলো ছুরির মাথা। ডানবাঁ করে চাপ দিতে লাগলো। বেশ কিছুটা গেঁথে গেলো ছুরি, তারপর গোড়া ধরে টানলো। চলবে। ধরে ফেললো ছুরি। ইশারা করলো আতাসীকে। আতাসী ওর গা ধরে ধরে অতি সাবধানে বুকে

হেঁটে উঠে এলো। আতাসী নিজের ছুরিটাও গাঁথলো ফাটলের আরেক জায়গায়।

ছুরি ধরে পড়ে রইলো আতাসী। রানা উঠে গেলো উপরে, আতাসীর কাঁধে পায়ের চাপ রেখে। আধশোয়া হয়ে আলগা করলো কোমরের দড়ি। ওলনটা কাছে আনতে হবে। আবার চাঁদের আলো আসার আগেই সরে যেতে হবে কেবল-স্টেশনের ছাত থেকে। প্রহরীর চোখে পড়লে নিশ্চিত মৃত্যু।

পায়ের চাপ আলগা হতেই আরও খানিকটা উঠে এলো আতাসী। রানা এবার ওর মাথায় পা দিয়ে সামনে এগিয়ে গেলো আরও কিছুটা। দড়িটা ঘুরিয়ে ফেললো ছাতের মাঝে। আস্তে আস্তে টেনে আনলো কাছে ওপর থেকে নেমে আসা ওলনটা। ওলনের সঙ্গে বেঁধে ফেললো নাইলন কর্ড। দুবার টান দিলো সুতোটায়।

চাঁদের মুখ থেকে সরে গেলো মেঘের পর্দা। নাইলন কর্ডটাকে নিয়ে উঠে যাচ্ছে ওলন অন্ধকার জানালায়। ছাতের সেন্ট্রিটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। দেখছে জ্বলন্ত রেল স্টেশন। কর্ডের মাধ্যমে ইশারা পেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছে রানা ছাতের সমান্তরাল জায়গায়। কারবাইনটা পিঠ থেকে খসিয়ে নিলো আতাসী, চোখ দুর্গের ছাতে। সরে গেলো প্রহরী। দেখতে পায়নি। হাঁপ ছাড়লো আতাসী। দড়ি বেয়ে উঠে গেলো রানা জানালার চৌকাঠে, ইশারা করলো আতাসীকে উঠে আসবার জন্যে।

ঘরের ভিতরটা ঘুটঘুটে ভৌতিক অন্ধকার।

চাঁদের মুখ আবার মেঘে ঢেকে গেলো।

রানার কণ্ঠ জড়িয়ে ধরলো একজোড়া বাহু। নিজেকে সামলে ঘরের ভেতর চলে এলো রানা।

'রানা, রানা…' আর কিছু বলতে পারলো না ফায়জা। রানা হাঁপালো, শ্বাস নিলো। তার মধ্যেই হাসলো। অনুভব করলো ভেজা মুখ, ভেজা চুম্বন।

'কাজ ফাঁকি দিয়ে কাঁদা হয়েছে,' ফায়জার মুখটা দু'হাতে ধরে বললো, 'ঠিক আছে, এবার তোমাকে মাফ করে দেবো।' নিচু হয়ে গভীর ভাবে ঠোঁটে চুমু খেলো। ফায়জা আরও গভীর ভাবে কণ্ঠ বেষ্টন করলো, যেন রানাকে সে আর হাত ছাড়া হতে দেবে না। কিছু বলতে পারছে না, শুধু নাম ধরে ডাকা ছাড়া। রানা ওকে নিয়েই বিছানায় বসে পড়লো। তারপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। ফায়জা তবু তাকে ছাড়লো না।

জানালায় দেখা গেলো আতাসীকে।

ওদের দেখতে না পেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকলো আতাসী, 'বস্!'

রানা বললো, 'দড়ি তুলে জানালা বন্ধ করো।'

'রোমান সিজার যুদ্ধ-জাহাজের ক্রীতদাসদের সঙ্গে এরকম ব্যবহারই করতো,' দ্রুত দড়ি তুলে জানালা বন্ধ করতে করতে গজ গজ করলো আতাসী।

রানা হেসে উঠে আলো জ্বেলে দিলো।

পিঠের ব্যাগের মধ্যে দড়ি গুটিয়ে রাখলো। সব গুছিয়ে প্রস্তুত হবার আগেই বাইরে শোনা গেলো পায়ের শব্দ। আলো নিভাতে গিয়ে থেমে গেলো রানা। পায়ের শব্দও থেমে গেছে ঘরের সামনে। রানা দরজার পাশে দাঁড়ালো। ফায়জাকে বিছানায় বসে থাকতে ইশারা করলো। আতাসী আগেই চলে গেছে বিছানার নিচে। কথা হচ্ছে দরজার বাইরে। একজন চলে যাচ্ছে। দরজার তালায় চাবি

ঘুরালো কেউ। আস্তে খুলে গেলো দরজা। ফায়জা প্রথম চমকে গিয়েও নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। মোহিনী হাসি ফুটে উঠলো মুখে। বললো, 'আমি আমি, মার্সিয়ার বোন, আজ থেকেই এখানে এসেছি।'

ভিতরে এলো লেফটেন্যান্ট। পিস্তল পকেটে রাখলো। মুখে বিস্ময় মুছে হাসি ফুটে ওঠার আগেই রানার কারবাইনের বাঁট এসে পড়লো ওর কানের পাশে। ঝট্ করে দরজা বন্ধ করে পড়ন্ত দেহটা ধরে ফেললো রানা। আস্তে শুইয়ে দিলো মেঝেতে।

দুর্গের প্ল্যানটা খুলে বসলো রানা। আতাসী লেফটেন্যান্টকে নাই-লন কর্ড দিয়ে বেঁধে মুখে টেপ লাগিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলো। তার-পর ম্যাপের উপর ঝুঁকে পড়লো। তিনটে জায়গা আঙুল দিয়ে চিহ্নিত করলো রানা আপন মনে। তারপর বললো, 'এটা হচ্ছে প্রোগ্রামরুম। প্রথম বাঁয়ে গিয়ে সিঁড়ি, নিচে নেমে তিনবার বাঁ দিকে গিয়ে এখানে পৌঁছোতে হবে। ওখান থেকে ডান দিকে গেলে আমরা সোজা পুব পাশে গিয়ে পৌঁছবো। ওখানে সিঁড়ি আছে। নিচে নেমে প্রথম করিডোর ছেড়ে দ্বিতীয় করিডোর ধরে বাঁয়ে গেলে টেলি-ফোন-রুম।'

'আমরা তো তার কেটেই দিয়েছি,' বললো আতাসী।

'কেটেছি ব্যারাকের, এখানকার না।' রানা ম্যাপ গুটিয়ে ফায়জার হাতে দিয়ে বললো, 'আগে হেলিকপ্টারটার ব্যবস্থা করতে হবে,' আতাসীর দিকে চাইলো। 'তোমার রিপোর্টে ছিলো তুমি স্যাবটাজে ওস্তাদ লোক, সত্যি?'

'সৌখিন।'

ফায়জার কনুই ধরে রানা বললো, 'চলো বেরিয়ে পড়ি।' পকেট

থেকে কর্নেল ফ্রেমন্টের পকেট থেকে নেয়া ল্যুগারটা ফায়জার হাতে দিলো। 'এটা তোমার ব্যাগে রাখো। লিলিপুট রাখো তোমার··· কোথায় তুমিই ভালো বোঝ। হ্যাঁ, সহজে হাতছাড়া না হয়, সে-ভাবেই রাখবে।'

'ঘরে গিয়ে রাখবো,' ফায়জা বললো। 'কোথায় যাবে প্রথম?'

'হেলিকপ্টার আমাদের প্রথম লক্ষ্য।'

'দুর্গের সব ঘরের জানালা ওদিকে।'

রানা ওর পিঠে হাত রেখে থামিয়ে দিয়ে দরজা খুলে ফেললো। কেউ নেই।

বেরিয়ে পড়লো।

মেশিন-কারবাইনটা ব্যাগে ভরেছে রানা। ব্যাগটা হাতে নিয়ে দোলাতে দোলাতে এগিয়ে গেলো। করিডোরে মোড় নিতেই দেখলো দু'জন সোলজার কাগজের বাণ্ডিল নিয়ে কোথাও যাচ্ছে। একটি মেয়ে ট্রে নিয়ে তাদের দিকে না চেয়েই চলে গেলো।

দু'মিনিট পর রানাকে দেখা গেলো হেলিকপ্টারের নিচে। উপরে কাজ করছে একজন অল্প-বয়সী আমেরিকান পাইলট। রানা জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি পাইলট?'

'কেন, মনে হয় না বুঝি?' রেগে-মেগে উত্তর দিলো পাইলট, 'হাইফাতে আমাকে দু'জন মেকানিক দেয়া হয়েছিল। একজন রোজপিনার খামারে কাজ করতো, অন্যজন কামারের অ্যাসিস্টেন্ট। অতএব এতোদুর এসে নিজের প্রাণের তাগিদেই মেরামতগুলো নিজেকেই করতে হয়···কিন্তু আপনার কি দরকার?'

'আমার না, জেনারেল প্রেমিঙ্গার ফোনে ডাকছেন।'

'জেনারেলের সঙ্গে পনেরো মিনিট আগেই কথা বলেছি।'

'আমি জানি না,' বললো রানা। 'জেনারেল বোধহয়, হাইফা থেকে কোনো বিশেষ কল পেয়েছেন।'

পাইলট নেমে আসতেই রানা বললো, 'মেইন গেট দিয়ে ঢুকে ডান দিকে যাবেন।'

একজন গার্ড বিশ হাত দূরে ডোবারম্যান পিনশারের শিকল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এদিকে নজর নেই। রানা পাইলটের পিছন পিছন এগিয়ে গেলো। হাত পকেটে। ওয়ালথারের ব্যারেল চেপে ধরলো মুঠিতে।

পাইলট ডান দিকের ঘরে মোড় নিয়েই থমকে গেলো। ওখানে একটা ঘরের দরজায় যমদূতের মতো পিস্তল হাতে দাঁড়ানো আতাসী। রানার পিস্তলের বাঁট লাগলো পাইলটের মাথায়। পাইলট পড়ে যাবার আগেই ধরে ফেললো আতাসী। টেনে ঘরের মধ্যে শুইয়ে দিয়ে দশ সেকেণ্ডে বাঁধা হলো পাইলটকে। খুলে ফেলা হলো ওর গায়ের কালি তেল মাখা ওভার-অল। আতাসী দ্রুত ওটার মধ্যে ঢুকে পড়লো। পাইলটের হ্যাটও মাথায় দিলো। এবং বের হয়ে গেলো ঘর থেকে।

ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে বাইরের জানালাটা খুলে ফেললো রানা। পিস্তল উঁচু করে ধরলো জানালা দিয়ে। আতাসী চত্বরে বেরিয়ে এলো দুর্গ থেকে। গম্ভীর ভাবে গিয়ে ল্যাডার বেয়ে উঠে গেলো হেলিকপ্টারের ভিতর।

গার্ডটা এখন হেলিকপ্টারের নিচে এসে পড়েছে। ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই আতাসী বের হয়ে এলো হেলিকপ্টার থেকে। হাতে একটা যন্ত্রের মতো কিছু। নেমে বিড়বিড় করছে আতাসী। পাকা জহুরীর মতো যন্ত্রটা নিরীক্ষণ করতে করতে একবার উড়ো দৃষ্টিতে

তাকালো গার্ডের দিকে। তারপর এগিয়ে এলো ফোর্টে। রানা জানালা বন্ধ করে আবার আলো জ্বাললো।

আগেকার গোলাঘর। এখান থেকে গুলি বর্ষণ করা হতো শত্রুর উপর।

আতাসী ঘরে ঢুকতেই রানা বললো, 'খুব বেশি তাড়াতাড়ি হয়ে গেলো।'

'কি করবো,' আতাসী অপরাধীর কণ্ঠে বললো। 'আমি নার্ভাস হয়ে পড়লে একটু তাড়াতাড়িই সব করে ফেলি। কুত্তাটাকে দেখে-ছিলেন?'—আতাসী একটু ভয়ের ভাব করেই হেলিকপ্টারের পার্টসটা মাটিতে ফেলে দিয়ে বললো, 'ডিস্ট্রিবিউটর ক্যাপ। ও হেলিকপ্টার চালাতে হলে আমেরিকায় পাঠাতে হবে সারাতে। বস্, এবার টেলিফোন-রুম?' ওভার-অল খুলে জ্ঞানহীন পাইলটের দিকে ছুঁড়ে দিলো।

রানা বললো, 'আগে দেখতে হবে, আমাদের মেজর জেনারেল রাহাত খান আদৌ বেঁচে আছেন কিনা।'

করিডোর থেকে কয়েকটা সিঁড়ি উঠে গেছে। সিঁড়ির মাথায় একটা দরজা। ওপাশের করিডোর থেকেও এমনি ভাবে সিঁড়িটা উঠে দরজার কাছে মিশেছে। উঁচু প্যাসেজটা আলোকিত। রানা দেয়াল ঘেঁষে উঠে গেলো। একটা দরজার সঙ্গে দাঁড়িয়ে অন্য করিডোরটা দেখলো। ওপাশে লোক চলাচল করছে। মাথার উপর জ্বলছে উজ্জ্বল আলো। রানা আতাসীকে ইঙ্গিত করলো লাইটটা নিভিয়ে দিতে লাইটটার সুইচ খুঁজে বের করলো আতাসী। নিভে গেলো আলো। অন্ধকারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সিঁড়ি বেয়ে দরজায় পৌঁছালো। দরজার তালাটা জং ধরা। কেউ এদিক দিয়ে ঢোকে না। চাবি বের

করে কয়েকবার চেষ্টা করতেই খুলে গেলো। আতাসী উঠে এলো। সামান্য ফাঁক করে দু'জন ভিতরে প্রবেশ করলো এবং ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে দাঁড়ালো।

ঘর না বলে হল বলাই ভালো। সত্তর ফুট লম্বা ত্রিশ ফুট পাশে। ঘরের মাঝে চারটে গোল ডরিক কলাম ছাত ঠেকিয়ে রেখেছে। রানা ও আতাসী দাঁড়িয়েছে ব্যালকনিতে। অন্ধকার। হলটা আলোকিত, তার আলোই এখানে পড়েছে। নাচ-ঘর ছিলো হয়তো। ব্যাল-কনিতে মেয়েরা এসে বসতো। অন্দরমহল থেকে। এখন কয়েকটা ভাঙা চেয়ার ছাড়া কিছু নেই। ওরা নিচু হয়ে ওক কাঠের নক্সা করা রেলিঙের কাছে এগিয়ে গেলো।

পুরো ঘরটা সোনালী রঙ করা। কলাম চারটিও সোনালী রঙের। নিচে উঁকি দিলো।

বার ফুট নিচের পুরো দৃশ্য ওদের চোখের সামনে। একটা টেবিলে তিনজন পুরুষ বসেছে। তাদের সামনে পান-পাত্র। চিপ্‌স। সোনালী পোশাক পরা এক স্বর্ণকেশিনী কাকে যেন হুইস্কির বোতল থেকে মদ ঢেলে দিচ্ছে। লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু গলা শোনা যাচ্ছে। লোকটি স্বর্ণকেশিনীর রূপের প্রশংসা করছে। বলছে, 'তুমি সিনে-মায় নামো না কেন, কারিন?'

'রাহাত খান?' আতাসী জিজ্ঞেস করলো।

মাথা ঝাঁকালো রানা। ওর চোখ অন্য দু'জনকে দেখেছে।

জেনারেল প্রেমিঙ্গারের কাঁধের স্টার দেখে চিনলো রানা। অন্য-জনের পরনে সাদা স্যুট। মাথার মাঝখানে গোলাকার টাক। এর ছবি রানা দেখেছে। ভুল নেই, এ হচ্ছে কর্নেল ইউরিস, অ্যারি ইউ-রিস। ডিপুটি চীফ জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইন্টারন্যাশনাল। ফোর্ট

টাগার্টের প্রধান।

জেনারেল প্রেমিঙ্গারের মুখে চিন্তা এবং অসন্তোষ। দেখছে মেজর জেনারেল রাহাত খানকে। রাহাত খানের চোখ স্বর্ণকেশিনীকে অনুসরণ করছে। হাতে গ্লাস। মুখে ভাবনার লেশ নেই।

জেনারেল প্রেমিঙ্গার তাকালো অসহায় দৃষ্টিতে কর্নেলের দিকে। কর্নেল তার হাতের ব্র্যাণ্ডিতে শেষ চুমুক দিয়ে বললো, 'জেনারেল খান, আপনি পুরো ব্যাপারটা বেশি ঘোলাটে করে ফেলেছেন।'

'ঘোলা পানিতে মৎস শিকার ভালো হয়, কর্নেল ইউরিস,' মেজর জেনারেল বললেন, 'আপনি ভাগ্যবান লোক,' হাসলেন বৃদ্ধ। চোখ তাঁর কারিনের সাপের খোলসের মতো সেঁটে থাকা সোনালী পোশাকে ঢাকা শরীরের প্রতিটি বক্রতায় ঘুরে ফিরছে, 'স্বর্ণকেশিনী, যদি আমাকে আরও একটু হুইস্কি দেয়, কথা আপনা থেকেই বের হয়ে আসবে।'

কারিন আবার ভরে দিলো পাত্র। মেজর জেনারেল কারিনকে আবার বললেন, 'তোমাকে আমি সিনেমার নায়িকা বানাবোই।' হাত ধরে বসিয়ে দিলেন চেয়ারের হাতলে। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট এবং লাইটার বের করে কারিনের হাতে দিলেন। বললেন, 'সুন্দরী, সিগারেট ধরিয়ে দাও।'

কারিন ঠোঁটে সিগারেট লাগিয়ে লাইটারে একটা সিগারেট ধরিয়ে মেজর জেনারেলের ঠোঁটে দিলো।

আতাসী বললো, 'মেজর জেনারেল ঘুঘু লোক দেখছি। বুড়ো মানুষের চোখ তো, ফাঁকি নেই, খাসা জিনিস বাগিয়েছে। বস, ইয়োর বস্ ইজ এ রিয়েল বস্।

'মেজর জেনারেল মদ স্পর্শ করেন না,' রানা আপন মনে বললো। 'এবং চিরকুমার।' হাসবে, না লজ্জা পাবে, বুঝে উঠতে পারছে না সে।

'কিন্তু ওরা এখানে মাতাল করে দিয়েছে ?'

'হয়তো, অথবা অভিনয়।'

মেজর জেনারেল বাঁ হাতটা তুলে কারিনের কোমড় জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমার নাম রাহাত খান, মেজর জেনারেল রাহাত খান'

'কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ। এবং আরবদের পঞ্চমুখি আক্রমণ পরিকল্পনাকারী। এবং এই পরিকল্পনার চীফ কো-অর্ডিনেটর,' বললো কর্নেল ইউরিস।

'পঞ্চমুখি আক্রমণ পরিকল্পনা ?' মেজর জেনারেল রাহাত খান বললেন, 'জিনিসটা কি ?'

সোজা হয়ে বসলো জেনারেল প্রেমিঙ্গার। বললো, 'জেনারেল, আমি আমার যা করার করেছি। জেনারেল দায়ানকে বুঝিয়েছিলাম, আপনার কাছ থেকে কথা বের করতে খুব অসুবিধা হবে না, কেননা আপনিও জানেন কথা বলতে আপনি বাধ্য হবেন! একটু থামলো জেনারেল প্রেমিঙ্গার, 'জেনারেলকে সম্মান দেবার জন্যেই আমি এসেছিলাম। এবার আপনাকে কর্নেল ইউরিসের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবো।'

মেজর জেনারেল গ্লাসে চুমুক দিলেন, 'কর্নেলও কি খুব সুবিধা করতে পারবে ?'

'আমি চেষ্টা করবো,' সবিনয়ে বললো কর্নেল। 'না হলে আপনাকে কারিনের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবো।'

কারিনের মুখ ঢাকা। মেজর জেনারেলের কাঁধে হাত রেখে তাঁকে দেখছে। মেজর জেনারেল হাত তুলে মেয়েটির থুতনি নেড়ে দিলেন, বললেন, 'এই রূপসীর হাতে ?' হাত ধরলেন রূপসীর, 'আহ্ কি নরম হাত!'

'ঐ হাতই নিখুঁত ভাবে ইনজেক্ট করবে মেসকালিন আর স্কোপোলামিন মিক্স করে,' বললো কর্নেল। 'কারিন ট্রেইনড নার্স।'

ফোন বেজে উঠলো। কর্নেল রিসিভার তুলে নিলো, 'হ্যাঁ, আচ্ছা, সার্চ করা হয়েছে? চমৎকার এখনই। রিসিভার নামিয়ে রেখে কর্নেল হাসলো। বললো, 'আপনার আরও তিনজন বন্ধু এখুনি এসে পড়বে আপনার সাক্ষাৎ লাভের জন্যে। প্যারাট্রুপার। আপনাকে উদ্ধার করতে এসে...'

রানা কনুই দিয়ে আতাসীকে ঠেলা দিয়ে বললো, 'কেটে পড়ি, প্যারাট্রুপার আমরা আগেও দেখেছি।'

দরজার দিকে সরে এসে আতাসী বললো, 'এখন মেজর জেনারেলের শরীরে সিরিঞ্জ দেবে?'

'না,' রানা বললো। 'ড্রিঙ্ক শেষ না করে এখন এরা অন্য কাজ করবে না।'

সাবধানে ব্যালকনি থেকে বের হয়ে ওরা হেঁটে চললো করিডোর দিয়ে স্বাভাবিক ভাবে। পুব দিকের একটা অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমেই ডান দিকে ফিরলো। সামনের দরজায় হিব্রুতে লেখা, 'টেলিফোন এক্সচেঞ্জ।'

রানা দরজায় কান লাগিয়ে বসে পড়লো হাঁটুতে ভর দিয়ে। কী-হোলে চোখ রাখলো। হাতলে চাপ দিলো। তালা মারা। আস্তে হাতল ছেড়ে দিলো। মাথা নাড়লো নৈরাশ্যের সঙ্গে।

আতাসী ঝুঁকে বললো, 'নকল চাবি?'

'অপারেটর শুনতে পাবে।' পাশের দরজায় গিয়ে হাতলে চাপ দিয়ে দেখলো রানা: তালা নেই। এবং ভেতরটা খালি, অন্ধকার।

'কি হচ্ছে?' পিছন থেকে একটা শীতল কণ্ঠ বেজে উঠলো।

রানা ফিরে দাঁড়ালো। দেখলো সামনে দাঁড়িয়ে একজন সেন্ট্রি। হাতে কারবাইন। তার চোখ রানার ব্যাগ এবং ব্যাজের উপর দু'বার ঘুরে চোখে স্থির হলো। ঠোঁটে আঙুল রাখলো রানা। ভয়ার্ত কণ্ঠে ফিসফিস করে বললো, 'চুপ। কোনো কথা বলো না, গেরিলা ঢুকেছে।' ইঙ্গিতে ঘরটা দেখালো। আতাসী উঁকি দিলো ভিতরে। ফিসফিস করে বললো, 'মেজর, এখন কি করি?'

'বুঝতে পারছি না,' রানা নৈরাশ্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়লো। 'কর্নেল ইউরিস গুলি করতে বারণ করেছে...'

ইউরিস নামটা কানে গেছে সেন্ট্রির। ও গলা নামিয়ে বললো, 'আরব গেরিলা? ফেদাইন?'

'আহ্,' রানা বিরক্তি প্রকাশ করলো, 'এখনো এখানে কেন দাঁড়িয়ে? ঠিক আছে, গেরিলা দেখার ইচ্ছে তো দেখো সাবধানে।'

সেন্ট্রি সাবধানে কৌতূহলের সঙ্গে মাথাটা এগিয়ে দিলো অন্ধকার দরজার মুখে। আতাসী সরে জায়গা দিলো ওকে। আরও একটু এগিয়ে গেলো সেন্ট্রি এবং হঠাৎ মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। রানা দরজা বন্ধ করে আলো জ্বেলে দিলো। আতাসীর পিস্তল ধরা সেন্ট্রির কানে, বললো, 'পিস্তলে সাইলেন্সার লাগানো। কোনো বাহাদুরি দেখাবে না। প্রমিজড ল্যাণ্ডের জন্যে প্রাণ-পাতের তবু মানে আছে, কিন্তু অকারণে মরে যাওয়াটা একান্ত বোকামি, কি বলো?' আতাসী পিস্তলের মাথা দিয়ে গুঁতো বসিয়ে বললো, 'শুয়ে পড়ো দেখি।'

ওকে বেঁধে, মুখে টেপ লাগিয়ে দিলো আতাসী। রানা এই ফাঁকে ঘরটা দেখে নিলো। স্টোর-রুমের মতো। জানালা খুলে ফেললো। দেখলো দূরে শহরের মৃদু আলো। রেল স্টেশনে নেভা-নেভা আগুন, ধোঁয়া। ডাইনে তাকালো রানা। কয়েক ফুট দূরেই টেলিফোন

এক্সচেঞ্জের আলোকিত জানালা। জানালা থেকে সীসায় মোড়া কেবল দুর্গের সঙ্গে টান করে বাঁধা। জানালা দিয়ে একটা তার বেরিয়ে এসে জড়িয়ে গেছে কেবলের সঙ্গে। রানা বললো, 'দড়ি বের করো।'

দড়িতে একটা গেরো বানিয়ে তার ভিতর একটা পা রাখলো রানা। নিচে নেমে গেলো। অন্য মাথা টেনে ধরে আছে আতাসী—একটু একটু ঢিল দিচ্ছে। দশ ফিট নিচে নেমে রানা এক হাতে দড়ি ধরে দোল খেলো, পেণ্ডুলামের মতো। পঞ্চম দোলে বাঁ হাতে ধরে ফেললো কেবল এবং তার। আতাসী আরও একটু আলগা দিতেই রানা দু'হাতে কেবল ধরে উঠে পড়লো কার্নিশে দুর্গের গা ধরে। জানালার কাছে উঁকি দিলো। অপারেটরের পিঠ এদিকে। লাইনটা ঠিকমতো দেখে নিয়ে পকেট থেকে ছুরি বের করলো রানা। নিঃশব্দে কেটে দিলো তার।

ছুরিটা যথাস্থানে রেখে উঁকি দিলো জানালায়। দেখলো, অপারেটর উঠে দাঁড়িয়ে সামনে হ্যাণ্ডেলে টোকা দিচ্ছে। কাজ হয়ে গেছে। রানা দু'হাতে দড়ি ধরে পায়ের গেরো দেখে নিয়ে ঝুলে পড়লো আবার।

এখান থেকে পড়লে কয়েকশো ফুটের মধ্যে বাধা দেবার কিছু নেই।

ফায়জার হাতে ল্যুগারটা চকচক করছে। এক চোখ চুলে ঢেকে গেছে। অন্য চোখে আর ঠোঁটের কোণে ক্রূর হাসি। শরীরের ভর এক পায়ের উপর রাখা। সোয়েটার খুলে ফেলেছে। এখন গায়ে লো-ব্লাউজ, মিনি স্কার্ট।

সেফটি ক্যাচ নামিয়ে দিলো। বললো, 'হ্যাণ্ডস আপ—'

হাসলো ফায়জা আয়নায় নিজের ভয়াবহ মূর্তি দেখে। মনে মনে বললো, চলবে। ব্যাগে রাখলো পিস্তল। বের করলো লিপস্টিক। ঠোঁটটা গোলাপী করে তুললো আরও। চুলে ব্রাশ বুলিয়ে স্কার্টটা তুলে ফেললো। স্টকিং আটকানো রয়েছে কালো ইলাস্টিকে। গার্টার বেল্ট। গার্টার বেল্টে গোঁজা কালো ছোট লিলিপুট। ওটা উরুর ভিতরের দিকে টেনে দিয়ে স্কার্ট নামিয়ে বাইরের দরজা খুললো। খুলেই মনে পড়লো হাতের ব্যাগটা রয়ে গেছে। কিন্তু ওটা লুকিয়ে রাখার উপায় নেই। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লি।

'সিনোরিনা,' পুচ্চেল্লির ঠোঁটে হাসি, চোখ ব্যাগে বুলিয়ে নিয়ে বললো। 'কোথায় যাবে, তোমার সঙ্গী হবার সৌভাগ্য কি আমার হবে ?'

'ঘরে বসে খারাপ লাগছিল,' ফায়জা হাসলো। 'আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন ?'

'ঘরে আমারও মন টিকছিলো না,' পুচ্চেল্লি বললো। 'তুমি ইটা-লিয়ানদের ফ্যান।'

'কিন্তু…'ফায়জা বললো। 'আমার ডিউটি রয়েছে যে ? কর্নেলের সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

'ওই বাঘিনীর সঙ্গে ?' পুচ্চেল্লি চোখে ভয় ফুটিয়ে তুললো, 'কিন্তু তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে…'

'কি কথা ?'

'ইটালির গল্প।'

ফায়জা ইটালিয়ানের দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসলো। হাসতে হাসতে ভাবলো, বুকে এতো ভয়ের কম্পন নিয়ে কতক্ষণ মানুষ হাসতে পারে।

সাত

'বিশ্বাসঘাতক!'

নিচু হয়ে ব্যালকনির অন্য প্রান্তে গিয়ে শুনলো ওরা। আতাসী বললো, 'মেজর জেনারেল।'

সোনালী প্রোগ্রাম-রুমের ব্যালকনির ওকের নকসা করা রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে রানার চোখ প্রথম মেজর জেনারেলের উপর পড়লো না, পড়লো নবাগত তিনজনের উপর: আব্বাস, সালাল, ইয়াফেজ। ওরা একপাশের কোচে বসেছে। ঘরে কোনো মেশিনগানধারী সেন্ট্রি নেই।

ঘরের আগের অন্য চারজনের চোখও ওদের উপর। সবার হাতে পান-পাত্র, এমন কি কারিনের হাতেও। কর্নেল ইউরিস পাত্র উঁচু করে নবাগতের উদ্দেশ্যে বললো, 'তোমাদের স্বাস্থ্য পান করছি। এশিয়া ও আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ এজেন্টদের স্বাস্থ্য পান করছি, স্যার।' ঘুরে দাঁড়ালো জেনারেল প্রেমিঙ্গারের দিকে।

'হ্যাঁ, পান করছি আপনাদের দুঃসাহসকে সম্মান দেখিয়ে।' কথাটা তিনজনের উদ্দেশে বলে পাত্রে ঠোঁট ছোঁয়ালো জেনারেল প্রেমিঙ্গার।

'বিশ্বাসঘাতক কুকুরের স্বাস্থ্যপান আমি করি না।' গ্লাস ছুঁড়ে

ফেলে দিলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। ঝনঝন করে গ্লাস ভাঙলো।

সোনালী রুমের সবাই স্তব্ধ হয়ে গেলো। নীরবতা।

'বিশ্বাসঘাতক!' একটা হুঙ্কার। ভেঙে গেলো নীরবতা।

হাসলো কর্নেল মেজর জেনারেলের দিকে চেয়ে। গিয়ে বসলো আব্বাসের পাশে। বললো, 'তারপর, ফেরার ব্যবস্থা কিভাবে হয়েছিলো?'

'এক ছাকরা এটা বলেছিল আমাদের। একটা মসকুইটো বম্বার আসবে রস পিন্নার কাছে পরিত্যক্ত এরোড্রামে।'

'যেভাবে কথা আছে ঠিক সেই ভাবে তোমরা ফিরে যাবে, প্লেনে উঠবে,' কর্নেল বললো। 'আগামীকাল রুম নাম্বার সিক্সে গিয়ে রিপোর্ট করবে: তোমরা টাগার্টে পৌঁছানোর আগেই মেজর জেনারেলকে তেল-আবিব পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিলো।'

'আবার কায়রো ফিরে যাবো!' ইয়াফেজের কণ্ঠে আতঙ্ক। 'মেজর রানা যদি!'

'বেঁচে যায়, পালিয়ে যেতে পারে ইসরাইল থেকে?' কর্নেল হাসলো, 'না, তোমরা কায়রোতে অনায়াসে রিপোর্ট করতে পারো, মেজর রানা বলে কারও অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই।'

'মেজর রানা মারা গেছে?' সালালের কণ্ঠে সন্দেহ।

'না,' কর্নেল ইউরস হাতের ব্র্যাণ্ডি শেষ করলো। বললো, 'মারা গিয়েছিলো। কিন্তু আবার বেঁচে উঠেছে। রেল স্টেশনে রেডিও গরম দেখে আমর প্রথম সন্দেহ করি মেজর রানা বেঁচেই আছে। সে স্টেশনে আগুন লাগিয়ে পালিয়ে যায়। আমরা আমাদের আরব-

বিদ্রোহী ধরার জন্যে ট্রেনিং দেয়া ডোবারম্যান পিনশারকে রানার কাপড় শুঁকিয়ে ছেড়ে দিই। কুকুর একটা অ্যামেরিকান সাংবাদিকের বাড়ি গিয়ে ওঠে ওখান থেকে চুরি-গেছে একটা স্টেশন ওয়াগন। কুকুর আবার ছোটে। কিন্তু পথ হারিয়ে ফেলে। আবার কেবল স্টেশনে এসে কুকুর উত্তেজিত হয়ে ওঠে।' নাটকীয় ভাবে কর্নেল ঘোষণা করলো, 'সন্দেহ করছি, মেজর রানা হয়তো স্বেচ্ছায় এখানে এসেছে। কিন্তু…এখান থেকে স্বেচ্ছায় কেউ কোনোদিন বেরুতে পারেনি।'

'মেজর রানা ফোর্টে ঢুকেছে?' আব্বাস বললো, 'কিভাবে?'

'আমিও তাই ভাবছি,' কর্নেল বললো। 'তোমাদের মেজর দুঃসাহসী, কিন্তু বোকা। নইলে এই ফোর্ট টাগার্টে ঢুকতে সাহস করতো না। এখন স্টেশনে হেভি গার্ড দেয়া হয়েছে, ফোর্টের চার-দিক ঘিরে ফেলা হয়েছে। সমস্ত ফোর্ট সার্চ করা হচ্ছে। যদি সে ফোর্টে এসে থাকে, পনেরো মিনিটের মধ্যে তাকে এখানে দেখতে পাবে।'

'এখানে!' ইয়াফেজ উঠে দাঁড়ালো।

কর্নেল হাসলো, 'ভয় পেও না, সার্জেন্ট, মেজর রানা তখন বন্দী।'

জেনারেল প্রেমিঙ্গার মেজর জেনারেল রাহাত খানকে বললো, 'জেনারেল, শক্তি প্রয়োগ আমার প্রিন্সিপল-এর বাইরে…'

'প্রিন্সপল্!' থুথু ফেললেন মেজর জেনারেল, 'তোমার দেশ জার্মানী, কর্নেল ফরাসী, কারিন বোধহয়, অস্ট্রিয়ান তোমরা ধর্মের নামে দখল করেছো আরবদের দেশ, আরবদের হত্যা করেছো, তাদের পবিত্র মসজিদে আগুন দিচ্ছো। তোমাদের আবার প্রিন্সিপল্!' মেজর জেনারেল ইউনিফর্ম খুলে শার্টের আস্তিন গুটিয়ে বসলেন।

কথাগুলো সবার মধ্যে নীরবতা এনে দিলো। কর্নেল ইউরিস ইশারা করলো কারিনকে। কারিন হাতের গ্লাস রেখে বের হয়ে গেলো পাশের দরজা দিয়ে। রানা ইশারা করলো আতাসীকে। ব্যাগ থেকে বের করলো মেশিন কারবাইন।

ব্যালকনি থেকে লোহার মই নেমে গেছে। এদিকটা অন্ধকার। আতাসীই প্রথম নামলো নিচে। রানা দেখলো দরজা খুলে ফিরে এলো কারিন, দরজা বন্ধ করে এগিয়ে গেলো মেজর জেনারেল রাহাত খানের কাছে। হাতে ওর স্টেনলেস স্টীলের ট্রে তাতে সাজানো সিরিঞ্জ, তুলো ইত্যাদি।

রানাও নেমে এলো। অন্ধকার থেকে এগিয়ে গেলো আলোর দিকে। দু'জন পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। সবাই কারিনের কাজ দেখছে। কারিন তুলো এলকহলে ভিজিয়ে মেজর জেনারেলের হাতে ঘষছে। তারপর কর্নেলের দিকে তাকালো। কর্নেল বললো, 'ইয়েস!' কারিন তুলে নিলো সিরিঞ্জ।

'নো!' গম গম করে উঠলো রানার গম্ভীর কণ্ঠ ঘরের মধ্যে, 'তুমি শুধু শুধু স্কোপোলামিন নষ্ট করছো স্বর্ণকেশনী, ওর মুখ থেকে কোনো কথা বেরুবে না। যা বেরুবে তা আপনাদের কাজে আসবে না।' পরের কথাটা বিস্মিত, হতচকিত কর্নেলের উদ্দেশ্যে বলা। থমকে উঠে দাঁড়িয়েছে কর্নেল। হাতটা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে চেয়ারের সঙ্গে লাগানো লুকানো বাটন প্যানেলের দিকে। রানা হাসলো, 'কর্নেল, বাটন?'

হাত সরে এলো কর্নেলের, উঠে গেলো উপরে। দু'জন পাশাপাশি এগিয়ে গিয়ে আলোতে দাঁড়ালো, সবাইকে কভার করেই। রানার ঠোঁটে দেখা গেলো হাসি। সবাই এক এক করে হাত তুলছে মাথার উপর আপনা থেকেই। রানা মাথা নাড়লো, 'জেনারেল এবং কর্নেল

ইউরিস, আপনাদের দিকে আমি টার্গেট করিনি। করেছি…'আব্বা-সের বুকে লক্ষ্য স্থির করলো, 'ওকে'—ইয়াফেজের বুকে লক্ষ্য স্থির করে বললো, 'ওকে…' কারবাইন ঘুরলো সালালের দিকে, 'ওকে, এবং…' কারবাইন ঝট করে ঘুরে আতাসীর পাঁজরের কাছে থেমে গেলো। উন্মত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলো রানা, 'ড্রপ দা গান। কারবাইন ফেলে দাও, শয়তান!'

'বস্! স্যার!!' আতাসীর কণ্ঠে দারুণ বিস্ময়। 'আল্লাহ, মেজ-রের মাথা খারাপ হয়ে গেছে!'

রানা দু'পা এগিয়ে কারবাইনের বাঁট ঘুরিয়ে মারলো আতাসীর কোমরে। আর্তনাদ করে হুমড়ি খেয়ে পড়লো আতাসী। রানার কার-বাইন তখনো ওকে টার্গেট করা জ্বলজ্বল করছে রানার চোখ। আতাসী রানাকে বুঝতে চেষ্টা করলো। আস্তে আস্তে আলগা করে দিলো কারবাইনের শোলডার স্ট্র্যাপ।

রানা ওকে আব্বাসদের সঙ্গে কোচে বসতে আদেশ দিলো।

আতাসীর চোখে ফুটে উঠলো ঘৃণা। বললো, 'বিশ্বাসঘাতক! বন্ধু সেজে তুমি আরবদের সাহায্য করতে এসেছিলে? আমরা কাউকে বিশ্বাস করি না, তোমাকে করেছিলাম দু'মুখো সাপ…'

'পুরোনো কথা, বড্ড পুরোনো কথা।' রানা গিয়ে আরাম করে কর্নেল ইউরিসের পাশে বসলো। হেসে বললো, 'মোটা বুদ্ধির বেদুইন। যথেষ্ট সাহায্য করেছে আমাকে।'

'আচ্ছা!' কর্নেল এখনো কিচ্ছু বুঝতে পারছে না। বললো, 'আপনার কথা…'

হাত নাড়লো রানা। বললো, 'বলছি, বলছি। এক এক করে সব বলবো।' রানা তাকালো পাঁচ ফিট নয় ইঞ্চি দেহধারিণী সুন্দরী

স্বর্ণকেশিনীর দিকে। তার হাতের সিরিঞ্জ ট্রেতে নামিয়ে রেখেছে। রানা বললো, 'আপনাকে বাধা দেবার জন্যে দুঃখিত, মিস্ কারিন বারজার। কিন্তু আমি যা বলেছি তা সত্যি। ওটা ব্যবহার করে কোনো লাভ হবে না। কারণ এই লোক মেজর জেনারেল রাহাত খান নয়!'

'মেজর রানা!' গর্জে উঠলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান।

কথাটা রানা কানে তুললো না। বললো, 'আমি পাকিস্তানী। ইসরাইলকে পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকার করে না। কিন্তু আমি ব্যক্তিগত ভাবে মানবিক বিচারে মনে করি ইহুদিদের পৃথিবীতে একটা আশ্রয় চাই। যেখানে তারা গেছে সেখান থেকেই হয়েছে বিতাড়িত। ইসরাইলী কবি লিখেছেন, 'Wherever we stroll there are always three—You and I and the next war.' যাক এসব ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা। দেশ আমার আরবদের সমর্থক। আরব-দের প্রতিও আমার সহানুভূতি ছিলো। তাছাড়া সরকারী আদেশও অমান্য করতে আমি পারি না। আসতে হয়েছিলো কায়রো আরব ইন্টেলিজেন্সকে সাহায্য করতে। এসে যা দেখলাম তা হচ্ছে এর কোণে কোণে অন্ধকার এরা সবাই পরস্পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেতে ব্যস্ত। এই সময় ওরা আমাকে জানায়, মেজর জেনারেল রাহাত খানকে আরবদের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, উনি এসে ইন্টেলিজেন্স-এর আগামী কর্মসূচী সম্পর্কে উপদেশ দেবেন।' চুপ করলো রানা। একটু থেমে বললো, 'এরপর আমি আর কিছু জানতাম না। গতকাল আমাকে জানানো হয়, মেজর জেনারেল রাহাত খান আপনাদের এখানে বন্দী। কথাটা আমি বিশ্বাস করেছিলাম।' রানা উঠে দাঁড়ালো। 'আরবদের আমরা বন্ধু বলে মনে করতাম। ওরা সেই

সুযোগ নিয়েছে। ওরা আমাদেরকে ঠকিয়েছে। কাল পৃথিবী জানবে আমরা আরবদের শত্রু। ওরা মেজর জেনারেল রাহাত খানকে হত্যা করেছে।' রানার কণ্ঠে জ্বালা।

'মেজর জেনারেল রাহাত খানকে?' জেনারেল প্রেমিঙ্গার রানাকে দেখে তাকালো মেজর জেনারেলের দিকে।

'ওই রকমই দেখতে মেজর জেনারেল রাহাত খান।' রানা এগিয়ে গেলো রাহাত খানের কাছে। বললো, 'আপনারা চেনেননি। রাহাত খানকে আপনারা ভালো করে চেনেন না বলে ভেজাল ধরতে পারেননি। কিন্তু আমি চিনি চিরকুমার, কঠোর-কোমল মহাপ্রাণ রাহাত খানকে ' রানার হাত উঠে গেলো রাহাত খানের দিকে। ভ্রূতে দিলো টান। খসে এলো কাঁচা-পাকা পুরো বাম ভ্রূটা।

উঠে দাঁড়ালো জেনারেল প্রেমিঙ্গার, উঠে দাঁড়ালো কর্নেল ইউরিস কারিনের চোখে বিস্ময়। বিস্ময় আতাসী, আব্বাস, সালাল, ইয়াফেজের চোখে।

রানা ভ্রূটা ছুঁড়ে দিলো প্রেমিঙ্গারের দিকে। বললো, 'আমার মনে সন্দেহ হয়েছিল। এরা মেজর জেনারেলকে বন্দী করেছে, না হয় হত্যা করেছে। সাজিয়েছে নকল রাহাত খান, এক ঢিলে তিন পাখি মারার জন্যে। প্রথমতঃ আমাদেরকে ইসরাইলের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেবার জন্যে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নিজেদের দুর্বলতা ধামাচাপা দেবার জন্যে। যা রাহাত খান জেনে গিয়েছিলেন। এবং তৃতীয়তঃ...'

আব্বাস বললো, 'ওর কথা বিশ্বাস করবেন না জেনারেল, ও ব্লাফ দিচ্ছে।'

'চুপ। দেখা গেছে কে ব্লাফ দিয়েছে নকল রাহাত খানকে পাঠিয়ে দিয়ে টার্গার্টের ধ্বংস তোমাদের উদ্দেশ্য—সত্যি কিনা?' রানা

আব্বাসের দিকে কারবাইন তুললো। কর্নেলকে বললো, 'একজন গার্ড ডাকুন। বিশ্বস্ত লোক। আমি যা বলবো তার একটি কথাও যেন বাইরে না যায়। এটা ইসরাইলের গোপনতম বিষয়।'

রানা চেয়ারে বসলো। কারিনের দিকে তাকিয়ে হাসলো। গভীর নীল চোখে বিস্ময়ের ঘোর। রানা বললো, 'আমাকে তোমার সুন্দর হাতে এক গ্লাস নেপোলিয়ান ব্র্যাণ্ডি ঢেলে দেবে?'

কর্নেল ইউরিস ইণ্টারকমে কা'কে যেন আসতে বললো।

ফোর্ট টাগার্টের বারে বসেছে দু'জন, ফায়জা ও ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লি। কফি পান করছিলো। ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লিকে ডেকে নিয়ে গেলো দু'জন গার্ড। কি যেন বললো। ক্যাপ্টেন ফিরে এসে বসলো চিন্তিত মুখে। গার্ড-সেন্ট্রিদের মধ্যে ছুটাছুটি লেগে গেছে।

'ওরা কি খুঁজছে?' ফায়জা যেন আপন মনে বললো।

'ওদের কথা বাদ দাও,' ক্যাপ্টেন বললো। 'এখানে এখন শুধু রোবার্টো আর জর্দানার কথা হবে।'

'আপনাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে, ক্যাপ্টেন।'

'চিন্তিত?' হা হা করে হাসলো ক্যাপ্টেন, 'হ্যাঁ, চিন্তিত হয়ে পড়েছি কর্নেল ইউরিসের মাথার কথা ভেবে। বলে কিনা ফোর্ট টাগার্টে স্পাই ঢুকেছে, আরব গেরিলা ঢুকেছে।' বিরক্তির সঙ্গে ভ্রূ কুঁচকে কফিতে চুমুক দিয়ে বললো, 'কি যেন বলছিলাম···হ্যাঁ রোমে···'

'আমি এখন উঠবো।'

ক্যাপ্টেন হাত ধরলো ফায়জার। বললো, 'কোথায় যাবে? ফোর্ট টাগার্টে যাবার জায়গা আছে?···নেই, নেই, সিনোরিনা।' ক্যাপ্টেন

তাকালো ফায়জার চোখে। বললো, 'আরেক কাপ কফি?'

ফায়জা ঘড়ি দেখলো। মিষ্টি করে হাসলো। বললো, 'তারপর রোমের সেই দুষ্টু ছেলেটা...'

সোনালী প্রোগ্রাম-রুমে লোকসংখ্যা আরও একজন বৃদ্ধি পেয়েছে। দীর্ঘদেহী, শীতল নির্বাক-মুখশ্রী, তরুণ এক সার্জেন্ট কারবাইন হাতে তাক করে আছে আব্বাস, ইয়াফেজ, সালাল এবং আতাসীর পেছনে। ওরা পারতপক্ষে পিছনে তাকাচ্ছে না।

'আমি বেশি কথা বলতে চাই না,' রানা বললো। 'কথা বের করবার আপনাদের আধুনিক পন্থা আমারও পছন্দ।' রানা এবার নিজেই পূর্ণ করলো গ্লাস। ওর কারবাইন চেয়ারের হাতলে ঝুলছে। গ্লাসে চুমুক দিয়ে তাকালো স্বর্ণকেশিনীর দিকে, বললো, 'কারিন, তুমি আরও তিনটে স্কোপোলামিনের ক্যাপসুল নিয়ে এসো।'

'কর্নেল ইউরিস,' আব্বাস বললো। 'মেজর রানার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে আপনাদের...'

'গার্ড!' রুক্ষ কণ্ঠে হুকুম দিলো রানা। 'লোকটা যেন আর একটা কথাও না বলে।'

আব্বাসের পিঠে মেশিন-কারবাইনের গুঁতো বসালো গার্ড নির্বিকার ভাবে।

রানা বসলো আগের চেয়ারটাতে। বললো 'স্কোপোলামিন প্রয়োগ করার আগে আমার সম্পর্কে আমার কিছু বলা দরকার। আত্মপক্ষ সমর্থন আর কি।'

কারিন মার্চ করে ফিরে এসে স্কোপোলামিনের ক্যাপসুল রাখলো

ট্রেতে। কারিনের চোখে-মুখে হাসির আভাস। তিন তিনজনকে স্কোপোলামিন নিজ হাতে প্রয়োগ করার খুব বেশি সুযোগ পাওয়া যায় না।

'কারিন, ঘড়ি দেখে মিষ্টি করে ডাকলো রানা। কারিনের চোখে হাসির সঙ্গে কটাক্ষ মিশলো। রানা বললো, 'তিনটে নোট-বুক আনতে পারবে?'

'তিনটে কেন?' কর্নেল মুখ খুললো, 'তিনটে ক্যাপসুল আনালেন, তিনটে নোট-বুক—অথচ ওরা লোক চারজন।'

'ওই বেদুইনকে ক্যাপসুল দিলেও যা, না দিলেও তাই।' রানা বললো, 'মাথায় ঘিলু বলে কোনো পদার্থ থাকলে তো স্কোপোলামিনে রি-অ্যাকশন হবে? ওকে জিজ্ঞেস করে দেখুন কয় দিনে এক-সপ্তাহ, বলতে পারবে না। আস্ত তুম্বা।' রানা প্রসঙ্গ পাল্টে বললো, 'এবার আত্মপক্ষ সমর্থন করছি। কোর্টের সামনে।'

একটু থেমে শুরু করলো, 'মহামান্য কোর্ট, কয়েকটা কথা ভেবে দেখুন। প্রথমতঃ, কোন্ সাহসে আমি নিরস্ত্র হয়েছি? অস্ত্র হাতে থাকা সত্ত্বেও আত্মসমর্পণ করেছি? ইচ্ছে করলে কি জেনারেলের কানে কারবাইন ধরে দুর্গ থেকে বের হয়ে যেতে পারতাম না? কিন্তু তা করিনি, কারণ আমি তা চাইনি। কেন কর্নেল ফ্রেমণ্টকে হত্যা করিনি? কারণ...'

'গার্ডের কানে ফায়ারিঙের শব্দ যেতো।' আব্বাস বললো।

রানা আব্বাসের দিকে চেয়ে পকেট থেকে বের করলো ওয়ালথার, আব্বাসের মাথার উপর দিয়ে গুলি করলো দেয়ালের একটা নকশায়। গুপ্ করে মৃদু শব্দ হলো। পিস্তলে সাইলেন্সার লাগানো। রানা বললো, 'কর্নেল ফ্রেমণ্টকে হত্যা করিনি, কারণ কোনো ইহুদি আরেক-

জন ইহুদিকে হত্যা করতে পারে না।'

'আপনি ইহুদি?' জেনারেল প্রেমিঙ্গারের প্রশ্ন।

'আমার মা ছিলেন ইহুদি,' রানা বললো। 'মায়ের কাছে কত গল্প শুনেছি প্রমিজড্ ল্যাণ্ডের। মাও স্বপ্ন দেখতেন, ইহুদিদের আবাসভূমি তাঁরা আবার ফিরে পাবেন। থাক, ওসব ইতিহাস ঘেঁটে কাজ নেই, কাজের কথাই বলি। হ্যাঁ, কেন আমি গাড়ি পানিতে ফেলেছিলাম? কারণ এই তিনজন বিশ্বাসঘাতক আমি মৃত না জানলে সামনে আসতে সাহস পাবে না। আর আমি আরবদের বন্ধু হলে এখানে আসবো কেন?' রানা আঙুল তুললো নকল রাহাত খানের দিকে। বললো, 'একটা নকল রাহাত খানকে উদ্ধার করতে?' রানা হাসলো, তাকালো আব্বাসের দিকে। বললো, 'তুমি ইসরাইলের সিক্রেট এজেন্ট হিসেবে ছিলে মিশরের মিলিটারী ডিপার্টমেন্টে। তোমার তো জানা উচিত নকল রাহাত খানের কথা? কেন জানো না? আমি কি করে জানলাম?...জানলাম, কারণ আমার মা ইহুদি এবং আরব পাকিস্তানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে জেনে আমি জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের সঙ্গে কাজ করছি কিছুদিন হলো। আমার কথা জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের হেড, জেনারেল রবিন জানেন। তার সেক্রেটারীও আমাকে ভালো ভাবে চেনে। জেনারেল রবিনের অফিস থেকেই এখানে ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমাকে সাহায্য করার। ক্যাপ্টেনই সাহায্য করেছে এই ফোর্টে আমাদের ঢুকতে। হ্যাঁ, আপনি আমাদের শক্তিশালী রেডিও-টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারেন রবিনের সেক্রেটারীর সঙ্গে। ঠিক দশ দিন আগে তেল-আবিবে ১৫ নম্বর কুইন শেবা রোডে বসে আজকের এই পরিকল্পনা হয়। আপনি ফোন করতে পারেন ডেভিড ডাউসনকে।

কোড নাম, ড্যাড।'

'ড্যাড। আপনি তাও জানেন?' কর্নেল ইউরিস সবিস্ময়ে হেসে উঠলো খুশিতে। বললো, 'তবে আর রেডিও-ফোনের প্রয়োজন কি? তবু আপনি যখন বলছেন…' কর্নেল তুলে নিলো রেডিও-টেলিফোন।

রানা ব্র্যাণ্ডি হাতে আরাম করে বসলো সোনালী ভেলভেটে মোড়া চেয়ারে। আতাসী রানার মুখের দিকে তাকিয়ে রানা উপেক্ষা করলো আতাসীর চাউনি। দেখলো কারিনকে। সোনালী ঘরে স্বর্ণকেশিনীর নীল চোখে হতবাক ভাব। রানা চোখে চোখ রেখে হাতের শূন্য গ্লাসটা দেখালো আঙুল দিয়ে। স্বর্ণকেশিনী আঙুলের ইঙ্গিত বুঝে নিয়ে টেবিল থেকে পুরো বোতলটা এনে রানার পাশে রাখলো। ঠোঁটের কোণে হাসির শিহরণ। কথা মানতে দেখে রানা শুধু হাসলো। অথচ মেয়েটা আরও কিছু যেন প্রত্যাশা করেছিলো, একটা ধন্যবাদ অন্তত।

ফোনে রেডিও লাইন পেয়ে গেছে কর্নেল।

কর্নেল বলছে, 'কর্নেল ড্যাড? কি বন্ধু, কেমন আছো?' কর্নেল তাকালো রানার দিকে, বললো, 'আমাদের এখানে একজন নতুন এজেন্ট এসেছেন। উনি নাকি তোমার সঙ্গে পরামর্শ করেই ফোর্টে এসেছেন। নাম মেজর মাসুদ রানা।…কি বললে? তুমি চেনো! বন্ধু মানুষ—দেখতে কেমন বর্ণনা দিতে পারো? আচ্ছা, কি বললে? কানের লতি ড্রিলার দিয়ে ছিদ্র করা হয়েছিল, এখন প্লাস্টিক সার্জারি করা হয়েছে?' রানা কানের লতি উল্টিয়ে দেখালো। 'কপালে বাঁ ভুরুর পাশে একটা কাটা দাগ…কি কি, বলবো ওকে? ও বিশ্বাসঘাতক?'

'ওকে বলুন ও একটা নেমকহারাম,' রানা বললো।

'মিস্টার মাসুদ বলছেন, তুমি একটা নেমকহারাম।' হাসতে হাসতে বললো কর্নেল ইউরিস। 'আচ্ছা, আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ। জেনারেল রবিন কেমন আছেন?...তা বটে, আরবরা আর ভালো থাকতে দিচ্ছে কোথায়?...গুডবাই।' রিসিভার ক্রাডলে নামিয়ে রাখলো কর্নেল।

'ফরাসী ব্র্যাণ্ডি,' রানা হাতের গ্লাসের পানীয়ের দিকে তাকিয়ে বললো। 'দশ দিন আগে তেল-আবিবে বসে নেপোলিয়ন পান করতে করতে আমরা অনেক কথা বলেছি। যা হোক আমার পরিচয়...'

'যথেষ্ট হয়েছে, আর প্রয়োজন হবে না, কর্নেল বললো।

'ধন্যবাদ, বললো রানা। 'এবার আমার বন্ধুদের পরিচয় দেয়া যাক।' রানা তাকালো সালাল, ইয়াফেজ, আব্বাস এবং আতাসীর দিকে। বেচুনের চোখে ভয় নেই, আছে আক্রোশ আছে বিস্ময়। পারলে এখনই ঝাঁপিয়ে পড়ে রানার উপর।

'সালাল, ইয়াফেজ এবং আব্বাস ইসরাইলের এজেন্ট। আরবের আর্মিতে বিভিন্ন পদে কাজ করতো এবং ইসরাইলের প্রতি একনিষ্ঠ ছিলো। কিন্তু...' রানা কথাগুলো শেষ না করে উঠে দাঁড়ালো, 'কিন্তু আপনাদের সামনে উপস্থিত তিনজনকে দেখে কি আপনাদের একটুও সন্দেহ হয়নি যে এরা আরব ইন্টেলিজেন্সের সাজানো নকল সলাল, ইয়াফেজ বা আব্বাস হতে পারে? ঠিক যেমনটি হয়েছে রাহাত খানের বেলায়?'

ইয়াফেজ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, 'মিথ্যে কথা! সাজানো গল্প...' কথা শেষ করতে পারলো না। পিছনে দাঁড়ানো সার্জেন্টের হাতের কারবাইনের বাঁট লাগলো ইয়াফেজের ঘাড়ে। হুড়মুড় করে পড়ে গেলো ইয়াফেজ। সার্জেন্ট নির্বিকার ভাবে ইয়াফেজের অজ্ঞান দেহটা সোজা করে বসিয়ে দিলো সোফায়।

রানা এই ফাঁকে তার হাতের গ্লাসে সিপ করলো। বললো, 'হ্যাঁ, এরা ইসরাইলের আসল স্পাইদের ডামি। আরব ইন্টেলিজেন্সের টপ লোক এবং পাকা অভিনেতা। আমার বস্ রাহাত খানের ভূমিকায় বিখ্যাত টেলিভিশন ও সিনেমা অভিনেতা মহিউদ্দীন ফারুকও অনবদ্য, কি বলেন?'

কর্নেল অবাক হয়ে দেখলো মহিউদ্দীন ফারুককে। রানা বললো, 'এই অভিনয়ের জন্যে কত পেয়েছেন, মিস্টার ফারুক?'

'পঁচিশ হাজার ইজিপশিয়ান পাউণ্ড,' তিক্ত কণ্ঠে বললো ফারুক।

রানা কারিনের এনে দেয়া নোট বই তিনটে হাতে নিয়ে সালাল এবং আব্বাসের হাতে দিলো দু'টো। ইয়াফেজ জ্ঞান ফিরে তাকিয়ে আছে এদিকে। ওকেও দিলো একটা। বললো, 'প্রমাণ হয়ে যাওয়াই সবচে' ভালো। হাতেনাতে প্রমাণ।' রানা পকেট থেকে বের করলো একটা নোট-বই। বললো, 'এই নোট-বুকটা জেনারেল রবিনের অফিস থেকে আমাকে দেয়া হয়েছে। আপনি জেনারেলের অফিস থেকে এই নোট-বুকটা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে নিতে পারেন রেডিও-ফোনে যদি সন্দেহ থাকে।'

'মেজরের কথার সত্যতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই,' আতাসী বললো। 'কিন্তু...'

রানা থামিয়ে দিয়ে বললো, 'আমার সার্টিফিকেট তোমাকে দিতে হবে না। লেখ, ইসরাইলের যেসব লোক পুরো মধ্য-প্রাচ্যে কাজ করছে। লিখবে কোড নাম্বার, এবং আসল নাম, ঠিকানা।'

অসহায়, দৃষ্টিতে আব্বাস তাকালো কর্নেল ইউরিসের দিকে। ইউরিস গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করলো, 'লিখুন।'

ওরা তিনজন পিছনের কারবাইন-ধারী সার্জেন্টের দিকে তাকিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো নোট-বইয়ের উপর।

আট

কফি হাউজ প্রায় খালি হয়ে গেছে। ভারি পদধ্বনি চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চারদিকের নিভিয়ে রাখা আলো জ্বলে উঠেছে।

ফায়জা গোপনে ঘড়ি দেখে নিয়ে বললো, 'ক্যাপ্টেন, আমার বেশ খারাপ লাগছে আমি ঘরে যাবো।'

'খুব স্বাভাবিক,' ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লি সচেতন হয়ে উঠলো, 'সারাদিন এতো খাটনি গেছে। চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি তোমার ঘরে।'

'না, লাগবে না।' ফায়জা কপাল থেকে হাতটা নামিয়ে রাখলো ক্যাপ্টেনের হাতের উপর। বললো, 'ঠিক আছে, আমি একাই যেতে পারবো।'

'ইটালিয়ান রোবার্টো পুচ্চেল্লির চেয়ে তুমি ভালো বোঝো না,' ক্যাপ্টেন অর্থপূর্ণ হাসি হাসলো 'রোবার্টো এখনই তোমাকে চাঙ্গা করে তুলবে। চল, ঘরেই ফেরা যাক।'

ফায়জাকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিলো ক্যাপ্টেন।

দু'জন হাতে হাত ধরে প্যাসেজ দিয়ে হেঁটে ফিরে চললো। ফায়জা ঘড়ি দেখলো দু'বার।

দাঁড়িয়ে পড়লো ক্যাপ্টেন রোবার্টো পুচ্চেল্লি। জানালা দিয়ে ফোর্টের বাইরের দিকের চত্বরটা দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বললো, 'আশ্চর্য!'

'কি?' ফায়জা আরও সচেতন হয়ে উঠলো, সজাগ হলো প্রতিটি ইন্দ্রিয় বিপদের গন্ধে।

'আর্মি রেগুলেশন অনুসারে আর্মি হাই কমাণ্ডের হেলিকপ্টার সব সময় উড়বার জন্যে প্রস্তুত থাকবে। কিন্তু এই 'কপ্টারটা ঠিকমতো ঢাকা হয়নি। ইঞ্জিন খোলা রয়েছে, শুধু একটা টারপুলিন টানা, তাও ঠিকমতো টেনে দেয়া হয়নি!'

'হয়তো,' ফায়জা বললো 'কেউ মেরামতির কাজ সারছে।' কথা ক'টা বলতে ফায়জার গলা শুকিয়ে গেলো। ক্যাপ্টেনের বাহু-বেষ্টনি থেকে বেরিয়ে এলো। নইলে ক্যাপ্টেনের হাত তার পালস্-বিট ধরে ফেলতো, ধরে ফেলতো রক্তের দ্রুত চলাচল। জানালায় ঝুঁকে পড়ে বললো, 'মেশিনের যখন তখন মেরামতের প্রয়োজন হতে পারে, না?'

'হতে পারে। কিন্তু ওখানে কোনো লোক কাজ করছে না। আধ ঘণ্টা আগে যাবার সময়ও দেখেছি ওটা এমনই ছিলো। একজন জেনারেলের নিজস্ব পাইলটের এ রকম গাফিলতি সাধারণতঃ দেখা যায় না।' ক্যাপ্টেনকে একটু চিন্তিত দেখাচ্ছে। তারপর বললো, 'চলো, তোমাকে পৌঁছেই দিয়ে আসি।' ফায়জার হাত ধরলো ক্যাপ্টেন।

'তারপর...আবার ভাবতে বসবেন হেলিকপ্টার নিয়ে?' হালকা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো ফায়জা তেরছা তাকিয়ে।

'হ্যাঁ, ভাবতে হবে,' ক্যাপ্টেন বললো। 'প্রোগ্রাম-রুমেও আজ বসতে হবে, মিটিং আছে।'

ফায়জার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। দরজা খুলতেই ক্যাপ্টেন বুকের উপর এনে ফেললো ফায়জাকে। ফায়জা ছট্ফট্ করে উঠলো। কিন্তু বাধা দিলো না। ক্যাপ্টেনের গোঁফ স্পর্শ করলো ওর গাল, ঠোঁট। দ্রুত হল শ্বাস-প্রশ্বাস। দু'টো ঠোঁট চেপে ধরলো ওর ঠোঁট।

ফায়জা বললো, 'না, আজ না…'

ছেড়ে দিলো ক্যাপ্টেন। দেখলো ফায়জার মুখ। ভীত, সন্ত্রস্ত। ঠোঁট ভিজালো জিভে। হেসে উঠলো ক্যাপ্টেন। বললো, 'আমি সৌভাগ্যবান,' গলা নামিয়ে বললো। 'এবং আমার সৌভাগ্য একটি রাতের জন্যেও কম করতে চাই না। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলে নিশ্চয়ই ভালো বোধ করবে। তারপর …।' হাসলো, আপন মনে হাসলো, বললো, 'আমি আসবো। আজকের রাতটা আমাদের দু'জনের, না?'

একটা হাসি ফুটে উঠলো ফায়জার ঠোঁটে, নীরব হাসি। মাথা নাড়ালো, 'হয়তো।'

ক্যাপ্টেনের সামনেই দরজা বন্ধ করে দিলো ফায়জা। ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে থাকলো কয়েক সেকেণ্ড। হয়তো হাসিটার একটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পারছে না। কোথাও খটকা লেগে যাচ্ছে।

আব্বাস, ইয়াফেজ, সালাল দ্রুত গতিতে লিখে চলেছে। দম ফেলতেও ওরা ভুলে গেছে। কিন্তু একটা জিনিস ভোলেনি, বার বার তাকাচ্ছে নির্বিকার সার্জেন্টের উদ্যত কারবাইনের দিকে।

রানা একটু দূরে দাঁড়িয়ে কর্নেল ইউরিস ও জেনারেল প্রেমিঙ্গারের সঙ্গে কথা বলছে।

রানা বললো, 'পনেরো মিনিট পরে ওদের কি হবে ভেবে দেখুন। ওরাও জানে, ওদের ভাগ্যে পনেরো মিনিট পরে যা ঘটবে তা হচ্ছে :

মৃত্যু কিন্তু দেখুন, জেনারেল প্রেমিঙ্গার, কি আপ্রাণ চেষ্টা বেঁচে থাকার জন্যে।' রানা বলতে লাগলো, 'অথচ সত্যিকারের সালাল, ইয়াফেজ এবং আববাস গ্রেফতার হয়েছে তিনদিন আগে। এখন ওরা মৃত।'

'মৃত?'

'হ্যাঁ। এই পরিকল্পনা হয় বেশ কিছুদিন আগে। আমাকে জড়ানো হয়েছিলো মেজর জেনারেল রাহাত খানের নাম বলে। নিঃসন্দেহে বলতে হবে, জেনারেল আরাবী একজন জিনিয়াস।'

'আপনার চেয়েও?' হাসলো কর্নেল ইউরিস।

'আপাততঃ আমি জেনারেল আরাবীর পরিকল্পনার কথা বলছি,' হেসে বললো রানা। 'আরাবী অনেকদিন থেকে খুঁজছিলেন আপনাদের লোক। পেয়ে যান তিনজনকে। এদের পাঠাবার কারণ এরা এসেই আপনাদের কাছে পরিচয় দেবে। স্টেট-গেস্টের সম্মান পাবে। এবং বিনা ঝামেলায় চলে আসবে ফোর্ট টাগার্টে।'

'ফোর্ট টাগার্টে বেড়াতে কেউ আসে কি?' জিজ্ঞেস করলো কর্নেল ইউরিস।

'আমার কিন্তু আগেই আসা উচিত ছিলো।' রানা চোখ টিপে হাসলো কারিনের নীল চোখে তাকিয়ে। কারিনের চাউনিও তার উত্তর দিলো। জেনারেল প্রেমিঙ্গার অন্যদিকে তাকালো হাসি মুখে। রানা বললো, 'মেজর জেনারেল রাহাত খান সাজাবার আর একটা কারণ আছে। একজন জেনারেলকে প্রশ্ন করার জন্যে ফোর্ট টাগার্টে একজন জেনারেল আসবেই। কেননা, ফোর্ট টাগার্ট কোনো জেনারেলের কাছে তো আর হেঁটে যেতে পারে না?'

'তারপর?'

'ফোর্ট টাগার্ট নকল রাহাত খানকে ধরে এনেছে মহামূল্যবান বস্তুর মতো। এবং জেনারেল প্রেমিঙ্গারও এসেছেন। তিনি আরবদের কাছে কম দামী জিনিস না।'

'জেনারেল প্রেমিঙ্গার!' কর্নেলের কণ্ঠে বিস্ময়। বললো, 'জেনারেলকে কিডন্যাপ করবে?'

'হ্যাঁ, সেজন্যেই ওদের এখানে আসা,' রানা বললো। জেনারেল প্রেমিঙ্গার সোজা হয়ে বসলো। রানা তাকালো আববাসের দিকে, 'ওরা মেজর জেনারেলকে বন্দী করেছে, দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এখানে এসেই আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছে, আমার সমর্থক দু'জন বন্ধুকে হত্যা করেছে ··'

'মেজর মাসুদ রানা,' জেনারেল পাশ থেকে বললো। 'উত্তেজিত হবেন না, ওরা এখন কর্নেল ইউরিসের হাতের মুঠোয়। কর্নেল জানেন ওদের নিয়ে কি করতে হবে।'

ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লি হেলিকপ্টার-পাইলটকে খুঁজে পেলো গোলা ঘরে। সাদা হয়ে গেলো মুখটা। ভুতে পাওয়ার মতো ছুটতে লাগলো। হঠাং কি খেয়াল হলো, ছুটলো নতুন মেয়েটির ঘরের দিকে। জর্দানাকে তার আবিষ্কারটা জানানো প্রয়োজন।

কিন্তু তিনবার নক করার পরও জর্দানা দরজা খুললো না। কান পেতে ক্যাপ্টেন ভেতর থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে বের করলো চাবির গোছা।

অন্ধকার ঘরের আলো জ্বালালো। কেউ নেই। বিছানাটাও সুচারুভাবে সাজানো কেউ ওটা স্পর্শও করেনি।

ক্যাপ্টেন ছিটকে বের হয়ে এলো ঘরের আলো না নিভিয়ে।

দরজাটা টেনে দিয়ে কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইলো। হয়তো ফায়-জার সেই রহস্যময়ী হাসির ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছে সে।

'হলো?' রানা জিজ্ঞেস করলো।

সালাল মাথা ঝাঁকালো, হয়েছে। অন্য দু'জন স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকালো রানার মুখের দিকে। আতাসী পাশে বসে রানাকে দেখছে তো দেখছেই। নকল রাহাত খান এক ভুরু নিয়ে আরও ব্র্যাণ্ডি পান করছে। কারিনের দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যর্থ চেষ্টা করছে অসহায় ভাবে।

ওদের হাত থেকে নোটগুলো নিয়ে রানা নিজের নোটবুকটার সঙ্গে রাখলো কর্নেলের সামনে। বললো, 'মিলিয়ে দেখুন আমার নোট বইটার সঙ্গে।'

কর্নেল দু'মিনিট ধরে নোটগুলো দেখলো। তারপর রানার নোট বুক খুললে।

রানা ব্র্যাণ্ডি সিপ করে সার্জেন্টের পাশে দাঁড়ালো।

রানার নোট বুকের প্রথম পাতাটা ফাঁকা। দ্বিতীয়, তৃতীয়· কর্নেল চোখ তুলে তাকালো গ্লাস ভাঙার শব্দে। দেখলো, রানার হাতের গ্লাসটা পড়ে গেছে।

রানার ডান হাতের কারাতের কোপ লাগলো গিয়ে সার্জেন্টের ঘাড়ে। এবং হুমড়ি খেয়ে পড়লো দু'জনই মেঝেতে। আতাসী ঝাঁপিয়ে পড়লো রানার চেয়ারের হাতলে রাখা কারবাইনের উপর। রানা ধরলো সার্জেন্টের হাতের কারবাইন। আতাসী তার আগেই কর্নেলকে টার্গেট করেছে। বলছে, 'না কর্নেল, কোনো নড়াচড়া করবেন না। আমি কম বুদ্ধির বেদুইন। কি করতে কি করে ফেলবো তার ঠিক নেই।'

রানা সার্জেন্টের কারবাইনটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। আতাবী বললো, 'বস্, আমি কয়দিনে এক সপ্তাহ জানি না। একটা আস্ত তুম্বা!' ওর কণ্ঠে দুঃখ-দুঃখ ভাব, 'মেরেছিলেনও জবর জোরে।'

রানা কোনো কথায় কান না দিয়ে সোজা কর্নেল ইউরিসের সামনে থেকে তুলে নিলো নোট-বুক তিনটে। সযত্নে রাখলো ইউনিফর্মের ভেতরের পকেটে। কর্নেল রানার চোখে-চোখে তাকালো, 'ও, ওই নোট বইয়ের কোড নাম্বার আর ঠিকানাগুলোই আপনি চান? ও-গুলোর জন্যেই এতো সব করলেন?'

'অনেকটা তাই বলতে পারেন। এতে লেখা আছে অনেক নাম ঠিকানা। এগুলো হচ্ছে লোক চেনার পয়লা কেতাব।'

'বুঝতে পারছি,' কর্নেল বললো। 'এরপর এসব নাম ঠিকানার মানুষগুলো শিকার করবেন।'

'তাদের পেছনে দু'সপ্তাহ ধরে লোক লাগানো হয়েছে। কিন্তু সে সব সন্দেহের ভিতর সত্য, মিথ্যা দুটোই ছিলো। এবার আর মিথ্যা-গুলো থাকবে না। কারণ এরা জীবনের ভয়ে একটাও মিথ্যে নাম লেখেনি।' রানা আব্বাসের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো ওদের তিনজনের মুখের ভাব এখনো হতভম্ব। রানা বললো, 'এদেরও সন্দেহ করতাম। তবু এদের নিয়ে এসেছিলাম একটা সত্য উদ্ধারের জন্যে। একজনের নাম বের করার জন্যে। হ্যাঁ, যে দেশে বসে দেশের সঙ্গে, জাতির সঙ্গে, একদল বিশ্বাসঘাতককে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে! আরব-দের দুর্বল করে ফেলেছিলো ওই একটি লোক।'

'আপনি ডেভিড ডাউসনকে চিনলেন কি করে?' এবার জিজ্ঞেস করলো জেনারেল প্রেমিঙ্গার।

'খুব সহজ ভাবে। দু'সপ্তাহ আগে তেহরানে বসে তার সঙ্গে কথা হয়েছে। ওখানে ওর কাছে মিশরীয় এবং আরা আর্মির কয়েকটা মিথ্যে ইনফরমেশন বিক্রি করে রাকি পান করেছি।'

দরজা খুলে গেলো।

রানা ঘুরে দাঁড়ালো সরে গিয়ে। আতাসী ও তার কারবাইন সবাইকে কভার করলো নকল রাহাত খান মহিউদ্দীনও হাতে একটা পিস্তল তুলে নিয়েছে, হয়তো কারিনের ছিলো ওটা।

দরজায় দাঁড়িয়ে ফায়জা। হাতে পিস্তল, ল্যুগার।

রানা বললো, 'দেরি করলে বলে নিজেই ব্যবস্থা করে ফেললাম।'

'কি করবো? ফায়জা অপরাধীর মতো বললো। 'ক্যাপ্টেন পুচ্চে ল্ল

আতাসী বললো, 'পুচ্চেল্লিকে ভুলে এখন বস-এর দিকে নজর দিন, মিস ফয়জল।'

'নতুন মেয়েটি না?' কর্নেল ইউরিস জিজ্ঞেস করলো কারিনকে। বললো, 'মার্সিয়ার বোন হয়ে…'

'হ্যাঁ, মার্সিয়ার বোন। ডেভিড ডাউসনের বান্ধবী মার্সিয়া। মার্সিয়া তেহরানের ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে ডাউসনের সঙ্গে। তার বোনই আজ দুর্গে ঢোকায় সাহায্য করেছে!' রানা ঘুরে দাঁড়ালো আব্বাস, ইয়াফেজ এবং সালালের দিকে। বললো, 'এবার ত্রিরত্ন, উঠে দাঁড়াও। আমাদের সঙ্গে কায়রো যাবে না।'

'কায়রো!' আব্বাসের কণ্ঠে আর্তনাদ।

'কায়রো যদি যেতে না চাও, বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি এখনই দিতে পারি,' রানা বললো। 'তুমি হচ্ছো দলের নেতা। তুমি হত্যা করেছো মাহের পাশাকে, আজহারীকে। মাহেরের কোডবুকের জন্যেই

তাকে তুমি হত্যা করেছিলে। কিন্তু জানতে না, সেটা তালা-চাবি দিয়ে কিভাবে রাখা হয়েছিলো। কোড-বুক তোমার হাতে পড়লে ঘটনা অন্যরকম হতো। আর আজহারী তোমাকে ফলো করেছিলো, যখন তুমি ফোন করতে বাইরে বের হয়েছিলে…'

'হ্যাণ্ডস আপ!'

কখন দরজা খুলে গিয়েছিলো কেউ দেখেনি। দরজায় দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন রোবার্টো পুচ্চেল্লি। হাতে অটোমেটিক পিস্তল। রানাও ঘুরে দাঁড়িয়েছিলো মুহূর্তে, কিন্তু ফায়জার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়েছে ক্যাপ্টেন। রানার আঙুল ট্রিগারে চাপ দিতে গিয়েও থমকে গেলো। রানা জেনারেল প্রেমিঙ্গারকে দেখলো। প্রেমিঙ্গারকে কারবাইনের আওতায় আনতে পারলে কিন্তু তার আগেই ফায়ার হলো ঘরের ভেতর। ক্যাপ্টেনের পিস্তল থেকে বেরিয়ে এলো গুলি। রানার হাত থেকে পড়ে গেলো কারবাইন। চেপে ধরলো বাম হাতে ডান হাতের বাহু-মূল। ফায়জার হাতে তখনও পিস্তল। সে কোনো চিন্তা না করেই ঘুরে দাঁড়াতে গেলো। কিন্তু ক্যাপ্টেনের শক্তিশালী হাত তাকে বেষ্টন করে ধরে ফেললো পিস্তল-ধরা হাতটা। পিস্তল পড়ে গেলো হাত থেকে। আর্তনাদ করে উঠলো ফায়জা। ক্যাপ্টেনের পিস্তল সবার দিকে টার্গেট করা।

কারবাইন ফেলে দিলো আতাসী। অভিনেতার কম্পিত হাত থেকেও পড়ে গেলো পিস্তলটা। ছবি হলে লোকে বলতো ভয়ের ওভার-অ্যাকটিং হয়ে গেছে।

জেনারেল প্রেমিঙ্গার এবং কর্নেল ইউরিস উঠে দাঁড়ালো। ক্যাপ্টেন বললো, 'বিশ মিনিট আগেই আমার আসার কথা ছিলো। কিন্তু এই সুন্দরীর পাল্লায় পড়ে·· আমি দুঃখিত, স্যার। অবশ্যি দেরি করার জন্য

লাভও হয়েছে, সুন্দরীর পালসের গতি দেখেই অনুমান করেছিলাম কিছু একটা হয়েছে।' এবার ক্যাপ্টেন সামনের দিকে ঠেলে দিলো ফায়জাকে।

কর্নেল ধরে ফেললো ফায়জার পড়ন্ত দেহটা। ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লির উদ্দেশ্যে বললো, 'কালই জেনারেল তোমাকে শ্রেষ্ঠ মিলিটারী এওয়ার্ড দেবেন।' দেখলো ফায়জাকে, বললো, 'এরই এতো গুণ।'

ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লি আব্বাসকে বললো, 'ওই কুত্তাটাকে সার্চ করো।'

আব্বাস রানার পকেট থেকে বের করলো তার প্রিয় ওয়ালথার পি. পি. কে। আতাসীর কাছেও পাওয়া গেলো ছুরি, পিস্তল।

কর্নেল ফায়জাকে ঠেলে দিলো কারিনের দিকে। হেসে বললো, 'কারিন একে তোমার হাতেই ছেড়ে দিলাম।'

কারিনের নীল চোখ চকচক করে উঠলো। ফায়জাকে ধরে বললো, 'একে সন্ধ্যায় আমার কিছুটা পরিচয় দিয়েছি, আরেকবার চলবে, খুকি?' হাসি দেখা গেলো কারিনের ঠোঁটে, নেকড়ের হাসি। চড় পড়লো ফায়জার বাঁ গালে। দ্বিতীয় চড় ডান গালে। ফায়জা ভয়ার্ত চোখ সরে গেলো পিছনে।

ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লি সাহস করে বলেই ফেললো, 'কারিন, শাস্তিটা আজ রাতে আমার বেড-রুমেই ··'

কারিন যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। ফায়জার চুলের গোছা ধরে বললো, 'এখানে না। তোমাকে কি করতে হবে আমি জানি। চলো, ও ঘরে।

টেনে নিয়ে চললো পাশের ঘরে। দরজা বন্ধ হলো দুই ঘরের মাঝে সশব্দে।

ঘরে থেকে ভেসে এলো আর্তনাদ, ধমকের, পতনের শব্দ। ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লি রানা আর আতাসীকে নির্দেশ দিলো সোফায় বসতে।

'মাঝে মাঝে কারিন একটু বেশি ক্ষেপে যায়,' বললো কর্নেল।

'মাঝে মাঝে?' ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লি হাসলো, 'অল্প বয়সী ওর চেয়ে সুন্দরী মেয়ে দেখলেই ও ক্ষেপে ওঠে।'

ভিতরে মারধোর আর চিৎকার বন্ধ হলো। হাঁপ ছেড়ে জেনারেল বললো, 'যাক বাঁচা গেলো। আমার আবার ব্ল্যাড-প্রেশারের ধাত আছে।'

কর্নেল ইউরিস বললো, 'আমার তো আজকাল কারিনের হাতে কোনো মেয়েকে ছেড়ে দিতে মায়াই লাগে।'

আতাসী হাসলো, বললো, 'মায়াটা এবার নিজের জন্যই তুলে রাখুন কর্নেল, আপনার পিছনে...'

ছোট ঘরের দরজা খুলে ফায়জা এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে লিলিপুট পয়েন্ট টু-টু।

রানাও দেখলো মুগ্ধ চোখে। বললো, 'সবাই হাত তুলে দাঁড়ান। ফায়জা দু'সপ্তাহ কাউণ্টার ইন্টেলিজেন্স ট্রেনিং সেণ্টারে জুডো কারাতের প্যাঁচ শিখেছে খোদ জাপানী ট্রেনারের কাছ থেকে। পিস্তলেও এ-ক্লাস পেয়েছে।'

আতাসী এবং মহিউদ্দীন মেঝে থেকে তুলে নিলো কারবাইন। রানা পুচ্চেল্লির পিস্তল নিয়ে পকেটে রেখে আর্ব্বাসের কোলের উপর থেকে প্রিয় ওয়ালথার পি. পি. কে. তুলে নিলো বাঁ হাতে। বাইরের দরজায় বল্টু লাগিয়ে দিয়ে এসে বললো, 'ফোর্ট টাগার্টের ঘরে ঢোকার সময় পারমিশন নেবার প্রথা যখন নেই তখন দরজা বন্ধ করে দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।'

ফায়জাকে আতাসী বললো, 'এবার আপনি বস-এর পরিচর্যা করতে পারেন। আমার কারবাইনই সব ক'টাকে শেষ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।'

ফায়জা রানার কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো। রানাই ওকে বাঁ হাত বেষ্টন করে ধরে বললো, 'গুড, এই তো আরব মেয়ের কাজ।'

ফায়জা ডান হাতের রক্তে ভেসে যাওয়া আস্তিনের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলো রানাকে ধরে নিয়ে গেলো ছোট ঘরে, যেখানে সে কারিনকে জুডোর প্যাঁচে ধরাশায়ী এবং অজ্ঞান করেছে।

আতাসী সব কটাকে লাইন দিয়ে বসিয়ে সামনে কারবাইন নিয়ে বসে রাহাত-মহিউদ্দীনকে বললো, 'এবার, মেজর জেনারেল, এক গ্লাস নেপোলিয়ন ব্র্যাণ্ডি দিন তো। অনেকদিন ভালো জিনিস পেটে পড়েনি।'

দু'গ্লাস ব্র্যাণ্ডি ঢেলে মহিউদ্দীন এক গ্লাস আতাসীর হাতে দিয়ে কারবাইনে জেনারেলকে টার্গেট করে বসলো অন্য গ্লাস নিয়ে।

এমন সময় রানা ও ফায়জা ঘরে ফিরে এলো। ফায়জার হাতে ঢাকনা দেয়া ট্রে।

'বস্, শুধু ব্র্যাণ্ডি জমছিলো না, কানান ডাক-এর রোস্ট···'

আতাসীকে থামিয়ে দিয়ে রানা ট্রের ঢাকনা তুলে বাঁ হাতে একটা শিশি তুলে ধরলো। বললো, 'Nembutal. আপনাদের আমি হত্যা করতে চাই না। কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমাতে নিশ্চয়ই আপত্তি নেই··· মানে মৃত্যুর চেয়ে পছন্দসই হবে নিশ্চয়ই?'

কোনো উত্তর হলো না।

রানা দাঁড়ালো রেডিও রুমের সামনে। আঙুলের ইশারায় সবাইকে চুপচাপ থাকতে ইঙ্গিত করলো। চাইলো আব্বাস, সালাল এবং

ইয়াফেজের দিকে। বললো, 'কোনো ঝামেলা করবে না, টু শব্দ করলেই শেষ করে দেবো আতাসী ওদের হাতগুলোর…'

'ব্যবস্থা করছি, বস্।' আতাসী ওদের পিছনে এগিয়ে গেলো। হাত বাড়িয়ে জামার উপরের দিকের তু'টো এবং আস্তিনের বোতাম খুলে আস্তিন টেনে নিচের দিকে নামালো। এবং তুই আস্তিনের মাথা বেঁধে দিলো। বললো, 'বাছাধনেরা, হাতে আর কিছু করতে পারবে না।'

'কিন্তু পা দিয়ে পারবে।' রানা তাকালো ফায়জার দিকে। বললো, 'ওদের বেশি কাছে যেয়ো না। আতাসী বি রেডি।'

আতাসী আস্তে, সাবধানে রেডিও-রুমের দরজা খুলে ফেললো। আলো-ভরা বিরাট কক্ষ। ঘরের অপর প্রান্তে একটা টেবিল। টেবিলের উপর চকচকে নতুন ট্রান্সিভার।

অপারেটর বসে আছে ট্রানসিভারের সামনে। আরাম করে সিগারেট টানছে। যন্ত্র থেকে ভেসে আসছে মৃত্ন সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা।

অপারেটর হঠাৎ সোজা হয়ে বসলো। টের পেয়েছে পিছনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। সাঁৎ করে ঘুরে উদ্ধত কারবাইন দেখেই ছিটকে উঠে দাঁড়ালো। এবং হাত উপরে তুললো আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে। মুখে কেউ কোনো শব্দ বা কথা বললো না। আতাসী দেখলো, লোকটা একটু ডান দিকে সরতে আগ্রহী। লোকটার ডান পা'টা একটু এগিয়ে গেলো : বেজে উঠলো বাইরের দরজায় অ্যালার্ম। আতাসীর কারবাইন গিয়ে লাগলো লোকটার চোয়ালে। অপারেটরের চোখ বিস্ফারিত হলো, মাথাটা উর্ধ্বমুখী। হাতটা আহত চোয়াল ছোঁয়ার চেষ্টা করলো…কিন্তু তার আগেই পড়ে গেলো।

অ্যালার্ম বাজছে…

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রানা দেখলো কাচ-ঢাকা অ্যালার্ম বেল। দৌড়ে হাতে ধরা কারবাইন ঘুরিয়ে মারলো কাচের ঢাকনায়। কাচ ভেঙে পড়লো চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। অ্যালার্ম থেমে গেলো। রানা দরজা মেসে ধরে তিন বন্দীর উদ্দেশ্যে বললো, 'ভেতরে...'

ওরা ভেতরে এলে দরজা বন্ধ করলো। বাঁ দিকে একটা বন্ধ দরজা দেখে সাবধানে খুলে ফেললো। স্টোর-রুম। তিনজনকে সে-টার ভিতরে ঢুকিয়ে ফায়জা ও মহিউদ্দীনকে দাঁড় করিয়ে দিলো গার্ড দিতে কারবাইন হাতে। বললো, 'একটু নড়লেই...গুলি।'

রেডিও রুমের দরজায় দাঁড়ালো আতাসী।

রানা গিয়ে বসলো ট্র্যানসিভারের সামনে। বিশ সেকেণ্ড দেখলো নব, ডায়াল, সুইচগুলো। নতুন মডেল, সত্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানী করা হয়েছে। রানা send লেখা সুইচ অন করলো। আলট্রা শর্ট-ওয়েভে ট্র্যান্সমিট ফ্রিকুয়েনসি অ্যাডজাস্ট করলো। আরেকটা সুইচ টিপে দিয়ে বাঁ হাতে মাইক্রোফোন তুলে নিলো।

'মিস্টার নাইন স্পীকিং, এম. আর. নাইন, এম. আর. নাইন কলিং জেনারেল, মিস্টার নাইন কলিং জেনারেল... জেনারেল...' জেনারেল...'

বলতে বলতে রানার কপালে ঘাম দেখা দিলো। রগ দপদপ করছে কেউ রিসিভ করছে না। রানা ট্র্যান্সমিটিং ফ্রিকুয়েনসি বদল করলো। না, কেউ সাড়া দিলো না। আবারও বদল করলো।

ফায়ারিঙের তীক্ষ্ণ শব্দ হলো দরজা থেকে। রানা চমকে তাকালো পিছন দিকে। আতাসী মেঝের সঙ্গে লেপটে শুয়ে আছে। দরজা খোলা হাট করে। আতাসীর কারবাইনের মাথায় ধোঁয়া। বললো, বস্, ঘাবড়াবেন না। ওরা আসতে সাহস করছে না। দশ মিনিট

অন্তত অন্য ব্যবস্থা করবে না। আস্তে কাজ শেষ করুন, তাড়াহুড়োর কিছু নেই।'

'এম. আর. নাইন, এম. আর. নাইন কলিং জেনারেল···লেফটেন্যান্ট, ওরা এখন যদি ইলেকট্রিসিটি অফ করে দেয়?' রানার কণ্ঠে উদ্বেগ।

আতাসীর চোখ বাইরে। আঙুলে ধরা ট্রিগার আপন মনে বললো, 'জেনারেল কথা কও, জেনারেল···'

'জেনারেল বলছি, এম. আর. নাইন?' কণ্ঠ ভেসে এলো, 'মিস্টার নাইন···' রেডিওতে কণ্ঠ ভেসে এলো।

'এক ঘণ্টা, জেনারেল,' রানা ওপাশের কণ্ঠ থামিয়ে দিয়ে বললো। 'এক ঘণ্টা। বুঝেছেন, এক ঘণ্টা।'

'বুঝেছি। সব পেয়েছো?'

'পেয়েছি। সব পেয়েছি।'

'কর্নেল সিক্স নিজেই যাচ্ছে তোমাদের আনতে।'

আতাসী আবার ফায়ার করলো।

'কিসের ফায়ারিং, কিসের শব্দ?' জেনারেলের উত্তেজিত কণ্ঠ, 'রানা, রানা তুমি ঠিক আছো?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছি।' রানা-সুইচ বন্ধ করলো না। কারবাইন তুলে ডান হাতেই দু'টো ফায়ার করলো সুইচ প্যানেলে, ওয়েভ-মিটারে। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠলো। ভুলে গিয়েছিলো হাতের কথা। তাকালো ট্র্যানসিভারের দিকে। ওটা আর কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। তাকালো বেদুইনের দিকে গম্ভীরভাবে, দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ। আঙুল ট্রিগারে। ভয়হীন, স্থির চেহারা। অন্য কেউ হলে রানা এখানে

বাহবা দিতো। কিন্তু ও সবের তোয়াক্কা ও করে না।

জানালার কাছে গেলো রানা। খুলে ফেললো।

চাঁদের মুখে জমেছে ছেঁড়া ছিটানো মেঘ। আবছা আলোয় নিচের উপত্যকা দেখা যায়। বাতাস ঝড়ের বেগে বইছে। হুড়মুড় করে বাতাস ঢুকে ঘরটা ভরে দিলো। এটা ফোর্টের পুর্বদিক। ফোর্টের দেয়াল খাড়া নেমে অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। বোঝা যায় না কিছুই দরকার নেই। রানা ব্যাগ থেকে দড়ি বের করে এক মাথা রেডিও টেবিলের পায়ার সঙ্গে বেঁধে অন্য মাথা ঝুলিয়ে দিলো জানালা দিয়ে। দড়ি কোথায় গেলো দেখলোও না। আতাসীর পাশে আড়ালে দাঁড়িয়ে বললো, 'দরজা বন্ধ করতে হবে।'

'দাঁড়ান, আর একটু খেলিয়ে নিই। উঁকি দিচ্ছে ওপাশের প্যাসেজ থেকে।' থেমে হঠাৎ আতাসী বললো, 'বস্, টর্চটা দিন।'

রানা টর্চটা হাতে নিয়ে বললো, 'কি করবে?'

'দেখুন না!' ফিসফিস করে বললো আতাসী। টর্চের আলো জ্বেলে মেঝেতে রেখে যতদুর পারলো সামনে এগিয়ে দিলো। আতাসী বললো, 'ওরা আয়না লাগিয়ে একটা লাঠি এগিয়ে দিয়েছে। এখনও অ্যাঙ্গেল ঠিক করতে পারেনি।'

রানা দেখলো, একটা লাঠির মাথায় বাঁধা আয়না কেউ টেনে নিলো। দু'সেকেণ্ড পর আবার দেখা গেলো আয়নাটা। এবার অ্যাঙ্গেল ঠিক হয়েছে। আতাসীর কারবাইনের গুলি উড়িয়ে দিলো আয়নাটা। উঠে পড়লো মেঝে থেকে। প্যাসেজের মধ্যপথে জ্বালা আলোটা টার্গেট করে গুলি চালালো। এখন অন্ধকার প্যাসেজে শুধু টর্চের আলো জ্বলছে। এখন দরজা বন্ধ করলেও ওরা টের পাবে না। টর্চের পিছনে দরজা।

দরজা বন্ধ করে দিলো আতাসী। নিঃশব্দে তালায় চাবি লাগালো। রানা বললো, 'স্টোরে ফায়জাকে সাহায্য করো।' আতাসী স্টোরে গিয়ে ঢুকলো।

রানা দরজায় কান পাতলো। এক মিনিট, দুই মিনিট···তারপর কথা শোনা গেলো এবং বুটের শব্দ।

স্টোরে এসে ঢুকলো রানা। ওর হাতে সাইলেন্সার লাগানো ওয়ালথার। বললো, 'ফায়জা, তুমি আর মহিউদ্দীন ইয়াফেজের কপালে পিস্তল ধরো দু'দিক থেকে।' সান্যালকে টেনে মেঝেতে বসিয়ে দিলো। ওয়ালথার চেপে ধরলো গলার কাছে। আতাসী তার কারবাইন কাঁধে রেখে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল বের করে আব্বাসের মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিলো নলটা। বললো, 'কোনো শব্দ না।'

নিঃশব্দে সাতজন লোক অপেক্ষা করতে লাগলো।

সাবধানে এক ডজন সোলজার এগিয়ে এলো। এক সঙ্গে গুলি করলো আলো দেখে। আলো নিভে গেলো। মার্চ করে আরও এগিয়ে এলো। দরজার কাছে এসে দেখলো ভেতর থেকে তালা দেয়া। কিন্তু কেউ দরজার মুখোমুখি গেলো না। একজন কারবাইন তুলে ট্রিগার চেপে ধরলো। শেষ করে ফেললো পুরো ম্যাগাজিন। দরজার গায়ে গুলির ছিদ্রগুলো একটা সুন্দর বৃত্ত রচনা করেছে। একজন এগিয়ে কারবাইনের বাঁট দিয়ে বৃত্তটাকে ভেঙে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো। তৃতীয়-জন এগিয়ে গেলো হাতে দু'টো গ্রেনেড নিয়ে। ফোকর দিয়ে ঘরের ভেতরে ছুঁড়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্থজন তালায় গুলি করেই সরে দাঁড়ালো। বিস্ফোরণ ঘটলো ভেতরে।

দরজা খুলে গেলো হাট হয়ে। হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকলো

সবাই। ওদের আর ভয় নেই। কেননা ঘরে যদি আদৌ কেউ থাকতো তবে তার জন্যে দু'টো গ্রেনেড বিস্ফোরণই যথেষ্ট। ওরা ধোঁয়ায় কিছু দেখছে না। জানালার বাতাস ধোঁয়া বের করে দিতে লাগলো দরজা দিয়ে। বাতাসের উৎস আবিষ্কার করতেই দলপতি জানালায় গিয়ে দাঁড়ালো। দেখলো, একটা রশি নেমে গেছে নিচে। টর্চ ধরলো নিচের অন্ধকারে -কিছুই দেখতে পেলো না। শুধু চিৎকার করে বললো, 'পালিয়েছে, পালিয়েছে এই জানালা দিয়ে। ফোন করে নিচের গার্ডকে খবর দাও।'

হুড়মুড় করে বের হয়ে গেলো সবাই।

স্টোর থেকে বের হয়ে এলো এরাও।

আতাসী বললো, 'নিচে খোঁজাখুঁজি করতে কম সময় লাগবে না।'

'কিন্তু নিচে গিয়ে দেখবে দড়িটাও নেই,' রানা নাইলন কর্ড গুটিয়ে ফেলে বললো, 'এটা আমাদের সবচেয়ে দরকারী জিনিস।··· আতাসী, চার পাঁচটা প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ বিভিন্ন সাইজের ফিউজ লাগিয়ে এই করিডোরের ঘরগুলোতে রেখে দিতে পারবে ?'

'ধরে নিন্ রেখে দিয়েছি।' আতাসী ব্যাগ থেকে পাঁচটা প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ বের করলো। স্লো বার্নিং আর. ডি. এক্স. ফিউজগুলো বিভিন্ন আকারে কেটে তার সঙ্গে জড়িয়ে দিলো রাসায়নিক জ্বালানি।

প্রথম তিনটে দরজা তালা বন্ধ। আতাসী খোলার চেষ্টা করে সময় নষ্ট করলো না। পরের পাঁচটা দরজা খোলাই পেলো। শোবার ঘর।··আতাসী এক্সপ্লোসিভ রাখলো প্রথম ঘরের টেবিলে রাখা ফলের গামলায়, দ্বিতীয় ঘরের একটা হ্যাটের ভিতর, তারপরে বালিশের নিচে, বাথ-রুমের ওয়াল-কেবিনেটে এবং জ্যাকেটের পকেটে।

এ সময় বাইরে রানা দাঁড়িয়ে পড়লো আগুন প্রতিরোধের জন্যে বালির বালতি, কার্বন ডাই অক্সাইড এক্সটিংগুইশার ইত্যাদি দেখে। দু'পাশের দরজাগুলো দেখলো। দরজায় লেখা : 'রেকর্ড-রুম।'

দরজার তালায় সাইলেন্সারযুক্ত ওয়ালথার লাগিয়ে ট্রিগারে চাপ দিলো। এবং খুলে ফেললো দরজা। কাগজপত্রে ভর্তি ঘরটা। রেকর্ড-রুম। জানালা খুলে দিলো বাতাসের জন্যে। বাতাস হুড়মুড় করে ঢুকলো। রানা কিছু কাগজ এক করে লাইটার জ্বেলে তাতে লাগিয়ে দিলো আগুন। দাউদাউ করে জ্বেলে উঠলো কাগজগুলো।

আতাসীও ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে কার্বন ডাই অক্সাইড সিলিণ্ডারটা। জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলো সেটা। ঘর আগুনে ভরে গেলো। কিন্তু বাইরে আসতেই শুনলো বেল বাজছে কোথাও। আতাসী চমকে তাকালো, 'ফায়ার ব্রিগেড ?'

রানা বললো, 'আগেই চেক করা উচিত ছিলো। ওরা জেনে গেলো আমরা এ ঘরেই আছি। তাপমাপক যন্ত্রের সঙ্গে বেলের যোগ আছে।'

আব্বাস ও তার দু'বন্ধুকে সামনে রেখে ওরা দৌড়ে চললো উল্টো পথে। পায়ের শব্দে লুকালো সিঁড়ির নিচে। একদল সোলজার পাশ কাটিয়ে চলে গেলো আবার ছুটলো। পাশের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলো।

ফায়জাকে দেখলো রানা। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। হাঁপাচ্ছে। রানা বুঝতে পারলো, ওর ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু…এখনও অনেক কিছু বাকি। ফায়জার পিঠে হাত রাখলো। এরই মধ্যে হাসলো মেয়েটা। বললো, 'তোমার হাতে আবার রক্ত বেরুচ্ছে।'

রানা দেখলো সত্যি তাই। ব্যাণ্ডেজ ভিজে গেছে। বললো, 'ফায়জা, তুমি ঘরটা চেনো তো?'

ফায়জা চেনে। ম্যাপ দেখে মুখস্থ করেছে মার্সিয়ার দেয়া কাগজের নির্দেশ মতো। ঘরটা দেখালো ফায়জা। যে ঘরের জানালা দিয়ে ওরা ঢুকেছিলো এ ঘরটা ঠিক তার নিচের তলায়। এর জানালা থেকে স্টেশনের ছাত মাত্র দশ ফুট নিচু।

গুলি করে দরজার তালা খুললো রানা। ঘরে ঢুকে আতাসী জানালা খুলে বাইরে উঁকি দিলো।

কেবল স্টেশনের ছাত, সোলজারের ছুটোছুটি, তাদের সঙ্গে ডোবার-ম্যান পিনশার। চারদিকে ফ্লাড-লাইট জ্বলছে।

'ছাদে নেমেও দৃশ্য দেখতে পাবে, আতাসী।' রানার কথা শুনে জানালা থেকে সরে এলো আতাসী। লোহার খাটের সঙ্গে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিলো নিচে। জানালায় উঠে নামতে যাবে—এমন সময় পুর্ব-দিক থেকে প্লাস্টিক বিস্ফোরণের শব্দ হলো। আতাসী বত্রিশটা দাঁত বের করে বললো, 'বস্, এক নাম্বার।…দামী ফ্রুট বোলটা গেলো। এরপর কেউ বাথরুমে গেলেই সেরেছে…।' বলে রানার দিকে তাকিয়ে কথা শেষ না করেই নেমে গেলো

নয়

সমতল ছাতে রানাও নেমে পড়লো। বসে ত্রিশ ডিগ্রী কৌণিক ঢালে নেমে যাবার জন্যে নাইলন কর্ড ধরে প্রস্তুতি নিতেই বাধা দিলো আতাসী। বললো, 'বস্, আমি লেফটেন্যাণ্ট থেকে ক্যাপ্টেন হতে চাই। আমাকে চান্স দিন। আপনি এরপর অনেক সুযোগ পাবেন এক হাতের কসরত দেখাবার

রানাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই আতাসী নেমে গেলো দড়ি ধরে ঢাল বেয়ে স্টেশনের ছাতে প্রান্তে গিয়ে শুয়ে পড়লো মাথা-নিচু পা-উঁচু অবস্থায়। সামনে ঝুঁকলো। শক্ত করে ধরলো দড়ি, তু'পায়ের ফাঁকে। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো আরও।

দেখতে পেলো, কেবল লাইন চলে গেছে ছাতের ভিতরে। নিচে, ছয়-সাত শো ফুট নিচে গিয়ে পড়বে যদি হাতটা কোনোমতে ফসকে যায়। স্টেশনের ফ্লোর থেকে অনেকখানি বাড়ানো ছাতটা। নিচে শুধু শূন্যতা, অন্ধকার, মৃত্যু।

আতাসী আরও ঝুঁকলো নিচে, ছাতের ভিতরটা দেখার জন্য উঁকি দিলো। কেউ নেই। অন্তত চোখে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তু'শো ফিট নিচে ডোবারম্যান পিনশার নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে কয়েকজন

গার্ড। পূর্বদিকে রেডিও-রুমের জানালার নিচে। মুখ উপরে তুললো। ফোর্টের ছাতে কামান দাগার ফোকরে কোন গার্ড নেই। রেডিও-রুম, রেকর্ড-রুমের আগুন বেড়ে গেছে, দাউ-দাউ করে জ্বলছে। কেউ ভাবতে পারেনি এই ছাতে কেউ থাকতে পারে।

কেবল-লাইনটা দেখলো। লাইনটাও ছাতের মতো ত্রিশ ডিগ্রী কোণে নিচে নেমে গেছে। ছাতের বাড়তি অংশ থেকে ফ্লোর বেশ ভিতরে, ছ'ফুটের মতো। আতাসী ভাবলো না, সত্যিসত্যিই সম্ভব কি অসম্ভব। মাথা তুলে উপরে উঠে এলো কিছুটা। ছুই উরুর ভিতর থেকে দড়িটা আলগা করে ১৮০ ডিগ্রী পাক খেয়ে পা নিচের দিকে ঝুলিয়ে দড়ি ধরে ছাদের ঢালে বসে পড়লো। তাকালো রানার দিকে। তারপর আরও একটু নামিয়ে দিলো পা ছু'টো। নাগাল পেলো কেবল-লাইনের।

আরও একটু এগিয়ে বসলো আতাসী। শরীরের ভর সম্পূর্ণ দড়ির ওপর। এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝুলে পড়লো নিচের দিকে। কেবল-লাইনের ছু'পাশে ছু'পা দিয়ে বসে পড়লো। একটা হাত দড়ি থেকে আলগা করে ধরলো কেবল। ছেড়ে দিলো অন্য হাতের দড়ি ঘুরে গেলো আতাসী বাছড়ের মতো পা ও ছু'হাতে কেবল ধরে শূন্যে। সামনে দেখলো চাঁদটা। দম দিয়ে নিচে তাকালো—শূন্যতা। অন্ধকার মৃত্যু।

ডান হাত বাড়িয়ে পুরো শরীরের ওজন তুলতে চেষ্টা করলো ওপরের দিকে, কেবল স্টেশনের ফ্লোরের দিকে। ছেলেবেলার সেই অঙ্কটা মনে পড়লো: একটা বাঁদর পিচ্ছিল রড বেয়ে তিন ফুট ওঠার পর ছু ফুট নামে…

কেবলটা পিছল এবং ত্রিশ ডিগ্রী কোণে নিচের দিকে নেমে গেছে। সেও নেমে যেতে চাইছে। হাতের বাঁধন একটু আলগা হলেই...! আতাসী ভাবলো, এভাবে রানা গুলিবিদ্ধ হাত নিয়ে উঠতে পারতো না, ফায়জা এবং মহিউদ্দীনের তো প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই...যতো কষ্টই হোক...যতো ধীরে ধীরেই হোক...

কেবল-কারের উপর এসে কেবল-লাইনটা ছেড়ে দিলো আতাসী। পড়লো কেবল-কারের ছাতে।

পুরো একটা মিনিট সে কিছু করতে পারলো না। আঙুলগুলো যেন অবশ হয়ে গেছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি একটু নিয়মিত হলে আস্তে করে নেমে পড়লো কার থেকে ফ্লোরে। অটোমেটিক সেফটিক্যাচ সরিয়ে দিয়ে সোজা করে ধরলো। কাঁধে ঝুলছে কারবাইন। না, কেউ কোথাও নেই। কেবল-লাইন ঘুরাবার হুইল, ইলেকট্রিক মোটর, ব্যাটারী সব ঠিক আছে। আতাসী এগিয়ে গেলো উপরে ওঠার সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ির শুরু এবং শেষে লোহার দরজা—ছ'টোই খোলা। আতাসী উঠে গেলো উপরে, সাবধানে। দরজা শেষে একটা টানেল চলে গেছে পশ্চিম দিকে। ওদিকে আর গেলো না। বন্ধ করে দিলো দরজা ভিতর থেকে, লোহার খিল দিয়ে। নিচের দরজাও বন্ধ করলো বাইরে থেকে চাবি দিয়ে। সুইচপ্যানেলের দিকে এগিয়ে গিয়ে চমকে ছিটকে পড়লো দেয়ালে। কাচ ভাঙার শব্দ। তাকিয়ে দেখলো, সমতল ছাদ যেখানে ঢালে নেমে গেছে সেখানে তিনটে কাচে ঢাকা গোলাকার ফোকর। একটা ফোকরের কাচ ভেঙে গেলো। আতাসী কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে ছ'পা এগিয়ে গেলো পিস্তল উঁচু করে ধরে।

'হাতের কামান নামাও।' রানার কণ্ঠস্বর। আতাসী ফোকর সোজা এগিয়ে গিয়ে দেখলো রানার মুখ। রানা বললো; 'তুমি কি মনে করেছিলে, কর্নেল ইউরিস?'

'না, ভেবেছিলাম উট খুঁজতে কে ছাতে উঠলো!' আতাসী বললো, 'ও তিনটেকে আর কি করবেন? দেন ফেলে ছাত থেকে গড়িয়ে।'

ওর কথায় কান না দিয়ে রানা বললো, 'কেবল-কারটা সামনে পাঠিয়ে দাও। কারের ছাদের ওপর ওরা তিনজন প্রথমে নামবে। তুমি কার ভিতরে নিয়ে গিয়ে ওদের নামাবে এবং ঢুকিয়ে ফেলবে কারের ভেতরে। তারপর আবার পাঠাবে বাইরে, আমাদের জন্যে। তখন আমরা নামবো। মহিউদ্দীন ভীষণ ভয় পাচ্ছে।' রানা বললো, 'পিস্তল ঠিকমতো ধরে থাকবে, আমরা না নামা পর্যন্ত, পারবে?'

'বস্, নিম্নপদস্থদের বে-ইজ্জতি করে কি লাভ, বলুন?' বললো আতাসী।

'তবে দেরি করছো কেন, তাড়াতাড়ি করো।'

নর্ম্যাল ও ইমারজেন্সী সুইচ দু'টো দেখে নিয়ে ইমারজেন্সীতে চাপ দিলো আতাসী নর্ম্যাল ইলেকট্রিক সাপ্লাই আসে ফোর্ট থেকে। ওরা ওটা বন্ধ করে দিতে পারে যে কোনো সময়। মোটর স্টার্টারের সুইচ অন করতেই জেনারেটর চালু হলো। বড় হ্যাণ্ড-ব্রেকটা ডানদিকে ঠেলে দিয়ে গিয়ারে হাত দিলো। একদিকে লেখা ফরওয়ার্ড, অন্যদিকে ব্যাকওয়ার্ড। চলতে শুরু করলো কেবল-কার।

তিনজনের হাত খুলে দেয়া হয়েছে। দেখা গেলো কারটা আরও এগিয়ে শেডের নিচে দাঁড়ালো। রানা তাকালো আব্বাসের দিকে।

বললো, 'তুমি আগে যাও।'

'যদি না যাই? গুলি করবেন?' আব্বাস রানার চোখে চোখ রেখে তাকালো।

'তুমি জানো, তা করতে আমার একটুও দ্বিধা হবে না,' রানা বললো। 'এক মুহূর্ত দেরি না, যাও।'

আব্বাস রানার চোখ থেকে চোখ নামিয়ে রানার বাঁ হাতে ধরা সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলের মুখে রাখলো। এবং কথা না বলে দড়ি ধরে নেমে গেলো স্লোপ বেয়ে। নেমে পড়লো কারের মাথায়।

ওকে অনুসরণ করলো সালাল ও ইয়াফেজ।

রানা তাকালো মহিউদ্দীনের দিকে জানালায়। বললো, 'নেমে আসুন।'

'না, আমার দ্বারা সম্ভব না,' মাথা নাড়লো মেজর জেনারেল মহিউদ্দীন।

'কিন্তু না পারলে…'

'ওদের হাতে গুলি খাবো,' মহিউদ্দীন বললো। 'কিন্তু আত্মহত্যা করতে আমি পারবো না।'

'ওরা শুধু গুলি করবে না। শত্রুপক্ষের গুপ্তচরের শাস্তি কি আপনি জানেন না? দাঁত তুলে ফেলা, নখ উপড়ে ফেলা, ওগুলো আমাদের দেশে চলে—এরা গেস্টাপোদের কাছ থেকে শিখে এসেছে কিভাবে টর্চার করতে হয়, গেস্টাপো টর্চার।'

ফায়জা পাশ থেকে রানার হাত ধরলো, 'ওরা সত্যিসত্যি টর্চার করবে ধরা পড়লে?' চোখে মুখে ভয়।

'না, তোমার উপর করবে না,' রানা মাথা নাড়লো। ওর কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দিলো। আবার উপরে জানালার দিকে মুখ তুলে

বললো, 'মিঃ মহিউদ্দীন, যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে আপনার প্রাণ-বায়ু কণ্ঠগত হবে। একদিন, দু'দিন—নির্ঘুম, শুধু চিৎকার! আর্তনাদ আর চিৎকার ছাড়া আপনার করার আর কিছুই থাকবে না।'

'আমি কি করবো, ভয় লাগছে যে নামতে?' জানালার চৌকাঠে মাথা রাখে অভিনেতা রাহাত খান মহিউদ্দীন।

'মাত্র দশ ফুট, আপনি দড়ি ধরে ঝুলে পড়ুন। আমি ধরে নামিয়ে দিচ্ছি।'

'কিন্তু আপনার হাত ফসকে গেলে?' মহিউদ্দীন বললো, 'গড়িয়ে পড়বো দু'শো গজ নিচে…সত্যি আমি পারবো না, পারবো না। দশ ফুট না হয় নামলাম, তারপর স্লোপ বেয়ে কে নামবে?'

দূরে আর একটা প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ ফাটলো। রানা বললো, 'ওরা একটু পরেই টের পেয়ে যাবে, আমরা ওদের ঠকিয়েছি…ওরা আপনাকে নিয়ে গিয়ে টর্চার-টেবিলে শুইয়ে দেবে, আপনার গায়ের চর্বি দিয়ে সাবান বানানো হবে, আপনার গায়ের চামড়ায় লেডিজ ব্যাগ বানানো হবে…।'

মহিউদ্দীনকে জানালায় উঠতে দেখা গেলো।

রানার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। ফায়জাও হাসলো রানার দিকে চেয়ে। বললো, 'মিথ্যে মিথ্যে এতো ভয় দিতে পারো!'

কেবল-কার আস্তে ভিতরে এসে পড়লে ব্রেক কষলো আতাসী। পিস্তল দিয়ে ইঙ্গিত করলো নামতে। প্রথম নামলো আব্বাস। তার-পর ইয়াফেজ। আতাসীর পিস্তল সালালকে নামতে ইঙ্গিত করলো। সালাল কারের জানালায় পা দিয়ে নেমে এসে নিজেকে মেঝেতে

ছেড়ে দিলো। কিন্তু ব্যালেন্স রাখতে না পেরে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেলো এবং মুহূর্তে ঘুরে আতাসীর পায়ের উপর গিয়ে পড়লো। আতাসী হকচকিয়ে যেতেই দেখলো, ইয়াফেজ তীরবেগে এসে হুমড়ি খেয়ে তাকে ঝাপটে ধরেছে। দু'জন গিয়ে পড়লো সুইচ প্যানেলের উপর। পিস্তল ছিটকে পড়ে গেলো। ইয়াফেজের আঙুল চেপে বসতে লাগলো আতাসীর গলায়। দম বন্ধ হয়ে গেলো আতাসীর। আব্বাস ইয়াফেজকে সরিয়ে আনলো কলার ধরে, বললো, 'ওকে জানে মেরো না একেবারে।'

ইয়াফেজ ছেড়ে দিতেই আতাসী শ্বাস নিয়ে তাকালো, কিন্তু·· দেরি হয়ে গেছে। আব্বাসের হাতে পিস্তলটা প্রচণ্ডভাবে লাগলো কানের নিচে, দ্বিতীয়বার লাগলো কপালে।

দরদর করে রক্ত নামলো। ইয়াফেজ দৌড়ে গিয়েছিলো দরজার কাছে। দরজা বন্ধ দেখে ছুটে এলো। বললো, 'চাবি কোথায়?'

এবার সালাল পিছন থেকে ধরে রেখেছে আতাসীকে।

'চাবি নেই,' বললো আতাসী।

আবার পিস্তলের বাঁট এসে লাগলো চোয়ালে। সালাল কনুইয়ের কোণটা গলার উপর ছোটো করে আনলো। দম বন্ধ হয়ে আসছে আতাসীর। হাতের সাঁড়াশি বাঁধন ছাড়াবার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। কোনমতে বললো, 'দিচ্ছি···'

হাত আলগা করলো সালাল। আতাসীর কাঁধ থেকে খুলে নেয়া কারবাইনটা ধরলো পাঁজরের সঙ্গে। আব্বাস তার সাইলেন্সার লাগানো অটোমেটিক আগেই ধরে রেখেছে।

পকেটে হাত দিয়ে চাবি বের করে আনলো আতাসী। ইয়াফেজ

হাত বাড়াতেই হাত টেনে নিয়ে চাবিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো কেবল-স্টেশনের বাইরে, শূন্যে, অন্ধকারে।

সালালের কারবাইন্ ঘুরে গিয়ে লাগলো আতাসীর বাঁ চোখের নিচে। শর্ষে ফুল চারদিকে। মেঝেতে পড়ে গেলো আতাসীর ছয় ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা অবশ, জ্ঞানহীন দেহ।

রাগে সালাল অজ্ঞান দেহের পেটে একটা লাথি দিলো, 'কুত্তা।' তাকালো আব্বাসের দিকে। 'এবার?'

ইয়াফেজ দরজার কাছে গিয়ে তালায় কারবাইন ধরলো। বললো, 'গুলি করেই খুলতে হবে।'

'না, দরজা খোলা যাবে না। আমরাও ভিতরে যাবো না,' আব্বাস বললো। 'আমাদের যারা চিনতো সবাইকে ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আমরা অন্যদের হাতে পড়লেই বন্দী হবো বা গুলি খাবো। তার চেয়ে এখন সবাই মিলে নেমে যাই নিচের স্টেশনে। কর্নেল ফ্রেমণ্টকে ফোন করে সব বলি। এখন এখানে একমাত্র কর্নেল ফ্রেমণ্টই আমাদের চেনে।'

'তারপর?'

'সুখ-শান্তিতে বসবাস করতে শুরু করবো প্রোমিজড্ ল্যাণ্ডে,' আব্বাস বললো। তোমরা দু'জন কেবল-কারে গিয়ে ওঠো।'

ওরা আদেশ পালন করলো। আব্বাস মুখ উপরে তুলে ডাকতে যাবে রানাকে, তার আগেই শুনলো, 'আতাসী, লেফটেন্যাণ্ট আতাসী'

'লেফটেন্যাণ্ট আব্বাস বলছি,' উত্তর দিলো আব্বাস।

রানা কাউকে দেখলো না। এখান থেকে ফোকর দিয়ে শুধু সুইচ-প্যানেলটা দেখা যায়।

'বস্, আমরা এখন যাচ্ছি,' আব্বাসের কণ্ঠ। 'দোয়া করবেন।

আর হ্যাঁ চালাকি করেও লাভ হবে না। আজ আপনার গৌরবময় জীবনের শেষ দিন।'

রানার পিস্তল ফোকরে উঠে গেলো। একটু থেমে থেকে বললো, 'সুইচ-প্যানেলের কাছে তোমাদের একজনকে আসতেই হবে। তোমরা পালাতে পারবে না, বিশ্বাসঘাতক।

'আমি নিজে সুইচ অন করবো,' আব্বাস বললো। 'আপনি কিছুই করবেন না, আমি জানি। কারণ আপনি আমাকে কিছু করলে আতাসীর মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে আমাদের ইয়াফেজ।'

'আতাসী বেঁচে আছে?'

'হ্যাঁ,' আব্বাস বললো। 'শুধু অজ্ঞান করে দিয়েছি।'

'মিথ্যে কথা।'

'তবে দেখুন।'

রানা দেখলো, দৃষ্টির বাইরে থেকে সুইচ-প্যানেলের নিচে আতাসীর রক্তাক্ত মুখটা ঠেলে দেয়া হলো। আব্বাসের হাত আতাসীর নাক চেপে ধরলো। মুখ ঢাকা দিলো। কয়েক সেকেণ্ড পর দেখলো আতাসী দম নেবার জন্য ছটফট করে উঠলো না, বেঁচে আছে আতাসী – প্রাণ আছে।

রানা বললো, 'তোমরা নিচে নেমে গেলে আমি কন্ট্রোলটাওয়ারে গিয়ে ব্যাকওয়ার্ড গিয়ার দিয়ে তোমাদের ফিরিয়ে আনবো।'

'কিন্তু আমাদের একটা মেশিন কারবাইন এবং পিস্তল আছে। ফিরে আসতে হলে ওপেন্ ফাইট। ইট মিনস্ ওয়র। সাইলেন্সার লাগানোর প্রয়োজন হবে না। তখন আপনিই মনের রেডিওতে ঘোষণা করবেন, মিশন ইজ ওভার। মনে রাখবেন, ইয়াফেজের হাতের মেশিন কারবাইন আতাসীকে টার্গেট করে আছে।'

আব্বাসকে দেখলো রানা। সুইচ-প্যানেলের সামনে এসে ব্রেক তুলে দিয়ে গিয়ার ফরওয়ার্ডে দিলো।

রানাকে দেখলো ফায়জা। নির্বাক, ভাষাহীন পাথরের মতো স্তব্ধ রানা। ফায়জা রানার কাঁধে কপাল ঠেকিয়ে অস্থির কণ্ঠে বললো, 'সব শেষ, সব শেষ!'

কাঁধে ঝুলানো কারবাইন নামিয়ে রাখলো রানা। পিস্তলটা ধরে বললো, 'সব শেষ হয়নি, পরাজয় অত সহজ নয়?'

রানা দাঁতে কামড়ে ধরলো পিস্তলটা।

'না।'

চিৎকার করে উঠে আমার মুখে হাত চেপে ধরে রানার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো ফায়জা। রানার দৃষ্টি ছাতের শেষ প্রান্তে। ফায়জা বুঝে গেছে ও কি করতে চায়

'না, রানা না না…না…না…'

তাকালো না রানা, সরিয়ে দিলো মেয়েটিকে। বিদীর্ণ হৃদয় অসহায় আর্তনাদ তার কানেও পৌঁছুলো না। কেবল-কার বেরিয়ে এলো আড়াল থেকে ··প্রায় ছুটেই রানা ঢাল বেয়ে দৌড়ে গেলো এবং লাফ দিলো। কার তখন সাত-আট ফিট নেমে গেছে।

ত্রিশ ডিগ্রী অ্যাঙ্গেলে কার নিচের দিকে ছুটে যাচ্ছিলো বলে রানার পা ভাঙলো না। পড়লো ছাতের উপর। কিন্তু কারের সাসপেনশন ব্র্যাকেট ডান হাতে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে পারলো না। মুখ থেকে ওয়ালথার খসে গেলো। দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো ব্র্যাকেট। দুলছে, ভীষণ ভাবে দুলছে কারটা। ওয়ালথার গড়িয়ে নিচের অন্ধকারে পড়ে গেলো। দু'হাতে ব্র্যাকেট জড়িয়ে ধরে শ্বাস নিলো রানা।

শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো, হাসি নিভে গেলো কারের ভিতরের তিনজন

লোকের মুখ থেকে। পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো বিপন্ন, বিস্ময়ে। স্তব্ধতা ভেঙে ইয়াফেজের হাত থেকে কেড়ে নিলো আব্বাস কারবাইনটা। উপরের দিকে তুলে নিশানা করলো।

কারটা দুলছিলো দোলনার মতো। রানা দু'হাতে ব্র্যাকেট ধরে শুয়ে পড়ে দেখলো রক্তে ভেসে যাচ্ছে ডান হাত। কেঁপে উঠলো কারের ছাত মেশিন-কারবাইনের ফায়ারের সঙ্গে সঙ্গে। রানার কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত ছ'ইঞ্চি ডান ধারে সমান্তরাল ভাবে লাইন করে ন'টা ফুটো হয়ে গুলি বেরিয়ে গেলো। চমকে গেলো রানা। নীরবতা। ওরা অপেক্ষা করছে, ছাত থেকে এখনি গড়িয়ে পড়বে একটা প্রাণ-হীন দেহ। রানা জানে, ওরা আবার ফায়ার করবে। মেশিন-কারবাইনে আরও গুলি আছে। রানা গড়িয়ে এসে পড়লো গুলির ছিদ্রগুলোর উপর। এক জায়গায় দু'বার গুলি চালাবার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম। ফায়ারের শব্দ হলো। এবার তিনফুট দূরে গুলি-ছিদ্রের নকশা হয়েছে।

ব্র্যাকেট ধরে উঠে দাঁড়ালো রানা। ব্র্যাকেট জড়িয়ে ধরে একেবারে খাড়া হয়ে বাঁ হাতে কেবল-লাইন ধরে রাখলো। এভাবে গুলিবিদ্ধ হবার সম্ভাবনা আশি ভাগ কম।

আরও তিনবার ফায়ার হলো। একটা রানার পায়ের কাছ থেকেই উঠলো রানার বাঁ হাতে ধরা কেবল আলগা হয়ে আসতে চাইছে। ডান হাতে আঁকড়ে রাখা ব্র্যাকেট আরও জাপটে ধরলো। কিন্তু ডান হাত আরও শক্তিহীন, অকেজো হয়ে পড়েছে। ইলেকট্রিক শকের মতো সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে তীক্ষ্ণ ব্যথা। রানা আশা করতে লাগলো, ওরা আর গুলি করবে না। কারবাইনের ম্যাগাজিন চেম্বার শূন্য হয়ে গেছে।

না, সামনের দরজা খুলে গেলো ; শব্দে অনুমান করলো রানা। চোখ ওখানে লেগে রইলো। একটা হাত, তারপর মাথা দেখা গেলো। আব্বাস উঠে আসছে উপরে। রানাকে দেখলো সে। কারবাইনের গুলি বোধহয় শেষ। উঠে এলো তার পিস্তলধরা হাত। এক হাতে উঁচু করে ধরলো ওটা। ট্রিগারে চাপ দিলো।

কিন্তু ভুল করেছে আব্বাস। এক হাতে ভারসাম্য বজায় রেখে, আন্দোলিত অবস্থায় সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলে টার্গেট করতে যাওয়া বোকামি। বিশেষ করে গুলি যেখানে অফুরন্ত নেই। রানার সামনে সাসপেনশন ব্র্যাকেট। আরও ছ'টো গুলি ব্যয় করলো আব্বাস সে ছ টোও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। এবার দেখা গেলো, আব্বাস উপরে উঠেছে আরও খানিকটা। নিচে থেকে সালাল এবং ইয়াফেজ ওকে ঠেলে দিচ্ছে। আব্বাস উঠছে, ওপাশের ব্র্যাকেটের ধার ধরে উঠে হাঁটু ভর দিয়ে বসেছে আব্বাস। এবার নিশানা ব্যর্থ হবে না।

রানা ডান হাতে ব্র্যাকেটটা প্রাণপণ জড়িয়ে ধরে কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা গ্রেনেড বের করে আনতে চাইলো, কিন্তু হঠাৎ হাঁটু ভেঙে পড়ে গেলো সে। কে যেন পা জাপটে ধরেছে। আবার ছুই হাতে ধরে ফেললো রানা ব্র্যাকেট। আব্বাস. টাল সামলাতে ব্যস্ত। পা জাপটে ধরেছে ইয়াফেজ অথবা সালাল, নিচ থেকে হাত বাড়িয়ে। প্রাণপণে টানছে নিচের দিকে। হাঁটুর উপর পড়েছে ছাদের প্রান্ত। আরও টান পড়ছে। রানার আহত হাত আলগা হয়ে আসছে। এক্ষুণি পড়ে যাবে। হারিয়ে যাবে শূন্যে, অন্ধকারে। মৃত্যু, রানা নিশ্চিত মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছে। তাকালো আববাসের দিকে। আববাসও টার্গেট ঠিক করে ফেলেছে। রানা ভাবলো, গুলিটা ঠিক

লাগবে মাথার তালুতে। মুহূর্তে মৃত্যু ঘটবে তার। তার চেয়ে হাত ছেড়ে দিলে শূন্যে ভাসতে ভাসতে প্রাণ শেষ হতে পারে। হ্যাঁ, অনীতার মতো। আলগা হয়ে এলো হাত···তাকালো সামনে, আব্বাস বিকটভাবে হাসছে। হাতের পিস্তল টার্গেট করেছে রানার মাথা। সে বললো, 'মাসুদ রানা, জীবনে অনেক কিছুই নাকি করেছো। এবার তোমার যমদুত সামনে দাঁড়িয়েছে। বলো, জীবনে তোমার শেষ ইচ্ছা কি? একটা গুলিই পিস্তলে আছে, কিন্তু এটা ব্যর্থ হবে না। তোমার মগজের ভেতর দিয়ে এটা ঢোকাবো। বলো শেষ ইচ্ছা কি?'

রানা আরও শক্ত করে ধরলো ব্র্যাকেট। পা'টা টানলো। কিন্তু নড়াতে পারলো না। রানা পারছে না।

তবু রানা হাসলো হঠাৎ। বললো, 'তোমার পেছনে তাকিয়ে দেখো, আব্বাস।'

হাসলো আব্বাস। বললো, 'বড় পুরোনো চাল।' কিন্তু রানার মুখের দিকে চেয়েই তার হাসি উড়ে গেলো। কিছু একটা আকস্মিকতা তাকে চমকে দিলো। ঝট করে পিছনে ফিরলো এবং তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠলো। ফসকে গেলো পিস্তল হাত থেকে। ফেরানো মুখটা আর এদিকে আনতে পারলো না। প্রচণ্ড ভাবে ধাক্কা খেলো কেবল-লাইন ধরে রাখা পিলারের বাড়তি হাতলে। আছড়ে পড়লো ছাতে। দ্বিতীয় শব্দ বেরুলো না মুখ দিয়ে। প্রাণহীন দেহটা গড়িয়ে পড়লো নিচে।

আলগা হয়ে গেলো পা-ধরা হাতের বেষ্টনি। এক ঝট্‌কায় পা উপরে তুলে নিয়ে এলো রানা। পড়ে থাকলো কিছুক্ষণ স্বপ্নের ঘোরে। সে বেঁচে আছে।

আকাশে তাকালো—চাঁদ-তারা, গ্রহ-নক্ষত্র। বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলো, 'দেখো, পৃথিবী দেখো, আমি বেঁচে আছি।' উঠে বসলো। ধরে রাখলো ব্র্যাকেট। দুলছে কেবল-কার। দুই পিলারের মাঝে চলে এসেছে কার, তাই দুলছে বাতাসে। চোখ তুলে তাকালো রানা। দেখলো চতুর্থ ও তৃতীয় পিলারের মাঝামাঝি জায়গায় এগিয়ে আসছে অন্য প্রান্তের কেবল-কার। দু'টো কার মাঝখানের পিলারে পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উঠে দাঁড়ালো। ব্যাগ থেকে বের করলো দু'টো প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ। ব্র্যাকেট যেখানে ছাতের সঙ্গে জোড়া লেগেছে সেখানে গুঁজে দিলো সাবধানে। ফিউজের মুখগুলো আলগা রাখলো। এগিয়ে আসছে পিলারটা। ফিউজ ছিঁড়ে ফেললো রানা। পা দিয়ে আঁকড়ে ধরলো ব্র্যাকেট, ডান হাতে ধরলো তার আর চার হাত···

···হাত পা দিয়ে ধরে ফেললো পিলারের বাড়িয়ে দেয়া হাতল। বুকের হাড়গুলো যেন ভেঙে গেলো। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবার আগেই উঠে পড়লো হাতলের উপর, কার গড়গড় করতে করতে চলে গেলো। দ্রুত অন্য হাতলে চলে যেতে হবে। রানা ঝুলে পড়লো বাদুড়ের মতো। হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেলো পিলারের মাঝখানে। ক্রশ-বারের উপর বসলো। রানার চোখ এইমাত্র ছেড়ে দেয়া নিম্নাভিমুখি কেবল-কারের উপর। ইয়াফেজ্জ সালাল এদিকে দেখছে হাঁ করে। ওরা জানে না এখুনি ওদের কি অবস্থা হবে।···আলোর ঝলক দেখা গেলো। শব্দ হলো পরপর দু'বার। ব্র্যাকেটের একটা খসে গেলো। কাত হয়ে পড়লো কার। একটা হাতলের উপর ভীষণ দোল খাচ্ছে। ওটাও খসে যাবে। ওদের একজন বের হয়ে আসতে চাইলো। ধরতে চাইলো ঝুলন্ত ব্র্যাকেট কিন্তু পারলো না। খসে পড়ে গেলো কার।

রানা ভাবলো এখন যদি জ্ঞান ফিরে আসে আতাসীর, যদি আতাসী

গিয়ার বদলে ব্যাক গিয়ার দিয়ে দেয়? তবে রানাকে এখানেই ঝুলতে হবে? না, তার ধরে ঝুলে পড়বে? প্রার্থনা করলো, আতাসীর জ্ঞান আর পাঁচ মিনিট পরে ফিরুক। ...এগিয়ে আসছে কেবল-কার। এগিয়ে আসছে...।

আতাসী চোখ মেলেতো কালো। চোখ ঠিক মেলতে পারলো না, কিন্তু আলো দেখতে পেলো। কপাল থেকে রক্ত এসে জমাট বেঁধে গেছে চোখে।

'লেফটেন্যান্ট, লেফটেন্যান্ট আতাসী...'

ফায়জার কণ্ঠ। স্কাই-লাইট দিয়ে উঁকি দিচ্ছে ছাত থেকে।

উঠে বসলো আতাসী বললো, 'মেজর কোথায়?'

'ও ওদের কারের উপর লাফিয়ে পড়েছিলো। জানি না, কি হয়েছে,' নির্বিকার কণ্ঠে বললো ফায়জা। 'একটা প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ ব্লাস্ট হয়েছে, তার আগে একজন গড়িয়ে পড়েছে কারের ছাত থেকে, মারামারি করতে গিয়ে। জানি না কে পড়লো।'

'একজন নিচে গড়িয়ে পড়েছে?' আতাসী নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বললো, 'ওটা তবে আমাদের বস্ না।'

'কি করে জানলেন?'

'কি করে জানলাম?' আতাসী বললো, 'ভবিষ্যৎ মিসেস আতাসী বলেছিলো, রানার মতো লোকেরা পানিতে ডুবে মরার জন্যে জন্মায়নি। মিসেস আতাসীর ভবিষ্যৎ স্বামীর কোটেশন হচ্ছে: মেজর রানার মতো লোক কেবল-কারের ছাত থেকে গড়িয়ে পড়ে না।'

উত্তর দিলো না ফায়জা কয়েক সেকেণ্ড। তারপর বললো, 'কিন্তু কেবল-কারটাই যে খসে পড়ে গেছে।'

‘তাই ?’ আতাসী বললো, ‘তবে তো আর ব্যাক গিয়ার দিয়ে কাজ হবে না।’

কারের কন্ট্রোল-প্যানেলের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো আতাসী ফায়জার কথা শুনে। বসে পড়লো মাটিতে। মুখ উপরে তুললো। ডাকলো, ‘মিস ফয়জল ?’

‘বলুন।’ এবার কান্নায় ভারি কণ্ঠ ফায়জার।

‘দেখুন তো একটা কার এদিকে উঠে আসছে কিনা ?’

‘হ্যাঁ, আসছে, ওই তো ওই তো···হ্যাঁ লেফটেন্যাণ্ট, লেফটেন্যাণ্ট আতাসী।’ ফায়জা কথা বলতে পারছে না। এবার সে স্পষ্ট করেই কাঁদছে। এবং হাসছে।

‘মেজর বসে আছে ছাতে ?’ আতাসী জিজ্ঞেস করলো।

‘হ্যাঁ, রানা, রানা বসে আছে···।’ উঠে দাঁড়ালো ফায়জা। মহিউদ্দীনও পাশে দাঁড়ালো। ধরলো ফায়জাকে। নইলে হয়তো ছুটেই যেতো ফায়জা।

আতাসী তাকালো তালা-দেয়া লোহার দরজায়। এক দঙ্গল কুকুর চিৎকার করছে, ডাকছে। ওরা টের পেয়ে গেছে। রানা, মেজর, বস্, হারি আপ···আতাসী, তুমি বাপু সোজা হয়ে দাঁড়াও। ভেঙে পড়লে চলবে না।

দশ

উঠে দাঁড়ালো রানা। কেবল-কারের ছাত থেকে ফায়জা এবং মহি-উদ্দীনকে দেখতে পেলো স্টেশনের ছাতে। শেডের নিচে তাকালো। আতাসীও উঠে দাঁড়িয়েছে কণ্ট্রোল-প্যানেলের কাছে। হাত তুললো রানা প্রাইজ ফাইটারের মতো। তাকিয়ে দেখলো, দাউদাউ জ্বলছে ফোর্ট টাগার্টের পুবদিক।···স্টেশনের ভিতর প্রবেশ করলো কার। আতাসী ব্রেক টেনে দিলো। ওর মুখ রক্তাক্ত। যেন থেঁতলে গেছে। রানা নামতেই আবার ব্রেক নামিয়ে দিলো। কার ঘুরে আবার বাই-রের দিকে এগিয়ে গেলো। কোনো কথা বললো না আতাসী। রানা মুহূর্তে বুঝে নিলো ওর সিরিয়াসনেসের কারণ কি। প্রথম, দরজার ওপাশে কুকুরগুলো যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছে। স্কাই-লাইটে তাকালো রানা। বললো, 'ফায়জা তাড়াতাড়ি নেমে এসো।'

কার গিয়ে ছাতের ঢালে দাঁড়িয়েছে। ফায়জা নামলো তারপর মহিউদ্দীন। অবাক হয়ে গেলো রানা। মহিউদ্দীন কাঁপছে তো নাই, বরং পুরুষ মানুষের মতোই ফায়জাকে ধরে রেখেছে, সাহায্য করছে। ভয় পেতে ভুলে গেছে অভিনেতা। অথবা সাহসের অভিনয় করছে?

কার আবার এসে দাঁড়ালো ভিতরে। উপর থেকে নামলো ফায়জা, তারপর মহিউদ্দীন। দু'জনের কাঁধে ঝোলানো কারবাইন। রানা ফায়জাকে একটু ভাবতে অবসর না দিয়ে তুলে দিলো কারের ভিতরে। আতাসী উঠলো। রানা মহিউদ্দীনকে বললো উঠতে।

দরজা খোলার চেষ্টা হচ্ছে।

মহিউদ্দীন দরজার দিকে তাকালো, 'ওরা পাঁচ-মিনিটের মধ্যে দরজা ভেঙে ফেলবে।'

'তিন মিনিটেও ভাঙতে পারে। কিন্তু ওদের দুটো দরজা ভাঙতে হবে।'

'উপায় ?'

'ভাগ্য।' কন্ট্রোল-প্যানেলের কাছে দাঁড়ালো রানা। 'উঠে পড়ুন।'

'না।' মহিউদ্দীন দরজার দিকে কারবাইন উঁচু করে দাঁড়ালো। বললো, 'আমি কন্ট্রোল-প্যানেল গার্ড দেবো। আপনারা উঠে পড়ুন।'

'আপনি,' রানা কাছে এগিয়ে এলো। 'আপনি পাগল হয়েছেন, মিস্টার মহিউদ্দীন ?'

'না, হইনি।' মহিউদ্দীন বললো, 'মেজর, আপনি ইমোশন দেখিয়ে দেরি করবেন না। উঠে পড়ুন।'

'না,' চিৎকার করে উঠলো রানা।

'হ্যাঁ, তাই হবে, এবং ভালো হবে। আমার বয়স আপনাদের চেয়ে বেশি। আমার চেয়ে পৃথিবীতে আপনাদের প্রয়োজন অনেক বেশি। যান, সবাই মরার চেয়ে একজন মরা অনেক ভালো।'

রানা কোনো কথা না বলে দুর্বল হাতে মহিউদ্দীনের রোগা দেহটা

শূন্যে তুলে কারের ভিতর প্রায় ছুঁড়ে ফেললো। আতাসী ভিতর থেকে চেপে ধরলো অভিনেতাকে।

রানা কার চালু করে দিয়ে দৌড়ে লাফিয়ে উঠলো চলন্ত কারে।

কার ছুটে চললো নিচের দিকে।

পুরো দেড়টা মিনিট কেউ কথা বললো না।

মেঝের উপর হাঁটুতে মাথা রেখে বসে আছে আতাসী। ফায়জা মহিউদ্দীনকে বসিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। রানা তাকালো ফায়-জার দিকে।

আশ্চর্য হয়ে গেলো ও, ফায়জার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির আভাস। রানার চোখে চোখ পড়তেই হাসিটা একটু যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। বললো, 'ভেবেছিলাম, তুমি বুঝি মরেই গেছো।'

'হ্যাঁ, গত কয়েক মিনিটে আমি কয়েকবার নতুন জীবন লাভ করেছি,' বললো রানা। 'তোমাকেও মনে হচ্ছে নরক থেকে ঘুরে এলে।' হাতটা রাখলো ওর কাঁধে। বললো, 'আর ভয় কি, আমরা অর্ধেকটা পথ প্রায় এসে গেছি।'

'মাত্র অর্ধেক!' ফায়জা বললো, 'ওরা হয়তো এতক্ষণে দরজা ভেঙে ফেলেছে।'

'ফেললে আর করার কিছু নেই। ওরা এখুনি ব্যাক গিয়ার দেবে।'

'আবার তবে ফিরে যাবো ফোর্টে?' ফায়জার দেহের শিহরণ অনুভব করলো রানা। রানা নিজেই ভয় পেয়ে গেছে, যে কোনো মুহূর্তে। দাঁড়িয়ে পড়বে কেবল-কার। চলতে শুরু করবে উল্টো দিকে, চারজন অর্ধমৃত মানুষকে নিয়ে সময় গুণলো রানা, মৃত্যুর প্রহর, মৃত্যুর মুহূর্ত। এক একটি সেকেণ্ড এক এক ঘণ্টার মতো দীর্ঘ মনে হচ্ছে। দু'হাতে ফায়জার মুখটা ধরলো রানা। একটু আগে রানার মুখের ভাব

সে দেখেছে। ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে ফায়জা, হয়ে গেছে মৃত্যু-শীতল। কেবল-কার এগিয়ে চলেছে। দু'হাতে বুকে জড়িয়ে নিলো ভীতু মেয়েটাকে। রানা নিজের জন্যে লজ্জা পেলো। সেও ভয় পেয়েছে, মেয়েটার তা জানতে বাকি নেই। রানা বললো, 'ভয় কি, আমরা ঠিক পৌঁছে যাবো কায়রো।'

'কায়রো?' থেঁতলে যাওয়া মুখটা তুলে তাকালো আতাসী। রাগত কণ্ঠে বললো, 'নাইল হিলটনের মেনু হাতে না পাওয়া পর্যন্ত ওকথা আমি বিশ্বাস করছি না, বস।'

কিন্তু ফায়জা বিশ্বাস করেছে। ও তার দেহের ভার রানার উপর ছেড়ে দিয়েছে। রানা ওকে সরিয়ে দিয়ে উঁকি দিলো বাইরে। আতাসীকে বললো, 'লেফটেন্যান্ট, তৈরি হও। এখন যদি কার উল্টো দিকে চলতে থাকে তবু আমরা ফিরে যাবো না। কার এখন পনেরো-বিশ ফুট উঁচু দিয়ে যাচ্ছে। এটুকু আমরা লাফিয়ে নামতে পারবো। নিচে বালি আছে, হাত পা না ভাঙারই সম্ভাবনা।'

রানা দরজা খুলে ফেললো। ঝুঁকে পড়ে নিচটা দেখলো। দেখলো ওদিকটা। ফোর্ট টাগার্ট জ্বলছে। আতাসীও উঠে দাঁড়িয়ে দেখছে জ্বলন্ত ফোর্ট টাগার্ট। অপূর্ব দৃশ্য! নিশ্চয়ই ব্যারাক থেকেও দেখা যাচ্ছে এই দৃশ্য! স্টেশনে হয়তো বসে আছে রিসেপশন কমিটি।

কেবল-কার থেমে গেলো একটা ঝাঁকি খেয়ে। চারজনের ফ্যাকাশে মুখ। রানা ফায়জাকে টেনে নিয়ে গেলো দরজার কাছে। আতাসী রানাকে সরিয়ে দিলো। বললো, 'আমার হাত দু'টো এখনও গুলি-বিদ্ধ হয়নি।' দরজার কাছে বসে পড়লো ফায়জাকে নিয়ে। বাঁ-হাতে ধরলো দরজার ফ্রেম। ফায়জাকে কোমর ধরে বাইরে নামিয়ে দিলো। ফায়জা ঝুলে পড়লো আতাসীর হাত ধরে। ঝুঁকে পড়লো

আতাসী যতোদূর পারলো। ছেড়ে দিলো ফায়জাকে। মহিউদ্দীন এবার নিজেই এগিয়ে গেলো। মহিউদ্দীন নিচে পড়ার আগেই চলতে শুরু করলো কারটা উল্টো দিকে, টাগার্টের দিকে। রানাকেও নামালো আতাসী। রানার ওজন ধরে রাখতে মনে হচ্ছিলো হাত বুঝি ছিঁড়ে যাবে। তারপর নিজে ঝুলে পড়লো আতাসী। ছেড়ে দিলো হাত। নেমেই দেখলো রানা ব্যাগ থেকে বের করে নিয়েছে গ্রেনেড। আতাসীর হাতে দিলো দু'টো। বললো, 'এটা ছুঁড়ে দাও গাড়ির ভেতরে। তোমার হাত নিশ্চয়ই ভালো আছে।'

'ছিলো একটু আগে পর্যন্ত।' কথাটা বলেই গ্রেনেড ছুঁড়ে দিলো আতাসী। প্রথমটা গায়ে লেগে বার্স্ট করলো দ্বিতীয়টা গিয়ে ভিতরে পড়লো। বিস্ফোরণ ঘটলো।

রানা ধরলো ফায়জার হাত। পূর্বদিকে ছুটতে লাগলো চারজন, অন্ধকার আর অলিভ গাছের ভিতর দিয়ে। ওরা ছুটছে...'

'কোথায় এখন?'

'কাবালা রোড,' বললো রানা। 'মাইক্রোবাস।'

রাস্তার মোড়ে সবাই একটা আড়ালে গা ঢাকা দিলো। এগিয়ে গেলো আতাসী গাড়ি আনতে। দু'মিনিট পর ফিরে এলো। মুখ তার শুকনো, ফ্যাকাশে।

বললো, 'গাড়ি নেই।'

'মার্সিয়া নিয়ে গেছে,' রানা বললো। ঠিক এ সময় অন্ধকারে একটা অ্যাম্বুলেন্স-কার এসে থমকে দাঁড়ালো তাদের সামনে। অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভিং সীট থেকে নামলো মার্সিয়া। দ্রুত পিছনের দরজা খুলে

ফেললো। ড্রাইভিং সীটে উঠলো রানা, অন্যরা পিছনে।

অ্যাম্বুলেন্সের মাথার উপরে লাল আলো ঘুরতে লাগলো। চলতে শুরু করলো গাড়ি। বেজে উঠলো চারদিক সচকিত করে অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন।

মার্সিয়া ড্রাইভিং সীট এবং পিছনের সংযোগ-দরজা খুলে কিছু বলার আগেই রানা বললো, 'মাইক্রোবাস বদলে এটা এনেছো তার জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু গ্রেনেড, প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভগুলো···?'

'পিছনে আছে। বিয়ারের বোতলও এনেছি।'

'ধন্যবাদ।'

মার্সিয়ার কাঁধে কার যেন হাত পড়লো। তাকিয়ে দেখলো, আতাসী। মার্সিয়া হাসিমুখে ঘুরে দাঁড়াতেই আতাসী ওর গালে চুমু খেলো। সবিস্ময়ে তাকালো ও।

আতাসী বললো, 'তুমি আমাকে দেখে খুশি হওনি?' কাঁদো-কাঁদো ভাব তার কণ্ঠে, 'জানো, আমি মরেই যেতাম আর একটু হলে?'

'হুঁ, দু'ঘন্টা আগের মতো হ্যাণ্ডসাম অবশ্যি আপনাকে লাগছে না!' মার্সিয়া আতাসীর রক্তমাখা মুখে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, 'এই দু'ঘন্টা আগেই তো আমাদের পরিচয়।'

'মাত্র দু'ঘন্টা!' মাথায় হাত দিয়ে স্ট্রেচারে শুয়ে পড়লো আতাসী, 'আমার মনে হচ্ছিলো বিশ বছর কেটে গেছে।'

'আরও বিশ বছরের জন্য তৈরি হও, লেফটেন্যাণ্ট।'

আতাসী উঠে পড়লো বিরক্তির সঙ্গে। ফায়জার হাত থেকে তুলে নিলো কারবাইন। গ্রেনেড প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ পিছনের দিকে জমা করলো। ভেঙ্গে ফেললো পিছনের দরজার উপরের দিকের একটা কাঁচ। কারবাইন বসালো ওখানে। বললো, 'একটু প্রেম করবো,

তারও উপায় নেই।'

রানার পাশে গিয়ে বসেছে ফায়জা। রানার সন্ধানী দৃষ্টি রাস্তার উপর নিবদ্ধ। লোকের মধ্যে সন্ত্রাস। জ্বলছে ফোর্ট টাগার্ট, বারাক বেন কানান, কানানের বজ্র। পাগলের মতো ছুটে চলেছে অ্যাম্বুলেন্স। ফায়জা দেখলো, রানার ডান হাতের আস্তিন বেয়ে নামছে কাঁচা রক্ত।

ফায়জার হাত উঠে গেলো স্টিয়ারিং ধরে রাখা হাতটা ধরতে, কিন্তু ধরলো না। নিজেকে সামলে নিলো ঠোঁট কামড়ে ধরে। কিন্তু মুখ থেকে অস্ফুট উচ্চারণ বের হয়ে গেলো, 'রানা

রানা এদিকে না তাকিয়েই বললো, 'ভেতরে যাও।'

গাড়ি এখন ঢুকে পড়েছে কিং ডেভিড রোডে।

মার্সিয়া এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো রানার পিছনে। অ্যাক্সিলারে-টারের উপরের চাপ কমিয়ে দিলো রানা। মার্সিয়া রুদ্ধশ্বাসে বললো, 'এ পথে এলে কেন, রানা। আমি ক্লাব থেকে হাসপাতালে ফোন করে গাড়ি এনে ড্রাইভার আর তার আসিস্ট্যাণ্টকে আমার ঘরে আটকে পালিয়ে এসেছি। ওরা...'

রানা দেখলো, রাস্তার দু'পাশে গোটাকয়েক মোটর সাইকেল দাঁড়িয়ে আছে হতবাক হয়ে। কাছাকাছি যেতেই হুঙ্কার দিয়ে উঠলো গোটা-দশেক মোটর সাইকেল। রানা ফুট-বোর্ডের সঙ্গে চেপে ধরলো অ্যাক্সি-লারেটার। গাড়ির স্পীডমিটারের কাঁটা উঠলো নব্বই কিলোমিটারে। গাড়ির গতির সঙ্গে সমানে আর্তনাদ করে উঠলো সাইরেন। উপরে লাল বিপদ সংকেতের ঘূর্ণি দ্রুততর হলো। মোটর সাইকেল আরোহী এম. পি-দের মধ্যে দ্বিধা দেখা গেলো। রানা চেঁচিয়ে বললো, 'আতাসী, গ্রেনেড!'

অ্যাম্বুলেন্স পার হয়ে যেতেই সার্জেন্ট মোটর সাইকেল স্কোয়াড-কে কিসের যেন নির্দেশ দিলো। কিন্তু সাথে সাথেই সেখানে এসে পড়লো কয়েকটা গ্রেনেড, বিস্ফোরণ হলো বিকট শব্দে।...

অ্যাম্বুলেন্স তখন মাতালের মতো ছুটছে। শহরে তখন ত্রাস। সবাই পালাচ্ছে, সবাই ভয় পেয়েছে। বারাক বেন কানান জ্বলছে। অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনে পথের লোক ফিরে তাকাচ্ছে এবং খ্যাপাটে গতি দেখে ছিটকে পড়ছে রাস্তার দু'পাশে।

মার্সিয়া বললো, 'এবার গাড়ি ঢুকবে ব্যারাকে।'

স্ট্রেচারে বসে নিজেকে সামলাচ্ছিলো ফায়জা। ভয়ে ভয়ে তাকালো, 'ব্যারাকে কেন?'

'এয়ার-ফিল্ডে যাবার দ্বিতীয় পথ নেই।'

রানা গাড়ির গতি হঠাৎ কমিয়ে আনলো

মার্সিয়া বললো, 'ব্যারাক।'

আতাসী একটা স্ট্রেচার পিছনের কম্পার্টমেন্টের দরজার সঙ্গে খাড়া করে দিয়ে আড়ালে দাঁড়ালো। মার্সিয়া সামনের সীটে বসলো। মার্সিয়ার পাশে নিচু হয়ে বসে পড়লো ফায়জা। রানা গাড়ির ভিতরের আলো অফ করে দিলো। গাড়ি এগিয়ে চললো ব্যারাকের গেটের দিকে। কিন্তু তার গা-হাত-পা হিম হয়ে এলো সঙ্গে সঙ্গে।

গেটের দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে দু'টো ট্যাঙ্ক, দৈত্যের মতো।

রানা বললো, 'সবাই ফ্লোরে শুয়ে পড়ো।'

ওরা ভিতরে গিয়ে মেঝে আঁকড়ে শুয়ে পড়ার আগেই রানা ব্রেক কষলো। উত্তেজিত কণ্ঠে গেটের সেন্ট্রিদের উদ্দেশ্যে বললো, 'টেলিফোনে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করো। কর্নেল ফ্রেমণ্ট আহত। গুলি লেগেছে বুকে, দু-দুবার।' গার্ডের উদ্যত স্টেনগানের

ট্রিগারে আঙুল, মুখে থতোমতো ভাব। ধমক দিলো রানা, 'হাঁ করে আমার রূপ দেখছো?'

'আমরা একটা ফোন-কল পেয়েছি···একটা অ্যাম্বুলেন্স···'

'মাতাল, মাতাল!' রানা হতাশ সুরে বললো, 'কালই এর কোর্ট মার্শাল হবে দেখছি! হাটো।' বলেই কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে গাড়ির গিয়ার দিলো। এবং গাড়ি চলতে শুরু করলো, আস্তে আস্তে। ব্যারাকের ভিতরে ধীর গতিতে এগুচ্ছে। সাইরেন চিৎকার করে চলেছে। উপরে লাল আলো ঘুরছে।

গাড়ি এগিয়ে চলেছে ফার্স্ট গিয়ারে বিস্মিত সোলজাররা হাঁ করে দেখছে। গাড়ি পার হয়ে গেলো ওদের। কিছুদুর এগিয়ে দেখলো, একদল মোটর আরোহী সার্জেন্ট তাদের পার হলো। পাশ কাটালো দু'টো লরি। লরি বোঝাই হচ্ছে সোলজারে। ওরা যাচ্ছে বাইরে, হয়তো রানাদের সন্ধানে। বোঝা গেলো, ফোর্টের খবর চারদিকে ছড়িয়ে গেছে। একটু গতি বাড়ালো গাড়ির। একদল অফিসার এক-খানে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত আলোচনা করছে। অ্যাম্বুলেন্স দেখে তাকালো। রানা গাড়ির জানালা দিয়ে গলা বের করে বললো, 'কর্নেল ফ্রেমণ্ট পেটাহ টিকভা ক্লাবের দোতালায় এক ওয়েট্রেসের ঘরে আহত হয়েছেন। গেরিলা শালাদের কাজ। শীঘ্রি—'

থমকে গেলো রানা অফিসারদের ভিতরে একটি পরিচিত মুখের বিস্ফারিত চাউনি দেখে। পেটাহ টিকভার সেই ক্যাপ্টেন, যার কাছে রানা নিজের পরিচয় দিয়েছিলো মেজর জেসি দায়ান বলে।

চমকে গিয়েই রানার পা-ফুটবোর্ডে অ্যাক্সিলারেটারের উপর ফ্ল্যাট হয়ে বসে গেলো। একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে গাড়ি ছিটকে এগিয়ে গেলো। ছুটতে লাগলো অন্য প্রান্তের গেটের দিকে। রাস্তা ছেড়ে

সবুজ ঘাসের লনের উপর দিয়ে ছুটে চললো গাড়ি। রাস্তায় উঠলো কিন্তু তখন ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে লাগছে পিছনের দরজায়। ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে দরজা।

এক মিনিট পর হঠাৎ কেঁপে উঠলো গাড়িটা। স্টিয়ারিং ধরে রাখা হাত চাকার কন্ট্রোল রাখতে পারলো না। দেখা গেলো একটা বিরাট ছেঁদা হয়ে গেছে জানালার কাঁচের ওপর।

আতাসী বললো, 'বস্, কামান দাগছে ওরা।'

অ্যাম্বুলেন্সকে একবার এদিকে আবার অন্যদিকে করে চালাচ্ছে রানা। সীটের ভিতরে প্রায় ডুবে গেছে।

কামানের দ্বিতীয় গুলিটা পেছন থেকে ঢুকে সামনে কাচ ভেঙে বের হয়ে গেলো।

আতাসী বললো, 'টার্গেট প্র্যাকটিসের ডামি এগুলো। ভয় দেখাচ্ছে।'

'ভয় নয়, বেদুইনজী,' রানা বললো। 'গোলাগুলো বিশেষভাবে তৈরি। দু'ইঞ্চি লোহার মধ্যে ঢুকলে এটা ব্লাস্ট করে।' হাসলো, 'মশা মারতে কামান দাগা, আর কি।'

গুলির একটা ফুটো দিয়ে উঁকি দিয়ে আতাসী বললো, 'বস্, দুটো লরি রওনা হয়েছে। শালারা ধাওয়া করছে আমাদের।'

'বাঁচলাম!'

'কেন?'

'এখন আর কামান দাগবে না,' রানা বললো। 'মার্সিয়া, ব্রিজটা কয় মাইল এখান থেকে?'

'মাইল দুয়েক।'

'আতাসী,' ডাকলো রানা। 'প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ নাও। তিন মিনিট পর যাতে ব্লাস্ট করে এইভাবে ফিউজ ঠিক করো। ব্রিজ উড়িয়ে দিতে হবে।'

'দরকার হবে না, মেজর,' বললো মার্সিয়া। 'এখানকার গেরিলা বাহিনীর ফেদাইনরা আমাকে বিদায় জানাবে ব্রিজটা উড়িয়ে দিয়ে।'

'আল ফাত্তার ফেদাইন, তোমার বন্ধুরা।'

'হ্যাঁ।'

অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন বন্ধ করে দিলো রানা। প্রচণ্ড গতিতে অন্ধকারে শিহরণ জাগিয়ে এগিয়ে চলেছে গাড়িটা।

'তেরো মিনিট,' বললো কর্নেল সিক্স। 'আপনি পৌঁছাতে পারবেন ঠিক সময়ে?'

মসকুইটো বম্বারটা পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে এগিয়ে চলেছে। উইং কমাণ্ডার ইকবাল বেগ তাকালো কর্নেলের দিকে। হাসলো, বললো, 'আমি বোধহয় পারবো পৌঁছাতে—ক্র্যাশ-ল্যাণ্ড করতে হলেও।' থেমে বললো, 'কর্নেল, ওরা পৌঁছাতে পারবে কি?'

'জানি না, কমাণ্ডার। জেনারেল তো ভেঙেই পড়েছেন। তাঁর বিশ্বাস ওরা টার্গার্টে ধরা পড়েছে। সাফেদ মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট। ফোর্ট থেকে বের হতে পারলেও সাফেদ শহর থেকে পালাবার কোনো সম্ভাবনা নেই, অন্তত আমি কোনো সম্ভাবনা দেখছি না। ...না, কোনো সম্ভাবনা নেই, কমাণ্ডার!'

'তবু আপনি এলেন কেন?'

'আমিই ওদের পাঠিয়েছি।' ফাঁকা ফাঁকা শোনালো কর্নেলের

কণ্ঠ। প্লেন দ্রুত কয়েকবার এদিক ওদিক কাত হলো। কর্নেল বাইরে উঁকি দিলো সাইড-স্ক্রীন দিয়ে। বললো, 'এতো নিচু দিয়ে ফ্লাই করছেন কেন?'

'জিওনিস্ট রাডারগুলোকে ফাঁকি দিতে,' উত্তর দিলো উইং কমাণ্ডার।

'আপনি ঠিক পথে যাচ্ছেন তো?'

উইং কমাণ্ডার হাসলো। চোখে তার কৌতূহল। বললো, 'তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর তিন মিনিটের পথ। ওই দেখুন টাগার্ট ফোর্ট। বহ্নি উৎসব হচ্ছে, আমাদের ছেলেরা বন-ফায়ার করছে। অ্যামুনিশন-রুমে আগুন ধরে গেছে। মেজর মাসুদ রানার রনসন ভ্যারাফ্লেম গ্যাস লাইটারের গুণ আছে!'

কর্নেল দেখলো। নীল চশমার মধ্যে নীল চোখ দু'টো একটু কাঁপলো। বললো, 'অদ্ভুত দৃশ্য। কানানের বজ্র, বারাক বেন-কানান জ্বলছে।'

'আরও সুন্দর দৃশ্য দেখুন,' উইং কমাণ্ডার বললো, 'ওই যে দেখুন, শহর ছেড়ে উত্তরের রাস্তা ধরে এয়ার-ফিল্ডের দিকে এগিয়ে চলেছে একটা গাড়ি। আর হ্যাঁ, দু'টো গাড়ি সামনের গাড়িটাকে ফলো করছে। হারি আপ বয়, হারি আপ মেজর রানা। কর্নেল, জীবনে এতো সুন্দর দৃশ্য কোনোদিন দেখেছেন, যা আশায় বুক ভরিয়ে দেয়?'

কর্নেল তখন ঝুঁকে পড়েছে সাইড-স্ক্রীন দিয়ে। মৃদু কণ্ঠে বলছে, 'হারি আপ, হারি আপ...'

রানা অ্যাম্বুলেন্সের গতি কমিয়ে দিলো। কাঠের ব্রিজ। দশ মাইলের বেশি গতিতে পার হওয়া উচিত নয় কিন্তু গতি সামান্য কম

হতেই পিছনের গাড়ি থেকে বর্ষিত হলো আরও একঝাঁক গুলি। রানা চল্লিশ মাইল স্পীডে উঠে পড়লো ব্রিজে। ব্রিজ কাঁপছে, চাকার নিচে থেকে আলগা হয়ে যাচ্ছে স্লিপারগুলো।

সামনের চাকা দু'টো আবার রাস্তা স্পর্শ করতেই অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিলো রানা। মাসিয়া উঠে দৌড়ে গিয়ে দাঁড়ালো পিছনের দরজায়। ভাঙা কাঁচ দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলো। পিছনের প্রথম লরিটা উঠে পড়েছে ব্রিজের উপর। দ্বিতীয়টাও উঠে এলো। ওরা খুব সাবধানে এগুচ্ছে। লরি অনেক বেশি ভারি

চারদিক ঝলসে দিলো একটা আলোর ঝলকানি। ব্রেক কষলো রানা। পিছনের দরজাটা খুলে ফেললো মাসিয়া। পুরো ব্রিজটা শূন্যে উঠলো দু'টো লরি নিয়ে। প্রচণ্ড শব্দ। আগুন জ্বলছে। দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে। আতাসী সেই আগুনের আলোয় দেখলো মাসিয়ার চোখ দু'টো চকচক করছে দেখলো পানি গড়িয়ে পড়ছে গাল বেয়ে। খুশির কান্না? আতাসী ওর কাঁধে হাত রাখলো। কিছু বলতে পারলো না। গাড়িটা আবার গতি ফিরে পেতেই আতাসী মাসিয়াকে শক্ত করে ধরলো। মাসিয়া আশ্রয় নিলো ছ' ফিট দু ইঞ্চি দেহ-ধারীর বুকে। আস্তে করে বললো, 'আতাসী, আমি ছিলাম এদের দলনেত্রী। এখানকার আরব গেরিলাদের। আমি ওদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি, আমি আমার দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছি…'

'আমরা আবার আসবো, দু জন মিলে আসবো, লায়লা,' আতাসী বললো আবেগের সঙ্গে।

'লায়লা!' মাসিয়া মুখ তুলে তাকালো, 'লায়লা কে?'

'কেন, বস্ যে বলেছিলো তোমার আসল নাম লায়লা।'

'যাঃ! মেজর তোমার সঙ্গে রসিকতা করেছেন। আমার আসল নাম…কায়রো গিয়ে বলবো মাসিয়ার চোখে রহস্যের ছায়া মেশানো।

'গোলাপকে যে নামেই ডাক…'

'আতাসী, আমরা এসে গেছি। কারবাইন তুলে নাও।' রানার কণ্ঠে কমাণ্ড।

'ইয়েস্, বস্।' কারবাইন তুলে নিলো আতাসী। গাড়ি থামলো। প্রথম নামলো আতাসী, তারপর মাসিয়া, মহিউদ্দীন। রানার সঙ্গে নামলো ফায়জা। সবার হাতে কারবাইন বা পিস্তল।

রানা বললো, 'গাড়ির আড়ালে দাঁড়াও।' সবাই দেখলো, সামনে একটা এয়ার-ফিল্ড। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে আছে ছোট্ট এয়ার-টার্মিনাল।

রানা বললো, 'ইমার্জেন্সী ল্যাণ্ডিং-এর জন্যে এই ফিল্ড ব্যবহার করা হয়। সামান্য কয়েকজন লোক এটা মেনটেইন করে। দাঁড়াও, দেখো কোনো উত্তর আসে কিনা।'

রানা কারবাইন তুলে একটা ফায়ার করলো। দূরে পাহাড়ে পাহাড়ে শব্দটার প্রতিধ্বনি হলো। শব্দটা অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে চারদিক নিশ্চুপ হয়ে গেলো। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে এগুলো ওরা। অন্ধকারে জ্বলতে লাগলো গাড়ির হেড-লাইট। এয়ার-ফিল্ড আলোকিত। ছোট একটা কন্ট্রোল-রুম।

কেউ নেই, কিন্তু ছিলো। তিনটে মৃতদেহ পেলো ওরা। প্রথমটা কন্ট্রোল-রুমের বারান্দায়, দ্বিতীয়টা ট্র্যানসিভারের সামনে। ট্র্যানসিভারটাও নষ্ট করে দেয়া হয়েছে। তৃতীয় দেহ পেলো রান-ওয়েতে।

রানা তাকালো মাসিয়ার দিকে। বললো, 'তোমার বন্ধুদের কাজ, আমাদের ঝামেলা কমিয়ে দিয়ে গেছে।'

'মিস্ অনামিকা, তোমার বন্ধুদের তো বিশেষ সুবিধার মনে হচ্ছে না!' ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো আতাসী।

'রানা, রানা' ফায়জার উত্তেজিত কণ্ঠে রানা দৌড়ে বের হলো ঘর থেকে। দেখলো, ফায়জা আকাশ দেখাচ্ছে। দেখলো, একটা প্লেন এদিকে আসছে।

'উইং কমাণ্ডার ইকবাল বেগ,' আতাসী চিৎকার করে বললো। সবাই যোগ দিলো, 'হিপ হিপ হুররে...'

রানা বললো, 'কর্নেল সিক্স।'

সবাই বললো, 'হিপ হিপ হুররে।'

ফায়জা রানার কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়ে রানার কানে কানে বললো, 'মেজর মাসুদ রানা...রানা...রানা...'

বম্বারকে একেবারে ছ'হাজার ফিট উপরে নিয়ে গেলো উইং কমাণ্ডার। তারপর ছুটে চললো ভূমধ্য সাগরের দিকে। ভূমধ্য সাগরের উপরে যেতে পারলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার অবসর পাওয়া যাবে। প্লেনের গতি তখন হবে কায়রোর দিকে।

মসকুইটোর পিছনে মেঝেতে পা মেলে দিয়ে বসেছে সবাই। কর্নেল সিক্স দরজায় হেলান দিয়ে পাশ ফিরে কো-পাইলটের সীটে বসা। ডান হাত উরুর উপর রাখা, স্টেনগানটার উপর। কর্নেল কোনো প্রশ্ন করলো না। না আব্বাসদের অনুপস্থিতি সম্পর্কে, না নতুন দু'টি মেয়ে সম্পর্কে।

ফায়জা প্লেনে উঠেই উইং কমাণ্ডারের কাছ থেকে ফার্স্ট-এইড বাক্স নিয়ে রানার পাশে বসেছে। কাঁচি বের করে মেজরের লেবেল-মারা ডান হাতের আস্তিনটা কেটে ফেললো। দেখলো আগের ব্যাণ্ডেজ-টাকে একটা রক্তের দলা মনে হচ্ছে। এখনও রক্ত বেরুচ্ছে। ফায়জা নতুন করে ব্যাণ্ডেজ করতে লাগলো। মার্সিয়া আতাসীর মাথা আর ডান গালের ক্ষত পরিষ্কার করছে।

রানার ঠোঁটে একটা সিগারেট ধরিয়ে দিলো ফায়জা।

চোখ বুজে হেলান দিয়ে বসেছে রানা। মুখ ফ্যাকাসে, ক্লান্ত। তাকালো কর্নেল সিক্সের দিকে। বললো, 'আপনি নিজে এসেছেন, সে জন্যে আমরা সবাই কৃতজ্ঞ, কর্নেল।'

'না এসে উপায় ছিলো না, মেজর,' কর্নেল বললো। 'কায়রোর রুম নাম্বার সিক্সে বসে থেকে থেকে আমি পাগল হয়ে যেতাম আর কিছুক্ষণ হলে। তাই চলে এসেছি। আমিই আপনাদের পাঠিয়ে-ছিলাম। মাহের পাশা মরলো, আজহারী গেলো, আব্বাসের মতো শক্ত মানুষটাও বাঁচলো না, ইয়াফেজ সালাল—অল ডেড মেজর, অনেক দাম দিতে হলো। এরা ছিলো আমাদের সেরা লোক।'

'সবাই?' রানা মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, চোখ বুজেই। তারপর তাকালো।

চশমা খুললো কর্নেল সিক্স। বললো, 'যার জন্যে গিয়েছিলেন, পেয়েছেন?'

'পেয়েছি,' বললো রানা।

'পেয়েছেন! কোথায় রাহাত খান?'

মহিউদ্দীন ঘুমিয়ে আছে এক কোণে।

'রাহাত খান না। পেয়েছি বিশ্বাসঘাতকদের।'

'কে ?'

'আব্বাস।'

'আব্বাস! আসাদ আব্বাস ?' কর্নেল একটু সোজা হয়ে বসে রানাকে দেখলো। বললো, 'অবিশ্বাস্য। আমি বিশ্বাস করি না।'

'এবং সালাল,' রানা বললো। 'আর ইয়াফেজ।'

'এবং সালাল আর ইয়াফেজ মাথা নাড়লো কর্নেল, বললো, 'মেজর রানা, আপনি সুস্থ তো ?'

'এখন হয়তো আগের মতো নই,' বললো রানা। 'কিন্তু যখন ওদের হত্যা করি তখন ছিলাম।'

'আপনি—আপনি ওদের হত্যা করেছেন, মেজর ?'

'আমি আগেও বিশ্বাসঘাতক হত্যা করেছি, কর্নেল। আপনি আমাদের ডিপার্টমেণ্টে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন।'

'কিন্তু কিন্তু বিশ্বাসঘাতক! ওরা তিনজনই ? অসম্ভব, অসম্ভব। আমি বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করবো না।'

'কিন্তু এটা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন, স্যার ?' রানা বললো। পকেট থেকে বাঁ হাতে বের করে এনেছে সে একটা নোট-বই। বললো, 'নাম, পরিচয় এবং যোগাযোগের ঠিকানা। পুরো আরব দেশের সামরিক আধা-সামরিক দপ্তরে যতোগুলো ইসরাইলী এজেণ্ট কাজ করছে তাদের প্রত্যেকের। আপনি নিশ্চয়ই আব্বাসের হাতের লেখা চেনেন ? এটা আব্বাসই লিখেছে।'

কর্নেলের চোখে এই প্রথম কম্পন দেখলো, বিস্ময় দেখলো রানা। পুরো তিন মিনিট ধরে নাম, ঠিকানাগুলো দেখলো কর্নেল। তারপর

তাকালো রানার দিকে।

'এটা আরব শক্তির সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দলিল,' কর্নেল বললো, 'মেজর মাসুদ রানা, প্রতিটা আরব চিরকাল আপনার এবং আপনার দেশের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।'

'ধন্যবাদ, কর্নেল।'

'কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, মেজর, এ ডকুমেণ্ট কোনোদিন আরব-দের হাতে পৌঁছাবে না।' কর্নেল কোলের উপর রাখা স্টেনগান তুলে নিলো। লক্ষ্য স্থির হলো রানার বুকে। ফায়জা আর মাসিয়ার মুখ থেকে একটা আর্তনাদ বেরুতে গিয়ে থমকে গেলো। কর্নেল বললো, 'আশা করি আপনি কোনো ছেলেমানুষি করবেন না, মেজর।'

পাইলটের সীট থেকে উঠে দাঁড়াতে গেলো উইং কমাণ্ডার ইকবাল বেগ। সেদিকে তাকিয়ে কর্নেল বললো, 'প্লেন সোজা চালিয়ে যান। মাল্টায় ল্যাণ্ড করাবেন।'

'বস্, কর্নেলটা কি পাগল হয়ে গেলো?' আতাসীর প্রশ্ন।

'পাগল ও বছর কয়েক আগেই হয়েছে,' বললো রানা। 'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টল্‌মেন, আমি আপনাদের সামনে এশিয়া ও আফ্রিকার ভয়ঙ্করতম সিক্রেট এজেন্টকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, ইনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ডবল এজেন্টও বটে।' রানা চুপ করে সবার মুখের দিকে তাকালো। নিশ্চুপ। সবার চোখের বোবা চাউনি একবার স্টেনগান আর একবার রানার দিকে ফিরছে। রানা আবার শুরু করলো, 'কর্নেল সিক্স ওরফে কর্নেল আজিজ আল আমিন, আপনার কোর্ট-মার্শাল হবে আজ বিকেলে। আগামীকাল সকালে গুলি করে মারা হবে সব ক'টা বিশ্বাসঘাতককে একসঙ্গে। যাদের নাম আছে এই নোট-বুকে কেউ

বাদ যাবে না।'

'সত্যি?' কর্নেল জিজ্ঞেস করলো। কিন্তু স্টেনগান ধরা হাতটা একটু কেঁপে গেলো যেন। আস্তে করে বললো, 'তুমি আমার কথা জানতে?'

'জানতাম,' বললো রানা। 'কায়রো এসেছিলাম বন্ধুর হত্যা-রহস্য উদ্ধারের জন্যে। তখনই জেনেছিলাম। ছাব্বিশে জুলাই রোডে রুম নাম্বার সিক্সে আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দেশে ফিরে যাই। এ ঘটনাটা আপনি জানেন। কিন্তু আসলে আমি গিয়েছিলাম জেনারেল আরাবীর কাছে, সিরিয়ায়। ওখানে আপনার কথা শুনি। আপনার দুঃসাহসের কথা। কিভাবে কয়েকটা বছর আপনি ফোর্ট টাগার্টে ছিলেন, কি করে পালিয়ে আসেন...ইত্যাদি। কিন্তু আমি তা এক-বর্ণও বিশ্বাস করিনি। আপনি ফোর্ট টাগার্টে বসে আরব বাহিনীকে মিথ্যে খবরের সঙ্গে দু'একটা ছোট খবর দিতেন। আর আসল খবরগুলো দিতেন টাকা খেয়ে ইসরাইলীদের হাতে তুলে। আপনি ফোর্ট টাগার্ট থেকে পালিয়ে আসেন, কারণ আপনার সন্দেহ হয়েছিলো, আগামী যুদ্ধে ইসরাইল হয়তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এখানে এসে আপনি এবং আপনার পুরো গুপ্তচর বাহিনী আরবদের সমস্ত পরিকল্পনার কথা ইসরাইলকে জানালেন। গুপ্ত দলিল তুলে দিলেন তাদের হাতে।'

'পুরোনো কথা বলে আর লাভ নেই, মেজর,' বললো কর্নেল। 'বুঝলাম, আমার সম্বন্ধে সবই জানেন আপনি।'

'আপনি শুনলে দুঃখিত হবেন কর্নেল, জেনারেল আরাবীকে আমার সন্দেহের কথা বলামাত্রই তিনি বিশ্বাস করেছিলেন। কেননা তাঁরও

একটা সন্দেহ দানা বেঁধে উঠছিলো। কর্নেল, জিজ্ঞেস করলেন না, কেন সন্দেহ করেছিলাম আপনাকে ?'

'প্রয়োজন নেই।'

'ঠিক আছে। আমি সন্দেহ করেছিলাম, কিন্তু ইচ্ছে করেই কায়রোতে আপনাকে হত্যা করিনি। তখন মেজর জেনারেল রাহাত খানের কায়রো সফরের গল্প করেছিলাম কোনো প্ল্যান না করেই। গল্প করেছিলাম নিজেকে রক্ষা করার জন্যে। কেননা, আপনি আমাকে কায়রো ত্যাগ করতে দিতেন না জীবিত অবস্থায়। তাই লোভ দিয়ে রেখে আরাবীর সঙ্গে দেখা করি। ওখানেই সব পরিকল্পনা হয়।

...তারপর আপনি মেজর জেনারেলের পঞ্চমুখি পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারেন। মেজর জেনারেলের কায়রো আগমনের কথাও ঠিক সময়ে আপনাকে জানানো হয়। হ্যাঁ কর্নেল, জেনারেল আরাবী, আপনি এবং আমি ছাড়া এই কথা কেউ জানতো না পৃথিবীতে। অথচ খবরটা গিয়ে পৌঁছায় ফোর্ট টাগার্টে। এদিকে আপনি আমার নেতৃত্ব মেনে নিয়ে দল ঠিক করেন। আতাসীকে দক্ষ গেরিলা ফাইটার এবং মাহের পাশাকে দক্ষ রেডিও অপারেটর হিসেবে জেনারেল দলে ঢুকিয়ে দেন। হ্যাঁ, আজহারী বেচারাকেও আমি সন্দেহ করতাম। যাক, সব ঠিক হয়ে যাবার পর জেনারেল আপনাকে সব সময় ব্যস্ত এবং চোখে চোখে রাখেন যাতে আব্বাসের সঙ্গে আপনি যোগাযোগ করতে না পারেন। তার পরের ঘটনা আপনি জানেন। তবে একটা কথা কর্নেল, টাগার্টে ফিরে গেলে ওখানেও আপনার কোর্ট-মার্শাল হতে পারে। কারণ আপনি ওদের ভুল খবর দিয়েছিলেন, ওরা তা জেনে গেছে।

‘মানে ?’

‘মেজর জেনারেল রাহাত খান বর্তমানে জেনারেল আরাবীর খামার বাড়ির অতিথি।’ রানা তাকালো মহিউদ্দীনের দিকে। বললো, ‘চলচ্চিত্রটেলিভিশনের এই অখ্যাত অভিনেতা জীবনের শ্রেষ্ঠ ভূমিকা অভিনয় করেছে। এই হচ্ছে রাহাত খান।’

‘আপনার কথা শেষ হয়েছে ?’

‘হয়েছে। সব কাজ আমি শেষ করেছি,’ রানা বললো। ‘কর্নেল, আপনি নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছেন, কেন জেনারেল আরাবী সব জেনেও আমাদের উদ্ধারের জন্যে আপনার আসাতে বাধা দিলেন না, তাই না ?’

‘আগে ভেবে দেখিনি।’

‘আপনি থাকলে কোনো এয়ার-অ্যাটাক হবে না, জেনারেল জানতেন, তাই আপনাকে পাঠিয়েছেন।’

‘জেনারেল যে কতো বড় ভুল করেছেন আশা করি এখন অনুমান করতে পারছেন,’ কর্নেল স্টেনগান ভালো করে ধরে বললো। ‘এ প্লেন এবং এর একজন যাত্রীও কোনো দিন কায়রোতে ফিরবে না।’

‘উইং কমাণ্ডার!’ রানা বললো, ‘কায়রো চলুন।’

‘মানে ?’ স্টেনগান তুললো কর্নেল উইং কমাণ্ডারের দিকে। বললো, ‘মাল্টা।’

‘ওর কথায় কান দেবার প্রয়োজন নেই রানা উইং কমাণ্ডারের উদ্দেশ্যে বললো।

কর্নেল সিক্স তার স্টেনগানের মুখ ঘোরালো। বললো, ‘মেজর রানা, এবার আপনাকে গুলি না করার কোনো কারণ দেখতে পাচ্ছি না আমি।’

'আপনি কেন গুলি করবেন না, তার কারণ আছে!' রানা বললো, 'জেনারেল আরাবী এয়ার-ফিল্ডে এসেছিলেন আপনাকে তুলে দিতে, কিন্তু আগে তা তিনি কোনোদিন করেননি।'

'তারপর···বলে যান।' কর্নেল সিক্স একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছে। তার চোখ কেঁপে গেলো। মুখে ফুটে উঠলো পরাজয় এবং মৃত্যুর ছায়া।

'জেনারেল এসেছিলেন যাতে আপনার হাতে এই স্টেনগানটিই থাকে। দেখুন, আপনার গানের বাঁট যেখানে ব্যারেলের সঙ্গে মিশেছে ওখানে দু'টো সমান্তরাল দাগ আছে।'

কর্নেল রানার দিকে কয়েকটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো শূন্য দৃষ্টিতে তারপর দেখলো স্টেনগান। হ্যাঁ, রানা মিথ্যে বলেনি। কর্নেল মুখ তুলে তাকালো···তার চোখের চাউনি আবার সংবদ্ধ হয়েছে।

রানা ঘড়ি দেখলো। বললো, 'ঠিক ছত্রিশ ঘণ্টা আগে আমি র‍্যাদা দিয়ে ফায়ারিং-পিন ঘষে রেখেছিলাম ওটার।' রানা বাঁ হাত বাড়িয়ে আতাসীর হাত থেকে কারবাইনটা তুলে নিলো। কর্নেল স্টেন-গানের ট্রিগারে কয়েকবার চাপ দিলো। কিন্তু শুধু ক্লিক করে শব্দ ছাড়া আর কিছুই হলো না। ফ্লোরে ফেলে দিলো স্টেনগান। এবং হঠাৎ সবাইকে সচকিত করে খুলে ফেললো প্লেনের কপাট। রানার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

'সবচেয়ে দামী ডকুমেন্ট! আরব এবং ইসরাইল দু'পক্ষের কাছেই অমূল্য সম্পদ!' ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিলো কর্নেল নোট-বইটা। বললো, 'এবার।'

'এবার?' রানা পকেট থেকে আরও দু'টো নোট-বই বের করলো।

হাসলো। বললো, 'বুঝতেই পারছেন।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে কর্নেলের মুখ। বুঝতে পেরেছে, চরম পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছে সে আজ। কোনো ভাবেই উদ্ধার নেই। বললো, 'আপনি আমাকে গুলি করবেন ?'

'না।'

'কিন্তু আপনি আমাকে শুটিং-স্কোয়াডের সামনেও দেখতে পাবেন না।' কর্নেল মৃদু হাসলো। বললো, 'ফ্রেণ্ডস্...'

সব কিছু যেন ওলট-পালট হয়ে গেলো। উইং কামাণ্ডার ইকবাল বেগ হঠাৎ হাত বাড়ালো কর্নেলের দিকে। ফস্কে গেলো হাতটা। কর্নেল হতচকিত হয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়তে চাইলো। কিন্তু বিদ্যুৎ বেগে ডাইভ দিলো আতাসী। কো-পাইলটের সীটের উপর দিয়ে উড়ে এসে পড়লো। ধরে ফেললো কর্নেলের কলার। কর্নেল তখন ছিটকে পড়েছে বাইরে। আতাসী টেনে তুলে আনতে চেষ্টা করছে। বাঁ হাতে দরজার স্টীলের ফ্রেম ধরেছে, ডান হাতে কর্নেলের কলার। কর্নেল শূন্যে ঝুলছে।

'বস্, কি করবো এখন ?' জিজ্ঞেস করলো আতাসী।

'হয় তুলে আনো, না হয় ছেড়ে দাও,' হুকুম দিলো রানা।

'বস, ওর ইউনিফর্মটা পুরোনো। ছিঁড়ে যাচ্ছে,' কোনোমতে বললো আতাসী। সীটের উপর দিয়ে ঝুঁকে পড়া আতাসীর শরীরটা আরও ঝুঁকে পড়লো সামনে।

আর্তনাদ করে উঠলো মার্সিয়া তিন সেকেণ্ড লাগলো আতাসীর নিজেকে আটকিয়ে ফেলতে। এবার বাঁ হাতে ফুট-বোর্ড ধরে ফেলেছে সে। পা উর্ধ্বমুখি।

‘আতাসী, উঠে এসো,’ বললো রানা।

‘উঠবো…যদি মার্সিয়া বলে,’ আতাসী বললো।

মার্সিয়ার ফ্যাকাসে মুখে রক্ত ছড়িয়ে পড়লো। একটু এগিয়ে গিয়ে বললো, ‘আতাসী, উঠে এসো।’

‘তবে তুমি বলো, কায়রো ফিরেই আমাকে বিয়ে করবে কিনা।’

‘ব্ল্যাকমেইল, ব্ল্যাকমেইল!’ হৈ হৈ করে উঠলো উইং কমাণ্ডার, ‘হৃদয় নিয়ে ব্ল্যাকমেইল।’ তাকালো মার্সিয়ার দিকে। দেখলো, লজ্জায় মরে যাচ্ছে মেয়েটি। বললো, ‘ইয়ং লেডী, রাজি হয়ে যাও। এক বাক্যে রাজি হয়ে যাও পৃথিবীতে এতো সুন্দর ব্ল্যাকমেইল আর হয়েছে বলে মনে হয় না।’

মার্সিয়া এগিয়ে গেলো। বললো, ‘আতাসী, তাই হবে।’ দু’হাতে মুখ ঢাকলো।

দেখা গেলো আতাসী উঠে আসছে। হাতে ধরা কর্নেলের জামার কলার। কর্নেলের হ্যাটটা বাতাসে উড়ে গেছে। চকচকে টাক।

অজ্ঞান হয়ে গেছে কর্নেল।

আতাসী কর্নেলকে বেঁধে এক কোণে ফেলে দিয়েই হাত ধরলো মার্সিয়ার। লজ্জায় লাল মার্সিয়ার মুখ। মুখে বললো, ‘ছিঃ, কি আরম্ভ করেছো বলো দেখি। পাগল নাকি তুমি?’

‘ছিলাম না, মার্সিয়া। এখন হয়েছি।’

প্লেন এগিয়ে চলেছে অন্ধকারে, কায়রো অভিমুখে।

উইং কমাণ্ডার তার পাইপটা ধরালো। মুখটা জ্বলজ্বল করছে উদ্ভাসিত হাসিতে। কায়রো আর পাঁচ মিনিটের পথ। হঠাৎ রেডি-

ওতে সিগন্যাল পেয়ে মাইক্রোফোন তুলে হেডফোন ঠিক করে লাগালো।

'...ইয়েস, জিরো জিরো...'

'মেজর রানাকে দিন।' স্পীকারে জেনারেল আরাবীর কণ্ঠ।

ফিরে তাকালো উইং কমাণ্ডার। বললো, 'মেজর রানা, জেনারেল কথা বলছেন।'

ফায়জার বুকে মাথা রেখে চোখ বুজে আছে রানা। ফায়জা আঁকড়ে ধরে রেখেছে। চুলের মধ্যে আঙুল চালাচ্ছে। বললো, 'ঘুমিয়ে পড়েছে।'

উইং কমাণ্ডার বললো, 'ও ঘুমিয়ে পড়েছে, জেনারেল। বেচারী ভীষণ ক্লান্ত।'

'কর্নেল সিক্স?'

'বেঁধে রাখা হয়েছে।'

'মেজর জেনারেল রাহাত খান আর আমি এয়ার-ফিল্ডে থাকবো।'

'ধন্যবাদ! একটা অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করবেন, স্যার।'

'কেন?'

'মেজর রানা আহত।'

'উনডেড!...খুব বেশি?' এবার পরিষ্কার মেজর জেনারেল রাহাত খানের গম্ভীর কণ্ঠস্বর। 'হ্যালো খুব বেশি জখম হয়েছে?' স্পষ্ট উদ্বেগ। নিশ্চয়ই কুঁচকে গেছে কাঁচা-পাকা ভ্রূ জোড়া। 'আমার সাথে দু'একটা কথা বলতে পারবে না? খুব বেশি আহত?'

উঠে এসেছে রানা মাইক্রোফোনের কাছে।

'না, স্যার। তেমন কিছু নয়।'

যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন বৃদ্ধ। গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার সঙ্গে আজই দেশে ফিরতে পারছো, নাকি হাসপাতালে কাটাতে হবে কিছুদিন?'

'আজ ফিরতে পারবো না, স্যার। হাসপাতালে থাকতে না হলেও গুলি বের করে ড্রেসিং...'

'কতোদিন ছুটি চাও?'

'বিশ দিন।'

তিন সেকেণ্ড নীরবতা।

'অলরাইট। গ্র্যাণ্টেড। আমি এখুনি রওনা হয়ে যাচ্ছি। দেখা হবে না। আর হ্যাঁ, আমাকে উদ্ধার করে আনার জন্য ধন্যবাদ। আউট।'

রানার চোখে চেয়ে হাসলো ফায়জা।

—ঃ শেষ ঃ—

রানা-১৬

একখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

মৃত্যু প্রহর

ইসরাইলের ছোট্ট শহর সাফেদের কাছাকাছি কানান পাহাড়ের মাথায় ফোর্ট টাগার্ট, বা বারাক বেন কানান। জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইন্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় হেড কোয়ার্টার। সেই দুর্ভেদ্য দুর্গে বন্দী রয়েছেন বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ—মেজর জেনারেল রাহাত খান।

রাত্রি অন্ধকার। কানানের এক নির্জন ও দুর্গম অংশে নামলো সাতজন দুঃসাহসী ছত্রী সেনা। দলপতি মাসুদ রানা—বাকি সবাই আরবীয়। প্যারাস্যুট খুলবার দশ-মিনিটের মধ্যে টের পেলো রানা, বিশ্বাসঘাতক রয়েছে ওদের সঙ্গে।

এখন আর উপায় নেই। এগিয়ে যেতেই হবে। আসুন না, আপনিও চলুন রানার সাথে—কথা দিচ্ছি, বেঁচে ফিরে আসতে পারবেন।

পনেরো টাকা

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা
শো-রূম : ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা